

দাড়ি মোবারক হইতে দুইটা পশম মোবারক দান করেন, তখনই আমি সুস্থ হইয়া যাই এবং জাগ্রত হইয়া ঐ দুইটা পশম মোবারক আমার হাতের মধ্যে দেখিতে পাই, হজরত শাহ ছাহেব বলেন ঐ দুই পশম হইতে আক্বাজান একটা আমাকে দান করেন।

শাহ ছাহেব অশ্রু বয়ান করেন যে, আক্বাজান বলেন ছাত্র বয়সে একবার আমার খেয়াল হইয়াছিল যে, “ছওমে বেছাল” অর্থাৎ রোজার পর রোজা রাখি, কিন্তু ইহাতে ওলামাদের মতভেদের কারণে কিছুটা সন্দেহান হইয়া পড়ি যে, উহা করিব কি না করিব। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হজুরে পাক (ছঃ) আমাকে একটা রুটি দান করিলেন। হজুরের সাথে হজরত আজু বকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ) ছিলেন। হযরত ছিদ্দীকে আকবর বলিলেন “আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন” অর্থাৎ হাদিয়ার মধ্যে উপস্থিত সকলেরই হক রহিয়াছে। আমি যেই তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম, তিনি উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন। তারপর ওমর ফারুক বলিলেন ‘আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন’। আমি রুটি তাঁহার সামনে রাখিলে তিনিও উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন, অতঃপর হযরত ওসমান বলিলেন ‘আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন’ আমি বলিলাম এইভাবে হাদিয়া বণ্টন হইতে থাকিলে আমি ককীরের জন্ত আর কি বাকী থাকিবে, ‘হেরজে ছামীন’ গ্রন্থে বিচ্ছা এই পর্যন্তই খতম। শাহ ছাহেবের অশ্রু কিতাব আনফাহুল আরেফীনে’ লিখিত আছে তিনি বলেন আমি ঘুম হইতে জাগিয়া এই বিষয় চিন্তা করিলাম যে শায়খাইনকে ত রুটি দিলাম কিন্তু হজরত ওসমানকে কেন বাধা দিলাম। আমার দেমাগে এই কথা আসিল যে আমার নকশেবন্দী তরীকার নেছবত হজরত আবু বকর পর্য্যন্ত মিলিত হয় আর আমার বংশের নেছবত হজরত ওমর পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু হজরত ওসমানের সহিত আমার মারফত এবং খান্দান কোনটারই সম্পর্ক নাই। এইজন্ত সেখানে বাধা দিবার সাহস হয়।

শাহ ছাহেব হেরজে ছামীন গ্রন্থে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে আক্বাজান এরশাদ করেন, আমি একবার রমজান মাসে ছফর করিতেছিলাম তীষণ গরমের দিন ছিল বিধায় আমার খুব কষ্ট হইতেছিল। ঐ অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া যায়। আমি স্বপ্নে হজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি, হজুর আমাকে অপূর্ব খাবার দান করিলেন যার মধ্যে চাউল যি

মিষ্টি এবং জাফরান যথেষ্ট ছিল। আমি উহা পেট ভরিয়া খাইলাম তারপর হজুর আমাকে পানিও দিলেন, আমি উহা তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম ইহাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া গেল, আমার যখন চোখ খুলিল তখন হাত হইতে জাফরানের খুশবু আসিতেছিল।

এই সব ঘটনায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আহলে ছুন্নত অল জমাতের আকীদা মোতাবেক আওলিয়াদের কেরামত হক বলিয়া আমার বিশ্বাস করি। পবিত্র কালামে পাকে বর্ণিত আছে “হযরত মরিয়মের নিকট মেহরাবের মধ্যে যখন হযরত জাকারিয়া যাইতেন তখন তাঁহার নিকট রিজিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন মরিয়ম এই সব কোথা হইতে আসিল? তিনি বলিতেন ইহা আমার প্রভুর তরফ হইতে আসিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা অল্পপোষুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রিজিক দান করেন।

দোররে মানচুরে বর্ণিত আছে অসময়ে তাঁহার নিকট থলিয়া ভরা অঙ্গুর থাকিত এবং গরমের দিনে শীতকালীন কল এবং শীতকালে গরমকালীন কল পাওয়া বাইত।

ইয়া রাবের ছান্নে অ-ছান্নেম দায়েমান আবাদা

আলা হাবীবকা খায়রিল খালকে কুল্লেইম।

(৪২) নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে একটি আজব কেছা বর্ণিত আছে যে, রাত এবং দিনের মধ্যে আপোসে এই নিয়া ঝগড়া হইল যে আমাদের মধ্যে কে ভাল; দিন বলিল আমি শ্রেষ্ঠ কেননা আমার মধ্যে তিনটি ফরজ আদায় করা হয় আর তোমার মধ্যে দুইটি ফরজ আর আমার মধ্যে জুমার দিন দোয়া কবুলিয়তের একটি বিশেষ সময় রহিয়াছে যাহাতে বান্দা যাহা চায় তাহাই পায়। এবং আমার মধ্যে রমজান মোবারকের রোজা রহিয়াছে। তোমার মধ্যে মানুষ নিদ্রিত এবং গাফেল থাকে আর আমার মধ্যে জাগ্রত এবং হুশিয়ার থাকে। আমার মধ্যে হরকত আছে আর হরকতের মধ্যেই বরকত। আমার মধ্যে সূর্য উদিত হয় যদ্বারা সমগ্র দুনিয়া আলোকিত হইয়া যায়।

রাত বলিল তুমি যদি নিজের সূর্যের উপর গর্ব করিয়া থাক তবে আমার সূর্য হইল আল্লাহ ওয়ালাদের কলব, তাহাজ্জুদ পড়নেওয়াল এবং আল্লাহ হেকমতের মধ্যে চিন্তা কিকরকারীদের অন্তর। তুমি সেই প্রেমিকদের শরাব পর্য্যন্ত কি করিয়া পৌছিতে পার যাহা নিজনে আমার সহিত হইয়া

থাকে। মহান মে'রাজের মোকাবেলা তুমি কি করিয়া করিতে পার।
আল্লাহ পাক হজুর (ছ:) কে ফরমাইতেছেন—

“আপনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ুন যাহা আপনাকে
অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে”।

হে দিন! তুমি ইহার কি উত্তর দিতে পার? আমার মধ্যে শবে কদর
রহিয়াছে। একমাত্র আল্লাহই জানেন যে উহাতে কত বেশী বেশী নেয়ামত
দান করা হয়। প্রতিদিন শেষ রাত্রে আল্লাহ পাক বান্দাদিগকে ডাকিয়া
বলেন কে আছে আমার নিকট প্রার্থনাকারী আমি তাহার প্রার্থনা কবুল
করিব এবং কে আছে তওবাকারী আমি তাহার তওবা কবুল করিব।
তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন ‘ইয়া আইউহাল
মোজ্জামেলো কুমিল্লাইলা।’ তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন
ছোবহানাল্লাজী আছরা.....

অর্থাৎ ‘পাক পবিত্র ঐ খোদা যিনি রাত্রি বেলায় আপন বান্দাকে
মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকছায় নিয়া গেলেন’ হজুরের যাবতীয়
মোজ্জাজার মধ্যে মে'রাজের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।
কাজী এয়াজ বলেন হজুরের ফাজায়েলের মধ্যে মে'রাজের কারামত হইল
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা উহা বহু ফাজায়েলের সমষ্টি আল্লাহ পাকের
সহিত কথোপকথন ও জিয়ারত, আশ্বিয়ায়ে কেরামের ইমামত, ছিদরাতুল
মোনতাহায় গমন, আল্লাহ পাকের বড় বড় নিদর্শন সমূহের পরিদর্শন।
হজুরের উচ্চ মর্যাদাসমূহের ঘটনাবলী ‘কাছীদায়ে বোরদার’ লিখক সংক্ষিপ্ত
ভাবে লিখিয়াছেন এবং উহাকে হজরত থানবী (র:) নশরুত্তির গ্রন্থে তরজমা
সহ উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হইতে এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে—

سَوَّيْتُ مِنْ حَرَمٍ لَهَا إِلَى حَرَمٍ

كَمَا سَرَى الْهَدْرُ فِي دَاخِلٍ مِنَ الظُّلَمِ

وَبِتَّ تَرْفَى إِلَى أَنْ نِلْتَا مَنَزِلَهُ

مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ أَمْ تَذَرُكَ وَلَمْ تُؤَمِّ

وَقَدْ مَتَّكَ جَمِيعُ الْأَنْهِيَاءِ بِهَا

وَالرُّسُلُ تَقْدِيمُ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمِ

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّمْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ

فِي مَوَكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعِلْمِ

حَتَّى إِذَا لَمْ تَدْعُ مَا وَالْمُسْتَبَقِ

مِنَ الدُّنْيَا لَا مَوْقَا لِمُسْتَنَمِ

خَفَضْتَ كُلَّ مَكَانٍ بِالْأَضَافَةِ إِذْ

نُودِيَتْ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمَقْرَدِ الْعِلْمِ

كَيْمَا تَفُوزَ بِوَصْلِ أَيْ مُسْتَقَرِّ

عَنِ الْعَوْنِ وَسِرَايَ مَكْنَتِهِ

يَا رَبِّ مَلَّ وَسَلَّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

অর্থ: (১) আপনি মক্কা শরীফের হারাম হইতে মসজিদে আকছায়
হারাম পর্যন্ত রাত্রি বেলায় হুজুর করিয়াছেন, (অথচ হুই হারামের দুই
চল্লিশ দিনের রাস্তা) যেমন পূর্ণ চন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া দীপ্তির সহিত
চলে।

(২) আপনি উন্নতির এমন চরম শিখরে পৌছিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন
যেখান পর্যন্ত না কেহ পৌছিবাব ইচ্ছা করিয়াছে।

(৩) বায়তুল মোকাদ্দাসে আপনাকে সমস্ত আশ্বিয়ায়ে কেরাম ইমাম

বানাইয়াছেন যেমন মাখদুম খাদেমগণের ইমাম হইয়া থাকে।

(৪) আপনি সাত তবক আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছিলেন ফেরেশ-
তাদের এমন এক বাহিনীর সহিত যাহাদের ঝাণ্ডাবাহী সর্দার আপনি
নিজেই ছিলেন।

(৫) আপনি মর্যাদার উচ্চ স্তরে ক্রমাগত যাইতেছিলেন এমন কি
তখন নৈকট্য ও উচ্চ সীমার আর সীমা বাকী রহিল না।

(৬) উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার অদ্বিতীয় ভাবে যখন আপনাকে আহ্বান
করা হইল তখন আপনি যে কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মাখলুকে নীচ
করিয়া দিলেন।

(৭) আপনাকে এই জ্ঞানই ডাকা হইয়াছিল তবে যেন আপনি পর্দার
অন্তরালে রহস্তাবৃত থাকিয়া মিলনের দ্বারা সৌভাগ্যবান হইতে পারেন।

وَلِخْتَمِ الْكَلَامِ عَلَى وَقْعَةِ الْأَسْرَاءِ
بِالْمَلَوَاتِ عَلَى سَيْدِ أَهْلِ الْأَمْطِطِ
وَالْأَصْحَابِ أَهْلِ الْأَجْتِبَاءِ
مَا دَامَتْ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ

মেরাজের ঘটনার উপর বক্তব্য আমরা এখানেই শেষ করিলাম
এ জ্ঞাতের উপর দরুদ পাঠ করিয়া যিনি সমস্ত নেক বান্দাদের সর্দার এবং
যত দিন আছমান ও জমীন কায়ম থাকিবে তত দিন তাহার নির্বাচিত
আল ও আছহাবের উপর ছালাম দরুদ বর্ণিত হউক।

ইয়া রাবে ছালামে অ-ছালামে দায়েরমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুলেহিম।

(১০) এই ফাজায়েলের কিতাব সমূহ লিখিবার জমানায় এই অধম
স্বয়ং অথবা কোন কোন সময় অশু বন্ধুদের কিছু কিছু স্বপ্ন এবং সুসংবাদ
হাছিল হইয়াছে, এই ফাজায়েলে দরুদ বই লিখিবার সময় এক রাত্রে
আমাকে স্বপ্নের মধ্যে আদেশ করা হইল যে এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই
'কাছীদা' অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত কবিতা লিখিও। কিন্তু কোন কাছীদা
লিখিব তাহা বলা হয় নাই। তবে এই অধমের দেমাগে স্বপ্নের মধ্যে
অথবা দুই স্বপ্নের মধ্য ভাগে জাগ্রত অবস্থায় এ ধারণা আসিল যে ইশারা
এ কাছীদার দিকে যাহা হযরত মাওলানা জামী (রাঃ) ইউছুফ জোলায়খা
নামক গ্রন্থের শুরুতে লিখিয়াছিলেন। এই অধমের বয়স যখন দশ এগার

বৎসর তখন গঙ্গুহ নামক গ্রামে আমার পিতার নিকট ঐ কিতাব খানি
পড়িয়াছিলাম, তখন আববাজান হজরত আলী সম্পর্কে মুখে মুখে আমাকে
বেছা শুনাইয়াছিলেন। সেই বেছার কারণেই স্বপ্নের পর আমার খেয়াল
তাঁহার কাছীদার দিকে ঝুঁকিয়া যায়। কেছা হইল এই যে—

হযরত জামী এই কাছীদা লেখার পর একবার হজ্জে রওয়ানা হইয়া
গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌঁছিয়া হজুরের
দরবারে এই কাছীদা পাঠ করিবে। হজ্জ আদায় করার পর তিনি যখন
মদীনা শরীফ জিয়ারতের এরাদা করিলেন তখন মক্কা শরীফের আমীর
হজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হজুর তাহাকে
এরশাদ করিতেছেন যে, জামীকে মদীনায় আসিতে নিষেধ কর। মক্কার
আমীর তাহাকে নিষেধ করিয়া দিল কিন্তু তাঁহার মধ্যে শওক ও মহববতের
জ্বা এত প্রবল ছিল যে তিনি গোপনে মদীনা রওয়ানা হইয়া গেলেন।
আমীরে মক্কা দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখিলেন যে হজুর এরশাদ করিতেছেন
সে আসিতেছে তাহাকে আসিতে দিওনা। আমীরে মক্কা তাঁহার পিছনে
লোকজন দৌড়াইল এবং তাহাকে ধরিয়া আনিল ও জোর পূর্বক তাহাকে
জেলখানায় বন্দী করিয়া দিল। ইহার পর আমীরে মক্কা তৃতীয়বার হজুরকে
স্বপ্নে দেখিল। হজুর এরশাদ করিতেছেন জামী কোন অপরাধী নয় সে কিছু
কবিতা লিখিয়াছে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ঐগুলি আমার রওয়জার পাশে
আসিয়া পাঠ করিবে। যদি সে ইহা করে তবে কবর হইতে মোছফাহার
জন্য আমার হাত বাহির হইবে যদ্বারা কেতনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ইহার পর আমীর তাহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া বহুত ইজ্জত ও
সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই কেছা আমার শুনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে
কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্তমানে আমার দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা আর
অসুস্থতার জ্ঞান কোন কিতাব দেখিয়া হাওয়ালা দিবার সামর্থ্য নাই। হাঁ।
পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কোন কিতাবে এই ঘটনা পাইয়া থাকেন তবে
আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে নিশ্চয় জানাইবেন আর আমার মৃত্যুর পর
হইলে কিতাবের টিকায় লিখিয়া দিবেন।

এই কিছার কারণেই এই অধমের খেয়াল সেই কাছীদার দিকে
যাইতেছে। এই ঘটনা কিছুটা অসম্ভবও নয়। কেননা অশু একটি দরুদ
মশহুর রহিয়াছে যে বিখ্যাত ছুফী হজরত শায়েখ অহমদ রেফায়ী (রাঃ) দরুদ

১১৮ হিজরীতে হজুরে পাকের জিয়ারতের জন্য হাজির হন কবর শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া ছইটা বয়্যাত পড়িয়াছিলেন তখন কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে যাহাকে তিনি চুম্বন করেন ফাজায়েলে হজ্জে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। রওজায়ে পাক হইতে ছালামের উত্তর আসার আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

কোন কোন বন্ধুবর্গের অভিমত আমার খাবের তা'বীর হইল “কাছীদায়ে বোরদাহ্” তাই সেখান হইতেও কিছুটা অংশ লিখিত হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে উহার অর্থ হইল দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদা সমূহের মধ্য হইতে কোন এক কাছীদা। এইজন্ত মাওলানা জামীর কাছীদার পর হযরত কাছেম নানাতবীর কাছীদার কিছুটা অংশও লিপিবদ্ধ করিয়া এই কিতাবকে সমাপ্ত করি। وما تروني بقي الا بالله

মাওলানা জামীর কাছীদা ফারসি ভাষায় লিখিত, এবং আমাদের মাদ্রাসার নায়েম মাওলানা আছাদ উল্লাহ হাযেবের ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা ছাড়াও কবিতা লেখার মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি রহিয়াছে। তজ্জপরি তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এর খলীফাও বটে, যদ্বারা এশ্কে নববীর জব্বায়ও তিনি ভরপুর। আমি মাওলানার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যেন সেই কাছীদার তিনি উহঁতে তরজমা করিয়া দেন। তিনি উহা কবুল করেন! তাই কাছীদার পরে উহার তরজমাও করিয়া দেওয়া হইল। তারপর কাছীদায়ে কাছেমী হইতে কিছু লিখিত হইল।

মাছনবীয়ে ওলানা জামী (রঃ)

ز مهجوری آمد جان عالم - ترحم یا نبی الله ترحم
نه آخر رحمة للعالمین - ز مکر و ماں چرا غافل نشوئی
ز خاک ای لاله میراب برخیز -

چون تر کس خواب چند از خواب برخیز

بروز اور سر از بر دیمانی - که روئے تست صبح زان گانی
شب اند و ما را روز گردان - ز رویت روز ما فیروز گردان
به تن در پوش منبر بوئے جامه - بسر بر بند کا فروری عمامه

فروزان ویز از سر کیسوان را
ذگن سایه بپا سرور را
ادیم طائفی نعلین پاک
شراب از رشته جانها ئے ماک
چهار نه دیده کرده فرش ره اند
چو فرش اقبال یا پوش تو خوا همد
ز حجره پا ئے در صحن حرم نه
بفرق خاک ره بر ماں قدم نه
بده دستی ز پا افتادگی را
بکن دلداریمے دلدادگی را
اگرچه فرق دریا ئے گناهم
فتاده خشک لب بر خاک را هم
توا بر رحمتی ان به که گفے
کنی بر حال لب خنکای نگه
خوشا کز گرد ره سویت رسیدیم
بدیده کرد از کویت کشیدیم
بمسجد سجده شکرانه در دیم
چرا غمت را ز جای پرواز کردیم
بگود روضه ات گشتیم گستاخ
دلیم چون پنجره سوراخ سوراخ
زدیم از اشک بر چشم به خواب
حریم استان روضه ات اب
گھے رفتیم زان ساحت غبار
گھے چو دیدیم زو خاشاک و خار
از ان نور سواد دیده دادیم

وزین در ریش دل مرهم نهاده
 بسوئی منبرت ره برگرفتیم
 ز چهره پایه اش در زر گرفتیم
 ز مکرابت بسجده کام جستیم
 قدم گاهت بخون دیده شستیم
 بپایه هرستون قد راست کردیم
 مقام راستای درخواست کردیم
 ز داغ ارزویت با دل خوش
 زدیم از دل بهر قندیل آتش
 کنون گرتن نه جای آن حریم است
 بکمد الله که جای آن جا مقوم است
 بخود در ماده ام از نفس خود رائے
 ببین در ماندن چندین بهخشائے
 اگر نبود چو لطفت دست یارے
 ز دست ما نیاید هیچ کارے
 قضای اذکند از راه مارا
 خدا را از خدا در خواه مارا
 که بخشد از یقینی اول حیاتے
 دهد از گداز کردین ثباتے
 چو هول روز رستا خیز خیزد
 با تش ابروئی مانه ریزد
 کند با این همه کمراهی ما - ترا انی شفامت خواهی ما
 چو چو کان سرنگنده اوری روئی
 بهمدان شفامت امتی کوئی

بھمی اھتمامت کار جامی - طفیل دیکرائی یابد تمامی

অনুবাদ

(১) ইয়া রাহুল্লাহ! আপনার বিচ্ছেদে সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রতিটি ধূলিকণা মর্মান্বিত, হে আল্লাহর পেয়ারা নবী! মেহেরবাণী পূর্বক আপনি একটু দয়া ও রহমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২) আপনি নিঃসন্দেহে সারা বিশ্ব ভুবনের জন্ত রহমত স্বরূপ কাজেই আমাদের মত ছুঁতগা হইতে আপনি কি করিয়া গাফেল থাকিতে পারেন।

(৩) হে অপূর্ব সুন্দর লাল ফুল! আপন সৌন্দর্য ও সৌরভের দ্বারা সারা জাহানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন, এবং ঘুমন্ত নারগিছ ফুলের মত জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করুন।

(৪) আপন চেহারা মোবারককে ইয়ামনী চাদরের পর্দা হইতে বাহির করিয়া দিন। কেননা আপনার নূরানী চেহারা নবজীবনের প্রাতঃকাল স্বরূপ।

(৫) আমাদের চিন্তাযুক্ত রাত্রি সমূহকে আপনি দিন বানাইয়া দিন এবং আপনার বিশ্ব সুন্দর চেহারার ঝলকে আমাদের দিনকে কামিয়াব করিয়া দিন।

(৬) পুত পবিত্র শরীর মোবারকে অভ্যাস যোতাবেক আশ্রয় যুক্ত পোশাক পরিধান করুন এবং শির মোবারকে কর্পূরসম শুভ পাগড়ী বাঁধুন।

(৭) মেশকে আশ্রয়ের খুশ্ব বিচ্ছুরিত চুলের ঝুপটিকে শির মোবারকে লটকাইয়া দিন, যেন উহার ছায়া আপনার বরকত ওয়ালা পায়ে পতিত হয়।

(৮) তায়েকের বিখ্যাত চামড়ার দ্বারা তৈরী পাছকা পরিধান করুন এবং আমাদের জ্ঞানের রাশিদ্বারা উহার কিতা তৈরী করুন।

(৯) সমগ্র বিশ্ব ভুবন আপন চক্ষু ও দিলকে আপনার পথের বিছানা বানাইয়া রাখিয়াছে, এবং পরশের মত আপনার কদমবুটির গোরব হাছেল করিতে চায়।

(১০) সবুজ গুহ্বের হুজুরা শরীফ হইতে মসজিদের বারান্দায় তাশরীক আনুন, আপনার পথের ধূলা চুষনকারীদের মাথার উপর কদম রাখুন।

(১১) হুবল ও অসহায়দের সাহায্য করুন আর খাঁটি প্রেমিকদের অন্তরে সান্দ্রনা দান করুন।

(১২) যদিও আমরা আপাদ মস্তক গোনাহের সাগরে ডুবিয়া আছি তবু আপনার মোবারক রাস্তায় পিপাসিত অবস্থায় শুক ঠোঁটে পড়িয়া আছি।

(১৩) আপনি রহমতের বাদল স্বরূপ, কাজেই পিপাসিত ও তৃষ্ণাতুর-

দেব প্রতি মেহেরবাণীর দৃষ্টি করা আপনার সক্ষম।

(১৪) আমাদের জন্তু কতই না উত্তম হইত যদি আমরা ধূলায় ধুসরিত হইয়া আপনার খেদমতে পৌছিলাম, এবং আপনার গলির মাটি দ্বারা চোখে সুরমা লাগাইলাম।

وَلَا تَنْ خَدَّكَ ذَا مَذِيْهٍ كَوْجَائِيْ هَمْ
خَاكِ دَر رَسُوْل كَسْر مَّهْ لَا تُبِيْ هَمْ

(১৫) মসজিদে নববীতে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিতাম রওজায়ে পাকের স্নানস্ত্র প্রদীপের জন্তু নিজের ব্যথিত অন্তরকে পতঙ্গ বানাইলাম।

(১৬) রওজায়ে আতহার ও গুশজে শাজরাত (সবুজ গুশজের চারিপাশে এইভাবে পাগলের মত চকুর দিতাম যেন অন্তর আপনার প্রেম ও মহব্বতের জখমে টুকরা টুকরা হইয়া যাইত।

(১৭) আপনার পবিত্র রওজার আস্তানায় বিনিদ্র চকুর মেঘ হইতে অশ্রুবারী বর্ষণ করিতাম।

(১৮) কখনও মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দান করিয়া ধূলাবালি পরিষ্কার করিবার গোরব অর্জন করিতাম। আবার কখনও সেখানের আবজ'না দূর করার সৌভাগ্য অর্জন করিতাম।

(১৯) যদিও ধূলিবালা চকুর জন্তু কতকর তবুও উহা দ্বারা আমি চকুর পুতুলের জন্তু জ্যোতির উপায় করিতাম আর যদি আবজ'না দ্বারা জখমের কতি হয় তবু উহা দ্বারা আমি দিলের জখমের জন্তু পট্টি বাঁধিতাম।

(২০) আপনার মিষ্টির নিকট যাইতাম এবং উহার পায়ের তলে আপনার প্রেমিক সুলভ হলদে রং এর চেহারাকে ঘষিয়া সোনালী বানাইতাম। (২১) আপনার মোছল্লা এবং মেহরাব শরীফে নামাজ পড়িয়া পড়িয়া মনের আরজু পূর্ণ করিতাম ও প্রকৃত উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হইতাম এবং মোছল্লার যেই পবিত্র স্থান আপনার কদম মোবারক স্পর্শ করিত উহাকে আবেগের রক্তিম অশ্রু দ্বারা ধুইয়া ফেলিতাম।

(২২) আপনার মসজিদের প্রতিটি খুটির সামনে আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইতাম এবং ছিদ্বীকীনদের মধ্যদায় পৌছিবার জন্তু প্রার্থনা করিতাম।

(২৩) আপনার হৃদয় গ্রাহী আবেগ সমূহের জখম এবং প্রাণস্পর্শী আকাংক্ষা সমূহের কতসমূহের দ্বারা সত্যি আনন্দের সহিত প্রতিটি ফারসকে

আলোকিত করিতাম।

(২৪) বর্তমানে যদিও আমার নশ্বর দেহ সেই সমুজ্জল পবিত্র হারাম ও হুজুরের আরামগাহে নাই তবুও আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর আমার রুহ সেখানেই রহিয়াছে।

(২৫) আমি আপন অহঙ্কারী নফ্ছে আশ্রয়ার ধোঁকায় ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এমন অসহায় ও দুর্বলের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২৬) যদি আপনার করুণার দৃষ্টি আমার সাহায্যকারী না হয় তবে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেকার ও অবশ হইয়া পড়িবে। কাজেই আমার দ্বারা আর কোন কাজ সম্পাদন হইবে না।

(২৭) আমাদের বদ বখ্তি আমাদের সারল পথ ও আল্লাহ রাস্তা হইতে বিপথগামী করিতেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের জন্তু খোদাওন্দ পাকের দরবারে প্রার্থনা করুন।

(২৮) আপনি এই দোয়া করুন আল্লাহ পাক যেন প্রথমতঃ আমাদের পাকা পোক্ত একীণ এবং দৃঢ় বিশ্বাসের আজীমুশ শান জীবন দান করেন এবং অতঃপর শরীয়তের আহকামের উপর মজবুত রাখেন।

(২৯) যখন কেয়ামতের ভীষণ দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে তখন রোজহাশরের মালিক রহমানুর রাহীম যেন আমাদের দোজখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের ইজ্জত রক্ষা করেন।

(৩০) এবং আমাদের গোমরাহী সত্ত্বেও যেন আপনাকে আমাদের জন্য শাফায়াত করিবার অনুমতি দান করেন। কেননা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবেনা।

(৩১) আমাদের পাপের দরুন অবনত মস্তকে নফ্ছী বলিয়া নয় বরং ইয়া রাব্বো উম্মতী বলিয়া হাশর ময়দানে তাশরীফ আনিবেন।

(৩২) আপনার সুব্যবস্থার ফলে এবং অন্যান্য নেক বন্দাদের উচ্ছিন্ন গরীব জামীর যাবতীয় কাজ যেন সমাধা হইয়া যায়।

شَدِيدُ مَكْرَمَةٍ دُرُودِ اَمْرٍ
بَدَائِي رَا بَدَائِي بِهَيْدُ كَرَمٍ

“আমি ভূনিয়াছি যে আশা ও ভয়ের সেই মহাসংকটের দিনে মেহেরবান খোদা নেক বান্দাদের উচ্ছিন্ন গোনাহগারদিগকে মার্ক কা'ফা দিবেন”

আলহামু লিল্লাহ হজরত জামী (রঃ) এর কাছীদার অনুবাদ এখানেই

শেষ হইয়া গেল। ইহার পর হজরত কাছেম নানাতবী (র:) এর কাছীদার কিয়দাংশ যাহা এশুক ও মহকতে নবীর দ্বারা ভরপুর উহা লেখা যাইতেছে

نہوے نغمہ سر اکس طرح سے بلبل زار
 کہ ائی ہے نئے سر سے چہی چہی میں بہار
 ہر ایک کو حسب لہا قنت بہار دیتی ہے
 کسی کو برگ کسی کو گل اور کسی کو بار
 خوشی سی سے مرگ چہی ناچ ناچ گاتے ہیں
 کف ورق بجاتے ہیں تالیاں اشجار
 بجھائی ہے دل آتش کی بھی طیش یارب
 کرم میں اپکو دشمن سے بھی نہیں انکار
 یہ قدر خاک ہیں باغ باغ وہ عاشق
 کبھی رہے تھا سدا حق کے دل کے بیچ غبار
 یہ سبرہ زار کا رتبہ ہے شجرۂ موسیٰ
 بننا ہے خامر تجلی کا مطلع انوار
 اسی لئے چمنستان میں رنگ مہندی نے
 کھا ظہور و رتھائے سبرہ میں ناچار
 پہنچ سکے شجر طور کو کھوی طربی
 مقام یار کو ب پہنچے مسکن افکار
 زمین و چرخ میں ہو کھریں نہ ورق ہجر و زمیں
 یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار
 کرے ہے ذرۂ کوئے مہمدی سے خجل
 ملک کے سہم و قہر کوز میں لیل و نہار
 فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہیں تو خور مہوی
 زمینی پہ جلوۂ نما ہے مہمد مختار
 ملک پہ سب سہی پڑے نہ ثانی احمد
 زمیں پہ کچھ نہو پڑے مہمدی سرکار
 ثنا کر اسکی لفظ قاسم اور سہو چہر

کھان کا سہزکھان کا چمن کھان کی بہار
 الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اسکی
 کہ جس پہ ایسا تری ذات خاص کا ہو پھار
 جو تو اسے نہ ہنا تا تو سارے عالم کو
 نصیب ہرئی نہ دولت وجود کی زہار
 کھان وہ رتھہ کھان عقل نہ رسا پنی
 کھان وہ نور خدا اور کھان یہ دیدہ زار
 چراغ عقل ہے گل اس کے نور کے اگلے
 زباں کا منہ نہیں جو مدح میں کوئے کفتار
 جہاں کہ جلتے ہوں پر مقل گل کے بھی پھر دھا
 لکی تھے جاں جو پہنچتی وہاں مرے افکار
 مگر کر۔ مری روح القدس مدد کاری
 تو اسکی مدح میں میں بھی کر رہی وقم اشعار
 جو جہرا نکل مدد پر ہو ذکر کی مہرے
 تو اگلے بڑھکے ہوں ای جہاں کے سردار
 تو ذکر کروں و مکان زبڈۂ زمیں و زمان
 امیر لشکر پیغمبران شہ ابرار
 تو ہوئے گل تھے اگر مثل گل تھے اور نہیں
 تو نور شمس گر اور انبیا ہیں شمس و زہار
 حیات جان تھے تو ہیں اگر وہ جان جہاں
 تو نور دیدہ تھے گر ہیں وہ دیدہ بیدار
 طفول آپ کے تھے کائنات کی ہستی
 بچا ہے کہئے اگر تم کو مہدء الاثار
 جلوۂ میں تھوڑے سب آئے عدم سے تا وجود
 قیامت اپنی تھی دیکھئے تو اک رفتار
 جہاں کے سارے کمالات ایک تجھے میں ہیں

তরে কمال کسی میں نہیں مگر درجہ
 پہنچ سکا تو رہے تلک نہ کوئی نہی
 ہوئے ہیں معجزہ والے بھی اس جگہ زحار
 جو انبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے
 کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار
 لکائنات ہاتھ نہ پٹنے کو ہوا بشر کے خدا
 اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار
 خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ
 تمہارا لہجے خدا آپ طالب دیدار

এই কিতাব যেমন প্রথমেই লেখা হইয়াছে, রমজানের পঁচিশ তারিখ শুরু করা হইয়াছিল। কিন্তু মোবারক মাসের বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন ঐ সময় বিছিন্নিলাহ এবং কয়েক লাইন ব্যতীত আর লিখিবার সুযোগ হয় নাই। তারপরেও মেহমানদের ভিড় এবং মাদ্রাসায় সালের প্রথম দিকের বিভিন্ন ঝামেলার জন্য খুব কমই পাওয়া যাইত। তবুও কমবেশী লেখার কাজ চলিতেছিল। হঠাৎ গত জুমার দিন আমার প্রিয়তম মোহ-তারাম মাওলানা আল-হাজ্ব মোহাম্মদ ইউছুক ছাহেবের যিনি তাবলীগী জমাতের আমীর ছিলেন এন্তেকাল করিয়া যান। তাঁহার এন্তেকালে এই ধারণা জন্মিল যে যদি এই অধমও এইভাবে বসিয়া বসিয়া চলিয়া যাই তবে এই পর্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে উহাও ধর স হইয়া যাইবে, তাই বতটুকু লেখা হইয়াছে উহার উপরই ইতি টানিয়া অদা ছয়ই জিলহজ্ব জুমার দিন সকাল বেলা এই রেছালাকে সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা স্বীয় মাহবুবের তোফায়েলে ইহার মধ্যে যাহা কিছু ভুল ভ্রটি হইয়াছে উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

মোঃ জাকারিয়া উফিয়া আনহু কান্দলবী

মুকীমে মাদ্রাসায়ে মাজাহেরুল উলুম ছাহারানপুর

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুকবিলগানে ফেরামের এজাজতে লিখিত

ফাজায়েলে হজ্ব

বা

হজ্জের ফজীলত

মূল লিখক :

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী সাহেব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হজ্বের উৎসাহ	১৩২
বায়তুল্লাহ শরীফ কে প্রথম নির্মাণ করেন	১৩৩
হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেহনা	১৪৭
হজ্ব করার শাস্তি	১৪৬
হজ্বের ছফের বজের উপর দৈর্ঘ্যবলম্বনের বর্ণনা	১৬১
হজ্বের হাকীকত	১৬১
হজ্বের বঙ্গো প্রাঙ্গণনৈতিক হেকমত	১৭১
হজ্বের আদাবসমূহ	১৮২
হজ্বের নাকিত আদাবসমূহ	১৮৮
মক্কা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজিলত	২০০
কা'বা শরীফ কে তৈয়ার করেন	২০২
যে যে স্থানে দোয়া কবুল হয়	২১০
জম'আ	২১৪
জম'আ বজান	২১৮
জিয়ারতে মদীনা	২২১
মদীনায়ে মোনাওয়ারা হজ্বের আগে যাইবে না পরে	২২৩
রওজায়ে শাক জিয়ারত করিবার আদব	২৩০
নবী পেমের বিভিন্ন কাহিনী	২৩১
কবর শরীফের সাথে বে-আদবী করার পরিণাম	২৬৬
কবুর (ছঃ) কে কবর দেবার তাৎপর্য	২৬৯
মদীনায়ে তাইয়েবার ফজিলত	২৭১
মসজিদে নববীতে ছত্বনের বয়ান	২৭৭
বিদায় হজ্ব	২৭৮
আল্লাহ ওয়ালাদের কয়েকটি ঘটনা	১২৮৭

বিষয়

পৃষ্ঠা

মাছাফায়ে হুজ্ব	২২২
হজ্বের শর্তসমূহ	২২২
হজ্বের করজ ও ওয়াজেবসমূহ	২২৩
হজ্বের মাসসমূহ ও এহরামের স্থান	২২৩
এহরাম বাঁধার নিয়ম	২২২
মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী	২২২
যখন মক্কা শরীফ পৌছিব	২২২
মক্কা না গিয়া আরাকাতের দিকে রওয়ানা	২২৬
স্ত্রী পুরুষের হজ্ব কার্যে পার্থক্য	২২৭
কেরান হজ্ব	২২৭
হজ্ব তাযাক্কু	২২৮
হজ্বের জন্য উত্তম দিন	২২৯
হাজীদেবর জন্য নিষিদ্ধ কার্যাবলী	২২৯
দিনা এহরামে মীকাত অতিক্রম	২২৯
বদলী বা নায়েবী হজ্ব	২৩০

হজ্বের জরুরী দোয়াসমূহ

তালবীয়াহ	২৩১
তাওয়াফের নিয়ত	২৩১
প্রথম তাওয়াফের দোয়া	২৩০
দ্বিতীয় তাওয়াফের দোয়া	২৩১
তৃতীয় তাওয়াফের দোয়া	২৩১
চতুর্থ তাওয়াফের দোয়া	২৩১
পঞ্চম তাওয়াফের দোয়া	২৩১
ষষ্ঠ তাওয়াফের দোয়া	২৩১
সপ্তম তাওয়াফের দোয়া	২৩১
মকামে মূলতাজেমের দোয়া	২৩১
মকামে ইব্রাহীমের দোয়া	২৩১
নবী করীম (ছঃ)-এর কবর শরীফ জিয়ারতের দরুদ ও সালাম	২৩১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

(শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহেব বলিতেছেন)

বাদ হামদ ও নাত', এই অধমের হাতের লেখা তাবলীগী নেছাবের ইতিপূর্বে আরও কয়েকটা কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সেই কিতাবগুলি দ্বারা লোকজন এত বেশী উপকৃত হইয়াছেন যে উহা গুলিতে বাস্তবিকই শব্দাক হইতে হয়। অথচ আমার অযোগ্যতা ও বেআমল হওয়ার দরুন অতটুকু উপকারে আসিবে বলিয়া ধারণাও ছিল না। কেননা যে নিজে আমল করেন। তাহার কথায় এবং লেখায় লোকের আমলও বহুত কমই হইয়া থাকে। তবে চাচাজান হজরত মাওলানা ইনিয়াছ (রঃ)-এর কহানী কয়েজের বরকতেই এত বেশী উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। চাচাজানের এন-তেকালের পর আজ প্রায় চার বৎসর অল্প কোন কিতাব লেখার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, অথচ তিনি জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমাকে দুইটা বই লেখার জন্য খুব বেশী বেশী তাকীদ করিতেন। প্রথমতঃ তেজারত এবং হালাল উপার্জন সম্পর্কে একটা বই, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে আর একটা বই। প্রথম বইয়ের একটি সাক্ষিপ্ত নকশা খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া চাচাজানের পৈদমতে পেশ করি, কিন্তু খুব বেশী অমুস্থ থাকার দরুন তিনি উহা দেখিয়া যাইবার সুযোগও পান নাই। দ্বিতীয় বইটা লিখিবার এত বেশী তাকীদ ছিল যে, একদিন নামাজ একেবারে তৈয়ার ছিল, অন্য এক ব্যক্তি ইমাম ছিল, তাকবীরও হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি কাতার হইতে মুখ বাহির করিয়া এরশাদ করিলেন যে, দেখ ঐ বইটা লিখিতে যেন ভুল না হয়। তবুও কিন্তু নিজের অযোগ্যতা এবং হুনিয়ার বিভিন্ন ঝামেলার দরুন বই দুইখানি লেখা সম্ভব হয় নাই।

আমার চাচাত ভাই প্রিয়তম মাওলানা ইউছুফ চাচাজানের মতই তাঁহার ঈমানী আন্দোলনের যথোপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর যাবত হেজাজের পবিত্র ভূমিতে ঐ আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। স্বয়ং চাচাজানও ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া ছুটবার হেজাজ তাসরীফ নিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আরবরাই ঐ মহাপুরুষদের বংশধর যাহারা সারা হুনিয়ায় ইছলাম বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমানেও যদি তাহারা পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করিয়া আবার ময়দানে অবতীর্ণ হন তবে এখনও তাহারা আবার সারা বিশ্বে ইছলামকে চম্কাইতে সক্ষম হইবেন। তহপরি হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর হজ্ব করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন, তাহারা হজ্বের ফাজায়েল, বরকত এবং আদবসমূহ সম্পর্কে অজানা হওয়ার দরুন যেই দ্বীনি জজ্বা এবং বরকত নিয়া ফিরিয়া আসিবার ভিলেন উহা না নিয়া প্রায় খালী হাতেই ফিরিয়া আসেন।

এইসব কারণে প্রাণাধিক ইউছুফ আজ দুই বৎসর যাবত আমাকে বারংবার তাকীদ করিতেছেন যেন হজ্ব এবং জেয়ারত সম্পর্কিত হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উম্মতের সামনে একটা কিতাব পেশ করি। ইহাতে হাদীছের রবর্কতে হজ্বের শান মোতাবেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়া লোকে হজ্বামন করিবে ও যেই জজ্বা নিয়া ফেরত আসা উচিত ইহা নিয়াই তাহারা ফেরত আসিবে। তহপরি নিজেরা যেই প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়া গমন করিবে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরেও সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। হুভগোর বিষয় প্রিয় মাওলানার তরফ হইতে দুই বৎসর যাবত শুধু তাকীদ হইতেছে, আর আমার তরফ থেকে শুধু ভরাদার চেয়ে আগে আগ্রহ হইবার কোন সুযোগ হইতেছিলনা।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক যদি কোন কাজ কাহারও দ্বারা করাইবার ইচ্ছা করেন তবে, উহার জন্ত গায়েব হইতে আছবাবেরও ব্যবস্থা হইয়া যায়। চাচাজানের এন-তেকালের পর হইতে প্রতি বৎসর রমজানের মোবারক মাস নিজামুদ্দীনেই কাটাইবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে। ২৯ শে শাবান সেখানে পৌছি রা শাওয়াল সেখান থেকে ফেরত আসা হয়। কিন্তু এই

বৎসর কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ ঈদেদের পরেও অনেকদিন নিজামুদ্দীনে থাকিতে হয় যদ্বারা প্রিয় মাওলানার তা'কীদ করার আরও বেশী সুযোগ হইয়া যায়। ওদিকে ঈদেদের পরদিন হইতে মাহবুবের দেশে যাওয়ার হিড়িক শুরু হওয়ায় অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যাহা প্রতি বৎসরই শাওয়াল মাস হইতে জিলহজ্জ মাসের অধিক পর্যন্ত হইয়া থাকে। এবং হজ্জের দিন যতই ঘনাইয়া আসে ততই আবেগ ও উৎকর্ষ বাড়িতে থাকে এই ভাবিয়া যে ভাগ্যবান প্রেমিকগণ না জানি এখন কি করিতেছে? এই জনাই আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া আজ রাত শাওয়াল ৩৬ হিজরী বুধবার দিনে এই কিতাব শুরু করিতেছি এবং দশটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্টে কয়েকটি হাদীছের তরজমা এবং কিছু বিভিন্ন বিষয়াদি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাজ্জর উৎসাহ

হজ্জের ফাজায়েল এবং আহকাম সম্পর্কে কোরানে পাকে অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে অগণিত, তন্মধ্যে নমুনা স্বরূপ এই কিতাবে বর্ণনা করা গাইতেছে।

আমি নিজের প্রত্যেকটি বইকে সংক্ষেপ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি; কেননা ঘোঁরার বই পুস্তক পড়িবার জন্য না পাঠকদের নিকট সময় বেশী থাকে না বই বড় হইয়া দাম বাড়িয়া গেলে খরিদদারদের নিকট অতিরিক্ত পরস্রা থাকে। হ'ল হিনেমা দেখার জন্ত, বিয়ে-শাদীতে খরচ করার জন্ত গরীব হইতে গরীবের নিকটও পরস্রার কোন অভাব হয় না, ইহা আল্লাহর শান'। এইজন্য সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিতেছি, তারপর কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা গাইবে।

وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يُبَشِّرُكَ اللَّهُ رَبُّكَ بِالْحَقِّ وَالنَّبِيُّ نَذِيرٌ

"মাহুগের নিকট হয ফরজ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া দাও। যেন তাহারা ঐ ঘোষণাপত্র পাইয়া তোমার নিকট আসিয়া একত্রিত হয়। তন্মধ্যে কেহ পদব্রজে আসিবে আবার কেহ বা উটকে চুঁবল করিয়া দূর দুরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিবে, এইজন্য যে তাহারা তথায় নিজেদের কায়দা দেখিতে পাইবে।

বায়তুল্লাহ শরীফ কে প্রথম মিসলান করেন?

ফাযলদাঃ বায়তুল্লাহ শরীফকে প্রথমে আদম আল্লাহিহিচ্ছালাম বানাইয়াছেন, না ফেরেশতারা বানাইয়াছেন ইহাতে মতভেদ আছে। এমন কি কেহ কেহ বলে যে, জমিন সৃষ্টির প্রথম দাপ ঐস্থান হইতেই শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে পানির একটা বৃন্দবৃদের মত ছিল। উহা হইতেই সারা দুনিয়ার মাটি বিস্তার লাভ করে। হজরত নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐস্থানকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, অতঃপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র ইছমাইলের সাহায্যে বায়তুল্লাহ নূতন পত্তন করেন। কোরানে পাকেও বর্ণিত আছে, "ইব্রাহীম এবং ইছমাইল একত্রে মিলিয়া কাবা গৃহের ভিত্তি রাখেন।" অতঃপর আয়াতে আছে "আমি ইব্রাহীমকে সেই ঘরের চিহ্ন বাতলাইয়া দেই, তিনি আল্লাহর হুকুমে এ ঘর নূতন করিয়া গড়েন।"

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ) কে জাম্মাত হইতে জমীনে ফেলিয়া দেন তখন তাহার ঘরেও অবতীর্ণ করেন। এবং বলেন হে আদম! আমি তোমার সহিত আমার পরকেও অবতীর্ণ করিতেছি। তুমি এই ঘরের তওয়াফ ঐভাবে করিবা যেইভাবে আমার আরশের তওয়াফ করা হয়। এবং উহার দিকে ফিরিয়া ঐভাবে নামাজ পড়া যাইবে যেইভাবে আমার আরশের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া হয়। তারপর নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐ ঘরকে উঠাইয়া নেওয়া হয়। অতঃপর সমস্ত আখিয়ায়ে কেরাম সেইস্থানের তওয়াফ করিতে কোন ঘর ছিল না। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ স্থান দেখাইয়া দেন ও ঘর নির্মানের নির্দেশ দেন। (তারগীবে মোনযেরী)

হাদীছের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ হজরত ইব্রাহীম শেষ করেন তখন আল্লাহ দরবারে আরজ করিলেন, হে খোদা! তোমার ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হুকুম হইল হজ্জ পালনের জন্ত তুমি সারা বিশ্ববাসীকে ঘোষণা করিয়া দাও। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন ইয়া আল্লাহ! আমার আওয়াজ

কিভাবে পৌঁছাবে? আল্লাহ পাক বলিলেন, আওয়াজ পৌঁছান আমার জিহ্বায়। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন আর ইহা আছমান ও জমীনের যাবতীয় মাথলুক শুনিয়াছিল। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যেহেতু বেতার যন্ত্রের সারফত মূলুর্ভর মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে শব্দ পৌঁছিয়া যায়। আর সেই মহান সৃষ্টিকর্তা বেতার আবিষ্কারকেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সারা বিশ্বভূবনে আওয়াজ পৌঁছাইতে পারেন না?

অন্য হাদীছে আসিয়াছে সেই ঘোষণা পত্রকে প্রত্যেক ব্যক্তিই শুনিয়াছে এবং লাঝ্বায়েক বলিয়াছে। যাহার অর্থ হইল আমি হাকির আছি। হাকীগণ এহরাম বাঁধার পর সেই লাঝ্বায়েকই বদ্বিয়া থাকেন। যাহার তকদীরে আল্লাহ পাক হজ্জের সৌভাগ্য লিখিয়াছেন তিনিই সেই আওয়াজের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন ও লাঝ্বায়েক বলিয়াছেন। অন্য হাদীছে আছে।

যেই ব্যক্তি উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া লাঝ্বায়েক বলিয়াছে, চাই সে পয়দা হইয়া থাকুক বা রুহের জগতে থাকুক, সে নিশ্চয় হজ্জ করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি একবার লাঝ্বায়েক বলিয়াছে তাহার এক হজ্জ নছীব হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি দুইবার বলিয়াছে তাহার দুই হজ্জ নছীব হইয়াছে এইভাবে যে যতবার লাঝ্বায়েক বলিয়াছে তাহার তত হজ্জ নছীব হইয়াছে। কতবড় সৌভাগ্যশালী এসব রুহ যাহারা তখন ষড়্‌ষড়্‌ লাঝ্বায়েক বলিয়াছিল তাহারা আজ হজ্জের পর হজ্জ করিতেছে বা করিবে।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ أَمَّنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ ذَلَّارَفَتْ

وَلَا نَفْسُ وَاقٍ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ

مَعْلُومَةٌ ۝

“নিদিষ্ট জানা কয়েকটি মাসেই হজ্জ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম তারিখ হইতে জিলহজ্জের দশ তারিখ পর্যন্ত। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্জকে ফরজ করিয়া লয় অর্থাৎ এহরাম বাঁধে তাহার জন্য ফাহেশা বা অশোভন উক্তি অথবা হুকুম অমান্য করা বা রগড়া কাছাদ কিছুই জায়েজ নহে এবং তোমরা যাহা কিছু পুণ্য কাজ করিবে আল্লাহ পাক

উহা খুব ভালভাবে জানেন। তদনুসরণ তাহাকে আল্লাহ পাক প্রতিদান অথবা শাস্তিদান করিবেন। এইজন্য ঐ মোবারক সর্ম্ময়ে যাহারা পুণ্যের কাজ করিবে তাহাদিগকে অনেক বেশী দান করিবেন।

ফাহেশা : ফাহেশা কথা দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহা আগেও নাজায়েজ ছিল, হজ্জের হালতে উহা আরও বেশী মারাত্মক অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয় যাহা প্রথমে জায়েজ ছিল যেমন আপন জীবিত সহিত কিছু বিপদা লাগামহীন কথা বলা, হজ্জের সময় উহাও না জায়েজ হইয়া যায়। এইভাবে হুকুম অমান্য করাও দুই প্রকার, প্রথমতঃ যাহা পূর্বেও নাজায়েজ ছিল। যেমন যে কোন প্রকারের গুণাহের কাজ, হজ্জের হালতে উহা আরও বেশী অপরাধমূলক হইয়া যায়; আর দ্বিতীয় ঐসব কাজ যাহা ইতিপূর্বে জায়েজ ও বৈধ ছিল। কিন্তু এহরাম বাঁধিলে ঐসব অবৈধ হইয়া যায়। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করা এহরাম অবস্থায় নাজায়েজ। রগড়া কাছাদ সব সময়ই অন্যায় এখন উহা আরও অধিক অন্যায় পরিণত হয়! হুকুম অমান্য করার মধ্যে যদিও রগড়া কাছাদও शामिल আছে তবুও অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উহাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা কাকেলা ওয়ালাদের মধ্যে আপোসে রগড়া কাছাদ হইয়াই যায়।

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا -

“আজিকার দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে আমি পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূরা করিয়া দিলাম এবং চিরকালের জন্য ইছলামকেই তোমাদের ধীন হিসাবে পছন্দ করিলাম অর্থাৎ নেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ফাহেশা : হজ্জের ফজীলতের মধ্যে ইহাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উহার মধ্যে ধীনকে পরিপূর্ণ করার সুসংবাদ ওয়ালো আয়াত হজ্জের মোহুম্বাই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম গাজ্বালী (রঃ) বলেন হজ্জ ইছলামের বুনরাদী রোকন, ইছলামের ভিত্তি এবং পূর্ণতা উহার উপর সমাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু আল্ ইয়াওমা আক্‌মালতু ওয়ালো আয়াত উহাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে ইহাদীদের জনৈক পণ্ডিত আসিয়া হজরত ওমরের নিকট বলিল। তোমাদের কোরাণে এমন একটি আয়াত নাজেল হইয়াছে

উহা যদি আমাদের উপর নাফেল হইত তবে আমরা এদিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করিতাম, হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন আয়াত? সে বলিল আল ইয়াহু আকুমালু লাকুম দীনা কুম। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন আমি জানি এই আয়াত কবে এবং কোথায় নাফেল হইয়াছে, আল্লাহর শোকর, সেই দিনে আমাদের দুই ঈদ একত্রিত ছিল। জুমার দিন এবং আরাফাতের দিন। হজরত ওমর বলেন উহা জুমার দিন সন্ধ্যা বেলায় আছরের পর অবতীর্ণ হয়। যখন হজুর আরাফাতের ময়দানে উটনীর উপর ছওয়ার ছিলেন। এই আয়াতে যাহা শুনান হইয়াছে উহা বাস্তবিকই একটি বিরাট সুসংবাদ।

হাদীছে বর্ণিত আছে এই আয়াতের পর হালাল হারাম বিষয়ক আর কোন নতুন হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। মানুষের যখন হজের মধ্যে এই খেয়াল আসিবে যে ইহা দ্বারা দীন পূর্ণ হইবে তখন কতটুকু আগ্রহ উদীপনা নিয়া ঐ করজ আদায় করিতে থাকিবে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় হজুর উটনীর উপর ছওয়ার ছিলেন। বিরাট বোঝা চাপানোর দরুন উটনী বসিয়া গিয়াছিল। কেননা অহী অবতরণের সময় হজুরের ওজন অনেক বাড়িয়া যাইত। আশ্চর্যান্বিত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অহী আসার সময় হজুর উটের উপর থাকিলে উট নিজের ঘাড়কে বিছাইয়া দিত। এবং যতক্ষণ অহী অবতরণ শেষ না হইত উট নড়াচড়া করিতে পারিত না। অন্যত্র হজুর বলেন, অহী অবতরণের সময় আমার মনে হইত যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হজরত জায়েদ বিন ছাবেত বলেন যখন

لَا يَسْتَرِي الْقَوْمَ دُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমি হজুরের নিকট বসা ছিলাম, দেখিলাম, হজুর যেন বেহুশ হইয়া গিয়াছেন। তখন হজুরের রাণ মোবারক আমার রাণের উপর রাখিলাম, উহার ওজনে মনে হইল যেন আমার রাণ ভাসিয়া ছরমার হইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাকের আয়াতের ইহাই ছিল আজমত এবং গুরুত্ব! অথচ আমরা উহাকে এমন ভুলভাবে পড়িয়া যাই যেমন সাধারণ বই পুস্তক পড়িয়া থাকি। এই পর্যন্ত কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ ছিল। সামনে কতকগুলি হাদীছ বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ لِدُومِ وَلَدَتِهِ أَمَّا مَتَدَفَّقُ مَالِهِ

হজুর (হঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি শুণু আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য হজ্ব করে উহাতে কোন ফাৎহা কথা কাজ বা অবাধ্যাচরণমূলক কাজ করে না সে হজ্ব হইতে এমনভাবে নিপাপ প্রত্যাবর্তন করে যেমন সে আজ মায়ের গর্ভ হইতে জন্ম নিল।

ফায়েদা : বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে একেবারেই বেগুনা হ মা'ছুম থাকে, সব রকম দোষ-ত্রুটি হইকে মুক্ত থাকে। হজ্বের প্রতিক্রিয়া তদ্রূপ যদি সেই হজ্ব শুণু আল্লাহর জন্যই করা হয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন এইসব হাদীছের অর্থ হইল হগীরা গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। অবশ্য কোন কোন ওলামা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে হজ্বের দ্বারা হগীরা কবীরা উভয় প্রকার গুণাহ মাফ হইয়া যায়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহর জন্যই হজ্ব করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ছুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য রিয়া, সুনাম ইত্যাদি শামিল হইতে পারিবে না। অনেক লোক সুনাম এবং ইজ্জত লাভের জন্য হজ্ব করিয়া থাকে। তাহারা এতবড় কষ্ট ক্রেশ এবং খরচপত্রকে অনর্থক ধ্বংস করিয়া দিল। যদিও জিন্মা হইতে করজ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি শুণু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হইত তবে করজ আদায়ের সাথে কত বড় ছওয়ারেরও অধিকারী হইত। আফছোহ! এতবড় দৌলত কয়েকজন লোকের নিকট ইজ্জত হাসেল করার নিয়তে ধ্বংস করিয়া দেওয়া কতই না দুর্ভাগ্যের কথা। হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়ামতের পূর্বে আমার উম্মতের ধনী লোকেরা শুণু ছফর এবং পর্যটনের ইচ্ছায় হজ্ব করিবে। যেমন তাহারা বিলাশ ভ্রমণের জন্য লণ্ডন এবং প্যারিস না গিয়া হেজাজ ভূমিতে গেল এবং আমার উম্মতের মধ্যবিত্ত লোকেরা ব্যবসা উপলক্ষে হজ্ব করিবে। যেমন তেজারতের মাল কিছু এদিক হইতে নিল ওদিক হইতে আনিল। আলেমগণ লোক দেখানো এবং সুনাম অর্জনের জন্য হজ্ব করিবে। যেমন অমুক মাওলানা পাঁচ হজ্ব করিয়াছে, দশ হজ্ব করিয়াছে এবং গরীবেরা ভিক্ষা করিবার নিয়তে হজ্জে গমন করিবে।

(কানজুল ওয়াল)

ওলামাগণ বলিয়াছেন যাহারা টাকা পয়সা লইয়া বদলী হুজ্ব করে এই উদ্দেশ্যে যে ইহাতে হুনিয়ার কিছু উপকারও হইবে তাহারাও ব্যবসায়ী হাজীর মধ্যে शामिल। যেন সে হুজ্বের সাথে সাথে তেজারতও করিল অন্য হাদীছে আসিয়াছে রাজা বাদশাহগণ বিলাশ ভ্রমণের নিয়তে, ধনীরা ব্যবসার নিয়তে, ফকীরগণ ভিক্ষার নিয়তে এবং ওলামাগণ সুনাম অর্জনের নিয়তে হুজ্ব করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে হযরত ওমর হাফা মারওয়ান পাহাড়ের মাঝখানে একদিন ছিলেন, ইত্যবসরে একদল লোক আসিয়া উট হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে বাঘতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিল। তারপর হাফা মারওয়ান দৌড়িল, হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার, কোথা হইতে আসিলে? এবং কি জন্য আসিলে? তাহারা বলিল, আমরা ইরাকের অধিবাসী, হুজ্বের জন্য আগমন করিয়াছি। হুজ্বরত ওমর বলিলেন, তোমাদের ব্যবসা বা টাকা পয়সার লেনদেন সম্পর্কীয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ত নাই? তাহারা বলিল না হুজ্বর, শুধু হুজ্বই আমাদের উদ্দেশ্য। হুজ্বরত ওমর বলিলেন, তোমরা এখন নূতন করিয়া চলিতে পার যেহেতু তোমাদের পিছনের যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া গিয়াছে। হাদীছে বর্ণিত দ্বিতীয় জিনিস হইল ফাহেকী কথা না হওয়া। এই কথা আগে উল্লেখিত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি ব্যাপক শব্দ। যে কোন প্রকারের বেহুদা কাজকর্ম ইহাতে দাখেল। এমন কি বিবির সহিত সহবাসের কথা বলাও शामिल। এমন কি এসব গোপনীয় কথা হাত বা চোখের ইশারায় বলাও शामिल। কারণ উহার দ্বারা কামভাব উদ্ভূত হয়।

তৃতীয় জিনিস হইল ফাহেকী বা হুকুম অমাত্য করা। উহাও কোরানে উল্লেখ আছে এবং উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহা যে কোন প্রকার নাকর-মানীকে शामिल করে। উহার আওতায় কণ্ডা করাও আসিয়া যায়। কেননা উহাও নাকরমানী। হুজ্বের পাক (দঃ) বলেন হুজ্বের খুবী হইল নরম কথা এবং লোকজনকে খানা খাওয়ান। এইজন্য প্রত্যেকেরই উচিত সাথীদের সহিত নরম ব্যবহার করা, কক্ষণ ভাষায় কথা না বলা, বারংবার কাহারও প্রতি এইকাজ কেন করিলে, ঐকাজ কেন হইল না, এইসব প্রশাবলী না করা, বেহুদীদের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। ওলামাগণ লিখিয়াছেন সং চরিত্র উহাকে বলা হয় না যে কাহাকেও কষ্ট না দিবে। বরং উহাকে বলা হয় যে অন্যে কষ্ট দিলে উহা সহ্য করিবে। ছফরের আভিধানিক অর্থ হইল প্রবাস করা। ছফরকে ছফর এইজন্য

বলা হয় যে, উহাতে মানব চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পায়। এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুক লোককে চিন? সে বলিল হাঁ চিনি। হুজ্বরত ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন সফর করিয়াছ? সে বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহা হইলে তুমি তাহাকে চিন নাই। অন্য হাদীছে আছে, হুজ্বরত ওমরের সামনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিল। ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন ছফর করিয়াছ বা কোন মোয়ামেলা করিয়াছ? লোকটি বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তুমি তাহার কি করিয়া প্রশংসা করিলে?

বাস্তবিকই দেখিতে মানুষ সবাইত বেশ ভাল। কিন্তু মানুষের আসল চেহারা ধরা পড়ে ছফর ও মোয়ামেলার দ্বারা। কাজেই আল্লাহ পাক হুজ্বের সহিত বাগড়া বিবাদকে উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَهْرُ وَالْيَسْرُ لَهُ جَزَاءُ إِلَّا الْجَلْدَةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

হুজ্বের আবরাম (হঃ) এরশাদ করেন, নেকীওয়াল হুজ্বের বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ফাযুদা : নেকীওয়াল হুজ্বের অর্থ হইল যেই হুজ্ব কোন গুনাহের কাজ না হয়। এইজন্যই অনেকেই উহার অর্থ মাকবুল হুজ্বের দ্বারা করিয়াছেন। যেহেতু যেই হুজ্ব যাবতীয় আদব ও শর্ত পালিত হয়, কোন পাপ কার্য হয় না, খোদা চাহতে সেই হুজ্ব মাকবুলই হইয়া থাকে। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজ্বের নেকী হইল নরম কথা, লোকজনকে খানা খাওয়ান এবং বেশী বেশী করিয়া ছালাম দেওয়া।

(৩) مِنْ مَا نُشِئَهُ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ فِيهِ عَهْدٌ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَانْفِصَالُ لُحْدُنُو ثَمَّ يَهْجَى بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءُ - مُسْلِمٌ وَمُتَّفَقٌ -

হুজ্বের পাক (হঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আরাফাতের দিনের মত অল্প কোনদিন এত অধিক লোককে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত দেন না। আল্লাহ পাক সেইদিন হুনিয়ার নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন যে, দেখ ইহারা কি চায়।

ফাযুদা : আল্লাহ পাক নিকটবর্তী হন অথবা প্রথম আছমানে আসেন,

অথচ আল্লাহ পাক সব সময় নিকটেই আছেন। এইসব প্রশ্নের উত্তর হইল যে, উহার অর্থ স্বয়ং আল্লাহ পাকই জানেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইল আল্লাহর খাছ রহমত নিকটবর্তী হয়।

একটি হাদীছে আছে আরাফাতের দিন আল্লাহপাক প্রথম আছমানে অবতরণ করিয়া ফেরেশতাদের নিকট গব' করিয়া থাকেন যে দেখ আমার বান্দারা আমার নিকট কি অবস্থায় আসিয়াছে। মাথার চুল তাহাদের এলোমেলো, শরীরে এবং কাপড়ে ছফরের দরুণ ধূলাবালি পড়িয়া আছে। লাক্ষ্যেয়ক লাক্ষ্যেয়ক বলিয়া চিৎকার দিতেছে। দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে আমার বান্দাদের যাবতীয় গুণাহ মাফ করিয়া দিলাম। ফেরেশতারা বলেন, ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তিত পাপী বলিয়া পরিচিত এবং অমুক পুঙ্খ এবং অমুক স্ত্রী লোকের কথাই বলা যায় না। তাহাদের কি অবস্থা? পরওয়ারদেগার বলেন আমি তাহাদের সকলের গুণাহই মাফ করিয়া দিলাম। হুজুরে পাক (ছ:) বলেন সেদিনকার মত অধিক সংখ্যক লোককে অল্প কোনদিন জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় না।

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহপাক বলেন, এলোমেলো চুল নিয়া বান্দারা আমার দরবারে শুধু আমার রহমতের প্রত্যাশী হইয়া হাজির হইয়াছে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পাপরাশী যদি জমীনের ধূলিকণার পরিমাণও হয় এবং সারা ছনিয়ার হুকের সমানও হয় তবুও আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম। তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় আপন আপন গরে ফিরিয়া যাও।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে আল্লাহপাক ফরর করিয়া ফেরেশতাগণকে বলেন দেখ, আমি বান্দাদের নিকট আমার পরগাম্বর পাঠাইয়াছি, ইহারা তাহাদের উপর ঈমান আনিয়াছে। আমি তাহাদের নিকট কিতাব পাঠাইয়াছি ইহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। তোমরা সাক্ষী থাক আমি তাহাদের সমুদয় গোণাহ মাফ করিয়া দিলাম। (কান্জ)

এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে বিধায় কোন কোন আলেম বলেন, হুজ্বের সাহায্যে শুধু ছফীরা নয় বরং কবীরা গোণাহও মাফ হইয়া যায়। আল্লাহ নাকরমানীর নাম গোণাহ। যদি মেহেরবাণী করিয়া কোন ব্যক্তি বা জামাতের সমগ্র গোণাহই মাফ করিয়া দেন তবে কাগর সাধ্য আছে যে উহাতে ট শব্দ করে।

কাজী এয়াজের শেকায়েত একটি কেছা বর্ণিত আছে, একদা ছা'তুন খওলানীর নিকট একটি জামাত আসিয়া কেছা শুনাইল যে, হুজুর! ফাতেমা গোত্রের লোকেবা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া আগুনে জ্বালাইতে ইচ্ছা করে। সারা রাত তাহাকে আগুনে জ্বালাইতেছিল কিন্তু আগুনে তাহার পশমও পোড়া গেল না। হুজুরত ছা'তুন বলেন সম্ভবতঃ লোকটা তিনবার হুজ্ব করিয়াছিল, তাহারা বলিল জী-হ! সে তিন হুজ্ব করিয়াছে। ছা'তুন বলেন আমি হাদীছে পাইয়াছি, যেই ব্যক্তি এক হুজ্ব করিল সে আপন করুণ আদায় করিল আর যেই ব্যক্তি দুই হুজ্ব করিল সে আল্লাহকে কবজ' দিল আর যেই ব্যক্তি তিন হুজ্ব করিল আল্লাহ তাহালা তাহার চামড়াকে আগুনের জ্বা হারাম করিয়া দেন।

(৪) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا رَوَى الشَّيْطَانُ هُوَ ذُوهُ أَصْفَرٍ وَلَا أَحْمَرٍ وَلَا أَسْوَدٍ وَلَا غَيْظٌ مِنْهُ فِي يَوْمٍ مَرَّةٍ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لَمَّا يَرَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَبَيَّنَ مِنَ اللَّهِ مِنَ الذَّنْبِ وَبِالْعِظَامِ الْأَمَارُ وَيَوْمَ يَدْرُ شُكْرًا

হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন বদর যুদ্ধের দিনের কথা তিন, তাহাড়া আরাফাতের দিন ব্যতীত শয়তান এত বেশী অপদস্থ, এত বেশী দিকৃত, এত বেশী রাগান্বিত এবং এত বেশী নিকৃষ্ট আর কোনদিন হয় না। কেননা সেইদিন আল্লাহর রহমত অত্যধিক পরিমাণ নাছিল হওয়া এবং বান্দার বিরটি বিরটি গুণাহ সমূহ ক্ষমা করা সে দেখিতে পায়।

ফায়েদা : শয়তান এত বেশী ব্যথিত মনক্ষুণ্ণ এবং রাগান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু সে অনেক বেশী পদ্রিষ্ট ও কষ্টসাধ্য করিয়া বান্দাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল অথচ আজ রহমতের একটি কাঁপটা আসিয়া মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিক তাহার জ্ঞান চরম দুঃখজনক ব্যাপার।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, শয়তান তাহার সবচেয়ে দুই বাহিনীকে হাজীদেবর যাত্রাপথে মোতায়েন করিয়া দেয়, এইজন্য যে তাহারা যেন হাজীদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়। (কান্জ)

ইমাম গাজ্বালী (র:) জনৈক কাশফওয়াল ছফীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই ছফী সাহেব আরাফাতের দিন শয়তানকে দেখিতে পাইলেন যে সে অতিশয় ছবল হইয়া গিয়াছে, তাহার চেহারা হরিদা হইয়া গিয়াছে,

চক্ষু হইতে অনবরত পানি পড়িতেছে। দুর্বলতায় কোমর ঝুঁকিয়া গিয়াছে। ছুফী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল আমি এইজন্ত কাঁদিতেছি যে, হাজী লোকেরা পাখিব কোন তেজারত ইত্যাদি উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার দরবারে হাজির হইয়াছে, আমার ভয় হইতেছে যে ইহার। নৈরাশ হইয়া ফিরিবে না। এই জন্তই কাঁদিতেছি। বুজুর্গ বলিলেন আচ্ছা তুমি এত দুর্বল হইয়া গেলে কেন? সে বলিল ঘোড়ার পদধ্বনিত আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছি। যেই ঘোড়া হুজ্ব ওমরা এবং জেহাদের জন্ত দৌড়ায়। আকছোছ! এই সব ছওয়ারী যদি খেল তামাশা এবং হারাম কাজে নিয়োজিত হইত তবে আমার কাছে কতইনা ভাল লাগিত। বুজুর্গ আবার বলিলেন তোমার রং এত হরিদ্রা হইয়া গেল কেন?

সে বলিল মানুষ একে অতৃষ্ণা নেক কাজ করিবার জন্ত উৎসাহ দান করে এবং ঐ কাজে আপোনে সাহায্য সহযোগিতা করে। আকছোছ তাহাদের এই সাহায্য সহযোগিতা যদি পাপ কার্যের জন্ত হইত তবে আমার জন্ত কতইনা খুশীর কারণ হইত। ছুফী সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোমর কেন ঝুঁকিয়া গেল? সে বলিল মানুষ আল্লার দরবারে দোয়া করে যে, ইয়া আল্লাহ! খাতেমা বিল খায়ের কর। যেই ব্যক্তি সর্বদা মওতের সময় ঈমান লইয়া যাইবার কিকিরে থাকিবে সে নিজের নেক আমলের উপর কি করিয়া অহংকার করিবে?

() من ابن شماس قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سبأ قة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله لا سلام في قلبي اذيت للنبي ص فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لا بايمك فبسط يده فقبضت يدي فقال مالك يا عمرو قال اردت اشترط قال ما تشترط ما ذا قال ان يغفر لي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبلة وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبلة رواه ابن خزيمة - ومسلم وغيره -

“এবনে শামাছা বলেন, আমরা হজরত আমর এবনুল আশের নিকট গেলাম তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। তখন তিনি অনেককণ পর্যন্ত কাঁদিলেন এবং আমাদের কাছে তাহার ইচ্ছা প্রকাশের ঘটনা শুনাইলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক যখন আমার অন্তরে ইচ্ছা প্রকাশের জন্ম

পায়দা করিলেন তখন আমি শ্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইলাম। আমি বলিলাম ইয়া রাহুল্লাহ! আপনি হাত বাড়াইয়া দিন আমি বয়মাত করিব। হুজুর হাত বাড়াইলেন তখন আমি আপন হাত টানিয়া লইলাম, হুজুর বলিলেন আমার তোমার কি হইল? আমি বলিলাম হুজুর আমার কিছু শর্ত আছে, সেটা এই যে আল্লাহ পাক যেন আমার পিছনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। হুজুর (হঃ) এরশাদ করিলেন আমার তুমি কি জাননা যে কুফরী অবস্থাকৃত যাবতীয় পাপ ইচ্ছাম ধ্বংস করিয়া দেয়। আর হিজরত উহার পূর্বে কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং হুজ্ব উহার পূর্বে কৃত যাবতীয় অত্যাচার আচরণ নিমূল করিয়া দেয়।”

ফায়েদা : হুজীরা গুনাহ মাফ হইবে, না কবীর গুনাহ সে কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটা হইল কাহারও হুজ্ব, আর অত্যাচার হইল উহার গুনাহ। হুজ্ব ইত্যাদির দ্বারা গুনাহ মাফ হইবে। হুজ্ব মাফ হইবে না। যেমন কাহারও মাল চুরি করিল। ইহাতে এক কথা হইল চুরির মাল, অত্যাচার হইল চুরির গুনাহ। গুনাহ মাফ হইবার এই অর্থ নয় যে মাল ফেরত দিতে হইবে না। তবে মালত ফেরত দিতেই হইবে, অবশ্য চুরি করার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে নবী করীম (হঃ) হজ্বের দিন সন্ধ্যা বেলায় আরাফাতের ময়দানে উম্মতের মাগফেরাতের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া কান্নাকাটি করেন, আল্লার রহমত জোশ মারিয়া উঠিল এবং ঘোষণা হইল যে আমি তোমার দোয়া কবুল করিলাম এবং বান্দার যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দিলাম, তবে একে অন্যের উপর জুলুম করিলে উহার প্রতিশোধ লওয়া হইবে। দয়ার নবী পুনরায় দরখাস্ত করিলেন এবং বারংবার করিতে থাকেন এবং বলেন যে হে পরওয়ারদেগার! তোমার কুদরত আছে মাজলুমকে জুলুমের প্রতিদান তোমার তরফ হইতে আদায় করিয়া জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিতে পার। মোজদালাফায় অবস্থান কালে ভোর বেলায় আল্লাহ পাক এই দোয়াও কবুল করিলেন। সেই সময় হুজুর (হঃ) হাসিয়া উঠিলেন। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুরের অভ্যাসের খেলাফ কান্নার ভিতর হাসির রহস্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। হুজুর বলিলেন আমার আশ্রয়ী দরখাস্ত আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন আর শরতান এই ঘোষণা জানিতে পারিয়া হায় হায় করিয়া চিৎকার দিয়া

কাদিতে লাগিল এবং মাথার শুধু মাটি ঢালিতে লাগিল। (তারনীব)
 (৬) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِىْ الْاَلْبِىْ مِنْ عَنِ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ مِنْ حَجْرٍ وَشَجَرٍ وَ
 مَدْرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا -
 رواه الترمذى وابن ماجه

হজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন-হাজী যখন লাক্ষ্যায়েক বলিতে থাকে তখন তাহার ভানে বামের বাবতীয় পাথর, বৃক্ষ এবং ধূলি-বালি লাক্ষ্যায়েক বলিতে থাকে। এমন কি জমীনের শেষ প্রান্ত পৰ্যন্ত ইহা বলিতে থাকে।

বিভিন্ন রেওয়াজ দ্বারা প্রমাণিত, লাক্ষ্যায়েক বলা হজ্বের একটি চিহ্ন।

হাদীছে বর্ণিত আছে মুহা আলাহিচ্ছালাম যখন লাক্ষ্যায়েক বলিতেন তখন আল্লাহ পাক বলিতেন লাক্ষ্যায়েক হে মুহা।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, মিনার মসজিদে আমি হজুরের খেদমতে বসি ছিলাম। ইত্যবসরে একজন আনছারী ও একজন ছাকফী হজুরের খেদমতে হাজির হইয়া ডালায় করিয়া আরজ করিল হজুর আমরা কিছু হিজ্জাসা করিতে আসিয়াছিলাম হজুর বলিলেন ইচ্ছা করিলে তোমরা হিজ্জাসা করিতে পার। আর তানা হয় বিনা প্রার্থনাই আমি তোমাদের উত্তর দিতে পারি। তাহারা বলিল হজুর আপনিই বলিয়া দিন, হজুর ফরমাইলেন তোমরা হজ সম্পর্কে হিজ্জাসা করিতে আসিয়াছ যে, হজ্বের জন্ত যর হইতে বাহির হইলে কি ছওয়াব পাওয়া যায়? এবং তাওয়ারের পর দুই রাকাত নামাজ পড়ায় ছওয়াব কি, ছাকফা মারওয়ায় দৌড়াইলে কি লাভ হয়? আরাকাতে গেলে, শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কি লাভ হয়? আরাকাতে গেলে শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কোরবানী করিলে এবং তাওয়ারকে জেয়ারত করিলে কি ছওয়াব পাওয়া যায়? তাহারা বলিল যেই খোদা আপনাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন সেই খোদার কহন করিয়া বলিতেছি এটি কয়েকটি প্রশ্নই আমাদের মনে ছিল। হজুর ফরমাইলেন, হজ্বের এরাদা করিয়া যর হইতে বাহির হইলে ছওয়ারীর প্রতি কদম উঠা নামায় তোমাদের আমলনামার এক একটি নেকী লেখা যাইবে। এবং একটি করিয়া গোনাহ মাক হইয়া যাইবে। তাওয়ারের পর দুই রাকাত নামাজে একজন আবদী গোলাম মাজাদের ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ছাকফা মারওয়ায় দৌড়াইলে সত্তরটি গোলাম আজাদ

করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আরাকাতের ময়দানের মানুষ যখন একত্রিত হয় তখন আল্লাহ পাক যখন আছমানে আসিয়া ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া বলেন যে আমার বান্দারা ছুর-ছুরান্ত হইতে এলোমলো চুল নিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার রহমতের ভিখারী। হে বান্দাগণ! তোমাদের গোনাহ যদি জমিনের ধূলিকণা বরবারও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনা বরবারও হয় তবুও উহা আমি মাক করিয়া দিলাম। এমন কি যাহাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করিবে তাহাদেরকেও কমা করিয়া দিলাম। প্রিয় বান্দারা আমার! কমাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাও।

তারপর নবীয়ে করীম (হঃ) বলেন, শয়তানকে পাথর মারার ছাওয়াব এই যে, প্রত্যেক পাথর টুকরায় তাহাকে ধ্বংস করার উপযোগী এক একটা পাপ মাক হইয়া যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য পুঁজি জমা রহিল। এহরাম খোলার সময় মাথার চুল কাটার মধ্যে প্রত্যেক চুলের বদলে একটা করিয়া নেকী, একটা করিয়া গোনাহ মাক। সবশেষে যখন তাওয়ারকে জেয়ারত করা হয় তখন বান্দার আমলনামায় কোন গোনাহই থাকে না। বরং একজন ফেরেশতা তাহার কাঁধে হাত বুলাইয়া বলিতে থাকে তুমি এখন হইতে নূতন করিয়া আমল করিতে থাক যেহেতু তোমার পিছনের সমস্ত গুনাহ কমা করা হইয়াছে। (তারনীব)

কিন্তু এইসব তখনই আশা করা যায় যখন হজ্ব নেকীওয়ারা হজ্ব অর্থাৎ মাকবুল হজ্ব হয় যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হজ্ব বলা যাইতে পারে। মাশায়েখপণ লিখিয়াছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হজ্বের জন্য যে ডাক দিয়াছিলেন উহারই ছওয়াবস্বরূপ লাক্ষ্যায়েক বলা হয়। বাদশাহের দরবারের ডাক পড়িলে যেমন আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণে হাজির হইতে হয়। তদ্রূপ হাজীদেব এই ভয় ভীতি থাকিতে হইবে যে হযরত আমার উপস্থিতি কবুলই হয় নাই।

হজরত মোতাহেরফ বিন আবদুল্লাহ আরাকাতের ময়দানে এই দোয়া করিতেছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! বকর মোজানী (রাঃ) বলেন জৈনক বুজুর্গ আরাকাতের ময়দানে হাজী ছাহেবানকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার মনে হয় আমি যদি না থাকিলাম তবে এই সমস্ত লোকের মাথফেরাত হইয়া যাইত।

হজরত আলী অয়তুল আবেদীন যখন হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধেন তখন তাহার চেহারা হরিদা বর্ণ হইয়া যায়। এবং শরীবে কসব আঁসিয়া

যায় এবং লাভবান্যেক বলিতে পারিলেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল আপনি এহরাম বাঁধিয়া লাভবান্যেক কেন বলিলেন না? তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে যে উহার উত্তরে লা লাভবান্যেক না বলা হয় অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়। তারপর তিনি অনেক কষ্ট করিয়া লাভবান্যেক বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুশ হইয়া উটের পিঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যখনই তিনি লাভবান্যেক বলিতেন তাঁহার ঐ একই রূপ অবস্থা হইত। সমস্ত হুজ্ব তাঁহার ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল।

আহমদ বলেন, আমি আবু ছোলায়মানের সাথে হুজ্জে গিয়াছিলাম। তিনি যখন এহরাম বাঁধিতে লাগিলেন লাভবান্যেক বলিলেন না। আমি এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম হঠাৎ তিনি বেহুশ হইয়া গেলেন। যখন হুশ হইল তখন আমাকে বলিলেন, আহমদ! আল্লাহ পাক হুজরত মুসা (আঃ)-এর নিকট এই বলিয়া অহী পাঠাইয়াছিলেন যে জ্বালেম অত্যাচারীদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন আমাকে জিকির কম করিয়া করে। কেননা যখন মানুষ আল্লাহ পাকের জিকির করে তখন কোরা'নের আয়াত অনুসারে আল্লাহও বান্দার জিকির করেন তবে কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক জ্বালেমকে লান'ভের সহিত স্মরণ করেন। তারপর আবু ছোলায়মান বলিলেন—আহমদ আমাকে বলা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি না জ্বালেম কামের সহিত হুজ্ব করে এবং লাভবান্যেক বলে তখন আল্লাহ পাক বলেন লা লাভবান্যেক অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অত্যাচার না ছাড়িয়া দিবে ততক্ষণ তোমার লাভবান্যেক না মঞ্জুর।

তিরমিজী শরীফে হুজরত শাদাদ বিন আউছ হইতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি নিজ নফ্‌ছের হিসাব লইতে থাকে আর পরকালের জন্ত আমল করিতে থাকে! আর দুর্বল এবং বেওকুপ ঐ ব্যক্তি যে আপন নফ্‌ছকে খায়েশের সহিত লাগাইয়া রাখে এবং নিজের আকাংখা পূর্ণ হইবার আশায় থাকে। (নোজহাতুল মাজালেছ)

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহর মেহেরবানীর প্রত্যাশী হওয়া উচিত। কেননা তাঁহার বখ্‌শিশ এবং দয়া আমাদের গোনাহ হইতে অনেক বেশী বড়। হুজ্জে আকরাম (হঃ) এই ভাবে দোয়া করিতেন—

اللهم مغفر لك اوسع من ذنوبي ورحمك ارحم
مغفرتي من عملي -

“আয় খোদা! তোমার ক্ষমা আমার পাপরাশী হইতে অনেক প্রশস্ত। এবং আমার নেক আমলের চেয়ে তোমার রহমত অধিক আশা ভরসার স্থল।

হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেচ্ছা

জব্বানৈক বুজুর্গ সত্তর বৎসর পর্যন্ত মক্কা শরীফে থাকিয়া হুজ্ব এবং ওমরা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লাভবান্যেক বলিতেন উত্তরে লা লাভবান্যেক শব্দ আসিত। একবার একজন যুবক তাঁহার সহিত এহরাম বাঁধিল এবং বুজুর্গের লাভবান্যেকের উত্তরে যখন লা লাভবান্যেক আসিল তখন এই যুবকও তাহা শুনিতে পাইল। তখন সে বলিল চাচাজান আপনার জওয়াবেত লা লাভবান্যেক আসিতেছে। বুজুর্গ বলিলেন, বেটা তুমিও শুনিয়া ফেলিয়াছ? যুবক বলিল জী হাঁ আমিও শুনিয়াছি। ইহার উপর তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বেটা আমিও শুনিয়াছি। এই উত্তর সত্তর বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। যুবক বলিল তবে চাচা মিছামিছি কেন আপনি কষ্ট উঠাইতেছেন। চাচা বলিলেন বেটা এই দরওয়াজা ব্যতীত আর কোন দরওয়াজা আছে যেখানে আমি যাইব? আর তিনি ব্যতীত আমার কে আছে যাহার নিকট ধর্না দিব? বাবা, আমার কাজ হইল চেষ্টা করিয়া যাওয়া, তিনি কবুল করুন বা নাই করুন। আর গোলামের জন্য কিছুতেই সঙ্গত হইবে না যে, সে এই সাধারণ ব্যাপারের মনিবের দরকার ছাড়িয়া যাইবে। এই বলিয়া কাঁধিয়া উঠিলেন। এমন কি কান্নায় তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। অতঃপর বুজুর্গ আবার লাভবান্যেক বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবক শুনিতে পাইল যে ঐদিন হইতে আওয়াজ আসিল লাভবান্যেক ইয়া আবদী অর্থাৎ আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা! এবং যাহারা আমার সহিত নেক ধারণা রাখে, তাহাদের সহিত আমি এই রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। আর যাহারা আমার উপর আশা রাখিয়াও আপন খাহেশাতের উপর চলে আমার দরবারে তাহাদের কোন স্থান নাই। যুবক যখন এইসব উত্তর শুনিল, বলিতে লাগিল চাচাজান আপনিও কি এইসব উত্তর শুনিয়াছেন? শায়েখ বলিলেন, আমিও শুনিয়াছি বলিয়াই চিৎকার সহকারে হাঁকাইয়া হাঁকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবু আবছলাহ জালা বলেন, আমি জুল হোলায়ফার একজন যুবককে দেখিলাম যে, সে এহরাম বাঁধিবার এরাদা করিয়া বারংবার এই কথাই বলিতেছিল, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার ভয় হইতেছে যে আমি লাভবান্যেক বলিলাম আর তুমি লা লাভবান্যেক বলিবে। কয়েকবার সে এই

কথা বলিতেছিল। অবশেষে এত জোরে সে একবার লাক্ষ্যকে আল্লাহুমা বলিয়া উঠিল যে উহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

(মোছামেরাত)

আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন যে আমি আরাফাতের রাতে মিনার মসজিদে একটু শুইয়াছিলাম। স্বপ্নে আমি দেখিতে পাইলাম সবুজ পোশাক পরিহিত দুইজন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করিল এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হুজ্ব আগমন করিয়াছে? সে বলিল আমারত জানা নাই। তারপর প্রশ্নকারী নিজেই বলিয়া দিল এই বৎসর সর্বমোট ছয় লক্ষ লোক হুজ্ব করিতে আসিয়াছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি জান তন্মধ্যে কতজনের হুজ্ব কবুল হইয়াছে? অপূর্ণ জন বলিল আমারত জানা নাই। এবারও প্রশ্নকারী নিজেই উত্তর দিল ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হুজ্ব কবুল হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা আকাশের দিকে চলিয়া গেল। এবনে মোয়াফফেক বলিতেছেন যে আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। চিন্তা কিকরে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেহেতু ছয় লক্ষের মধ্যে ছয়জন। আমার মত নগণ্যের ত ইহার মধ্যে পাতাই থাকিতে পারে না। আরাফাত হইতে কিরিয়া মোজদালাকায় জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম হায়রে ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হুজ্ব কবুল হইয়াছে। এইসব চিন্তায় আমার ঘুম আসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই দুই ফেরেশতাকে আবার দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রথম দিনের মত একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল ও উত্তর দিল। অবশেষে একজন বলিল ভাই তোমার জানা আছে যে আল্লাহ পাক কি ফায়ছালা করিয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল আমারত জানা নাই। প্রথম জন বলিল এই ফায়ছালা হইয়াছে যে ছয় জনের উছলায় ছয় লক্ষ হুজ্ব কবুল করা হইয়াছে। এবনে মোয়াফফেক বলেন ঘুম ভাঙ্গার পর আমার আর খুশীর অন্ত রহিল না।

সেই বুজুর্গের আর একটি কেছা তিনি বলেন একবার আমি হুজ্ব করিতে গাই। হুজ্ব করিয়া আমি ভাবিলাম এমন লোকও ত আছে যাহার হুজ্ব কবুল হয় নাই। তাই আমি দোয়া করিলাম, ধোদা পাক! যাহার হুজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হুজ্ব দান করিয়া দিলাম। রওজুর দিয়াহীনে লিখিত আছে তিনি বলেন যে আমি পঞ্চাশটা হুজ্ব করি। সমস্তের ছওয়াব হুজুরে পাক, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আমার মাতা

পিতাকে বখশিশ করিয়া দিলাম। মাত্র একটি হুজ্ব রহিয়া গেল। আমি আরাফাতের ময়দানে লোকজনের কান্নাকাটি দেখিয়া দোয়া করিলাম, হে ধোদা! যাহার হুজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হুজ্ব দান করিয়া দিলাম। মোজদালাকায় স্বপ্নে আমি আল্লাহ পাকের জেয়ারত লাভ করি। তিনি বলেন যে, হে আলী! তুমি আমার চেয়ে বড় ছখী হইতে চাও? অথচ আমি নিজে দাতা, ছাখাওয়াত আমি পয়দা করিয়াছি এবং সমস্ত দাতাদের চেয়ে আমিই বড় দাতা। আমি যাহার হুজ্ব কবুল হইয়াছে তাহার উছলায় যাহাদের হুজ্ব কবুল হয় নাই ঐ সমস্ত লোকদের হুজ্ব কবুল করিলাম। অতঃপর আমি সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। বরং তাহারা বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যাহাদের জন্ত সুপারিশ করে সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। এইসব ঘটনাবলী হইতে আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ শুধু আপন মেহের বাণীর দ্বারা আমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ঐ ব্যক্তি বহু বড় পাপী যে আরাফাতের ময়দানে গিয়াও মনে করে যে আমার গোনাহ মাফ হয় নাই।

(৭) عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْفَعُ فِي أَرْبَعٍ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتِ أَوْ قَالَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَيُشْرَحُ مِنْ ذُنُوبِهِ كُورُومُ وَادِّئِ أَمَةٍ - تَرْغُوبُ

‘হুজুরে’ আকরাম (ছ:) এরশাদ করেন চারিশত পরিবারে হুজ্ব হাজীদেব সুপারিশ কবুল করা হয়। অথবা ইহা বলিয়াছেন যে আপন পরিবারের চারিশত লোকের বিষয় তাহাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। এবং হাজী সাহেবান যেদিন জম্মগ্রহণ করিয়াছে সেদিনকার মত নিষ্পাপ হইয়া যার।

ফায়েদা: চারিশত লোকের ব্যাপারে অর্থ হইল এত লোকের মাগফেরাতের বিষয়ত আল্লাহ পাকের ওয়াদা। তবে উহার চেয়ে বেশীর ব্যাপারেও কোন বাধা নাই। অন্যান্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় হাজী যাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে তাহা কবুল হইয়া থাকে।

বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত ফোজায়েল বিন এয়াজ একবার আরাফাতের ময়দানে বলিতে লাগিলেন যে, তোমাদের কি খেয়াল এই বিরাট জনসমুদ্র যদি কোন দাতার দরবারে গিয়া একটা বখশিশ প্রার্থনা করে তবে কি দাতা উহা অস্বীকার করিতে পারিবে? লোকে বলিল কখনই না। তিনি বলিলেন, ধোদার কছম আল্লাহর নিকট এই সমস্ত লোককে ক্ষমা

করিয়া দেওয়া দাতার বখ্শিশ দেওয়া হইতেও সহজ। আল্লার মেহেরবানীর নিকট ইহা কিছুই নহে।

(৮) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمَرَّةً أَنْ يَسْتَغْفِرَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ - أَحْمَد . مُشْكُوْرًا

“হুজুর (ছ:) এরশাদ করেন কোন হাজীর সাক্ষাত হইলে তাহাকে ছালাম কর এবং তাহার সহিত মোছাফাহা কর। এবং বাড়ী প্রবেশের আগেই তাহাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল। কেননা তখন পর্যন্ত সে গোনাহ হইতে পাক ছাফ থাকে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মোজাহেদ এবং হাজী আল্লার প্রতিনিধি তাহারা যাহাই চায় তাহাই পায়, যেই দোয়া করে সেই দোয়াই কবুল হয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর বলেন হে খোদা। তুমি হাজীদিগকেও ক্ষমা কর এবং যাহাদের জন্য তাহারা ক্ষমা চায় তাহাদিগকেও মাক কর। অন্যত্র আছে হুজুর ইহা তিনবার বলিয়াছেন।

হুজুরত ওমর (রা:) বলেন হাজী ছাহেব নিজের ক্ষম প্রাপ্ত হন এবং বিশেষ রবিউল আওয়াল পর্যন্ত যাহার জন্য মাক চাহেন তিনিও মাক পান। পূর্বেকার লোকেরা হাজীদিগকে অনেক হুর গিয়া বিদায় দিয়া আনিতেন ও অনেক হুর হইতে আগাইয়া আনিতেন। এবং তাহাদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিতেন।

(৯) عَنْ بَرِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَالْزَفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَمْعٍ مَا تَكُونُ ضَعِيفٌ .

হুজুর (ছ:) বলেন হুজুর মধ্যে খরচ করা জেহাদের মধ্যে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাত শত টাকার ছওয়াব।

একবার হুজুর আম্বাদান আয়েশাকে বলেন তোমার ওমরার ছওয়াব তোমার খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ যতবেশী খরচ করিবে ততবেশী ছওয়াব পাইবে।

একটি হাদীছে আছে হুজুর এক দেহহাম খরচ করা চারকোটি দেহহাম খরচের সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকা খরচ করিলে চারকোটি টাকা খরচ করার ছওয়াব পাওয়া যায়। এতবড় সুসংবাদের পরও যদি মুহলমান হুজুর গিয়া কৃপণতা করে তবে উহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? মাশায়েখগণ হুজুর মধ্যে কম খরচ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম গাজালী বলেন, এছরাফ বা অতিরিক্ত করার অর্থ হইল থানা-পিনায় অতিমাত্রায় বিলাসিতা করা। কিন্তু আরবের লোকদের উপর খরচ করাকে কোন অবস্থাতেই এছরাফ বলা হয় না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন থানাপিনার সামগ্রী কিনিতে সেখানের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার নিয়ত থাকিলে উহাও গরীবের সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমার মোর্শেদ হুজুরত মাওলানা খলিল আহমদ মরহুমের সহিত দুইবার সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমি হুজুরতকে সেখানে দেখিয়াছি। যে কেহ তাহাকে বিছু হাদিয়া দিতেন তিনি বলিতেন এখানের লোকই হাদিয়া পাইবার বেশী যোগ্য। তবুও যদি তাহাকে কিছু দেওয়া হইত তবে আমাকে বলিতেন এই পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন কেননা এখানের ব্যবসায়ীদেরও সাহায্য করা উচিত।

হুজুরত ওমর বলেন যাহার ছফরের পাথের উত্তম তিনিই মহৎ ব্যক্তি পাথের উত্তম হওয়ার অর্থ হইল সে নিজের ভাল এবং খরচ করার ব্যাপারেও কুণাবোধ করে না। হুজুরত ওমর আরও বলেন, ঐ হাজী সবচেয়ে উত্তম যাহার নিয়তের মধ্যে এখলাছ আছে। উদার দিলে খরচ করে এবং আল্লার উপর পূর্ণ একীন রাখে।

একটি দুর্বল হাদীছে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি আল্লার মনোনীত জায়গায় খরচ করিতে কৃপণতা করে সে আল্লার অসন্তুষ্টির জায়গায় তারচেয়ে অনেক বেশী গুণে খরচ করিতে বাধ্য। আর যে ব্যক্তি ছনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে ফরজ হজ্জকে পিছাইয়া দেয়, হাজী সাহেবান হজ্ব হইতে কিরিয়া আশা পর্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করে, তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হয়। (তারগীব, তিবরানী)

(১০) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَمَرَ حَاجٌّ قَطُّ قِيلَ لِحَاجٍّ مَالًا مَعًا رَأَى مَا أَفْقَرُ - تَرْغِيبُ

“হুজুরে পাক (ছ:) বলেন হাজী কখনও ফকীর হইতে পারে না।”

অন্য হাদীছে আছে বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করিলে মানুষ আর গরীব থাকে না। অতএব আছে বেশী বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করা অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে এবং অভাবকে দূর করে।

অন্ত হাদীছে আছে, হজ্জ কর ধনী হইয়া যাইবে, হজ্জ কর স্বাস্থ্যবান হইবে।

ইহা পরিষ্কৃত যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে সাদ্ধা ভাল হইয়া যায়।

একটি হাদীছে আছে ক্রমাগত হজ্জ ও ওমরা করা অভাব এবং গোনাহকে এইভাবে দূর করে যেমন আগুনের ভাটি লোহার ময়লাবে দূর করে।

(১) من ما نشفه ربه قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها دكن الحج - ملوكة - مشكورة

“আম্মাজান আয়েশা বলেন—আমি হজ্জের নিকট জেহাদের জন্ত অনুমতি চাইলে হজ্জর বলেন তোমাদের জেহাদ হজ্জ করা।”

একদিন আম্মা আয়েশা হজ্জরকে বলেন, হজ্জর! মেয়েলোকের জন্যও কি জেহাদ আছে? হজ্জর বলিলেন হ্যাঁ আছে তবে সেখানে কোন লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্জ ও ওমরা।

অন্ত হাদীছে আছে, তিনি হজ্জরকে বলেন, হজ্জর! সবচেয়ে ভাল আমল হইল জেহাদ। কাজেই আমরা মেয়েলোকদেরও জেহাদ করা উচিত হজ্জর বলেন তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ হইল, হজ্জে মাকবুল। অন্ত হাদীছে আছে হজ্জরে পাক (ছঃ) হজ্জের সময় মেয়েলোকদিগকে বলেন। এই হজ্জ আদায় করার পর তোমরা আপন আপন ঘরের বাহির হইবে না।

এই হাদীছ শুনার পর হযরত জয়নব এবং হজ্জরত ছওদা (রাঃ) আর কখনও হজ্জ করেন নাই। তাহারা বলিতেন হজ্জরের এই এরশাদের পর আমরা কি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারি? কিন্তু অত্যান্ত বিবি ছাহেবান প্রথম হাদীছের উপর আমল করিয়া পরেও হজ্জ করিতে থাকেন।

হজ্জরের উপর বর্ণিত উভয় এরশাদই নিজ নিজ স্থানে ঠিক। আসল কথা হইল মেয়েদের মাছাআলা হইল বড় নাজুহ। তাহাদের ছক্বে অনেক শর্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ মোহরম সঙ্গে থাকিলে অতিরিক্ত হজ্জ ও ওমরা করা যায়। কিন্তু আপনজন না থাকিলে একাকী বা অন্যের সহিত হজ্জ করা কঠোরভাবে নিষেধ।

একটি হাদীছে আছে যেই জায়গায় অপর মেয়েলোক এবং অপর পুরুষ থাকিবে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান আসিয়া থাকে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে না মোহরম মোয়লোক হইতে কঠোরভাবে বাঁচিয়া থাক। কেহ প্রশ্ন করিল হজ্জর! যদি দেবর হয়? হজ্জর বলেন দেবর ত যত্নার সমতুল্য।

যত্নার অর্থ হইল সবসময় ভাবী দেবরের কাছে কিনারে থাকার দরুন ধর্মসের আছবাব বেশী পয়সা হয়।

(২) عن أبي عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فليتعجل -

হজ্জর (ছঃ) বলেন কেহ হজ্জ করিতে এতদাদা করিলে উহা তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে করজ হজ্জ তাড়াতাড়ি আদায় কর। কেননা কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। হজ্জর আরও বলেন, বিয়ে করা হইলে হজ্জ করা অগ্রগণ্য। অন্যত্র আছে তাড়াতাড়ি হজ্জ কাজ সম্পাদন কর। কেননা রোগও আসিতে পারে, ছওয়াদীও না থাকিতে পারে অন্য কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। এইজন্য ওলামাদের একটি বিরাট অংশ এইমত পোষণ করেন যে কাহারও হজ্জ করজ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা ওয়াজেব। দেরী করিলে গোনাহ গার হইবে।

একটি হাদীছে আছে, করজ হজ্জ আদায় কর উহা বিশ্বাস জেহাদ করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অন্য হাদীছে আছে হজ্জ করা জেহাদ এবং ওমরা করা অতিরিক্ত নফল।

(৩) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج فمات كتب له أجر الغزى إلى يوم القيامة - ترغيب

“হজ্জর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে হজ্জের ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে ব্যক্তি ওমরার জন্ত বাহির হইয়া এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে ওমরার ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে জেহাদের জন্ত বাহির হইয়া রাক্কায মারা যায় কেয়ামত পর্যন্ত সে জেহাদের ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

অন্ত হাদীছে আসিয়াছে যে হজ্জ এবং ওমরার জন্য বাহির হইয়া মারা যায়। কেয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য তাহাকে কোন আদালতে হাজির দিতে হইবে না বরং বলা হইবে যে তুমি বেহেশতে চলিয়া যাও।

আরও আসিয়াছে, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে বা আসার পথে মারা যাইবে তাহার কোন হিসাব নিকাস নাই। অন্যত্র আছে যে কিরিয়্যা আসিবার সময় মারা গেল সে ছওয়াব এবং গনিমত লইয়া কিরিল অর্থাৎ ছওয়াব ছাড়াও খরচের টাকার বদলে সে এখানেও অবস্থান ইহবে।

একটি হাদীছে আছে মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ভাল সময় ইহল হুজ্ব করিয়া অথবা রমজানের রোজা রাখিয়া মরা” কেননা এই দুই অবস্থায় মানুষ গোনাহ ইহতে একেবারেই পাকছাপ ইইয়া যায়। অন্য রেওয়াজেতে আছে যে এহরাম অবস্থায় মারা যায় সে কেয়ামতের দিন লাববায়েক বলিয়া উঠিবে।

(৪) مِنْ بَنِ عَسَى رَضَ قَالَ اِنْ امْرَاةً مِنْ خَتَمِ
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ اَدْرَكَ ابْنِي
شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَيَّ الرِّحْلَةَ اَفَاَحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ - مَشْكُورًا

“জৈনৈক মহিলা ছাহাবী হুজুরের দরবারে আরজ করিল হুজুর আমার বাবার উপর হুজ্ব করজ। কিন্তু তিনি এতবুড়ো যে ছওয়ারীতে উঠিতে পারেন না। তাহার তরফ ইহতে আমি কি হুজ্ব করিব? হুজুর বলেন, হাঁ তাহার তরফ ইহতে তুমি হুজ্ব বদল আদায় কর। (মেশ্কাতে)

অন্য হাদীছে আছে জৈনৈক ছাহাবী নবীজীর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর! আমার ভগ্নি হুজ্বের মানত করিয়া মারা যায়। এখন আমাকে কি করিতে ইহবে? হুজুর বলেন, তোমার বোনের উপর যদি কাহারও কজ্ব থাকিত তখন তুমি কি আদায় করিতে? সে বলিল জী হাঁ আদায় করিতাম হুজুর বলেন ইহা আল্লাহ পাকের কজ্ব উহাকেও আদায় কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে এক ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আসিয়া তাহার পিতার কথা বলিল হুজুর আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ যে সে হুজ্ব ও ওমরা করিতে পারে না, কেননা ছফর করিতেও অক্ষম। হুজুর বলেন তোমার বাপের উপর যদি কোন কজ্ব থাকিত তুমি আদায় করিলে কি উহা আদায় ইহত না? আল্লাহ পাকত সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনি কেন তাহার কজ্ব কবুল করিবেন না। পিতার তরফ ইহতে বদলী হুজ্ব কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি আপন পিতামাতার তরফ ইহতে

হুজ্ব করিল সে জাহান্নামের অগ্নি ইহতে নাজাত পাইল, এবং তাহার পিতামাতার জন্য হুজ্বের পুরা ছওয়াব লেখা যাইবে। হুজুর আরও বলেন কোন নিকট আত্মীয়দের জন্য উহার চেয়ে ভাল সম্পর্ক আর কিছুই ইহতে পারেনা সে আত্মীয়ের তরফ ইহতে হুজ্ব করিয়া তাহার কবরে পৌঁছাইয়া দেয়।

জৈনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর আমার পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি ছিলাম তাহাদের খেদমতকারী। এখন মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত কিভাবে সম্ভাব রাখিতে পারি? হুজুর বলেন যখন নিজের জন্য নামাজ পড়িবে তাহাদের জন্য ও পড়িবে আর যখন নিজেদের জন্য রোজা রাখিবে তখন তাহাদের জন্যও রাখিবে। অর্থাৎ নামাজ ও রোজার ছওয়াব তাহাদের রুহতে পৌঁছাইবে।

জৈনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর, আমরা আপন মূর্দাদের জন্য ছদ্কা করি তাহাদের তরফ ইহতে হুজ্ব করি ও তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করি। এইসব কি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে? হুজুর বলেন ইহাতে তাহারা এমন খুশী হয় যেমন তোমাদের নিকট কেহ বরতনে ভর্তি করিয়া হাদিয়া পাঠাইলে খুশী হও।

অন্যের তরফ ইহতে হুজ্ব করা দুই প্রকার। প্রথমতঃ কাহারও তরফ ইহতে নফল হুজ্ব করা উহার জন্য কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহার তরফ ইহতে হুজ্ব করিবে তাহার উপর হুজ্ব করজ হওয়া চাই। উহাকে হুজ্ব বদল বলে। তাহার জন্য অনেক শর্ত আছে। ঐ সময় মত ওলামাদের নিকট জানিয়া লইবে।

(১৫) اِنْ اِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ فِي الْحُجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ
الْحُجَّةِ الْمَهِيَّتِ وَالْحَاجَّ عَنْهُ وَالْمُفْذِلُ لَكَ -

“হুজুর এরশাদ করেন, বদলী হুজ্বের দরুন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবেন। ১নং—মূর্দা, যাহার তরফ ইহতে হুজ্ব করা হয়। ২নং—যে বদলী হুজ্ব করে। ৩নং—ওয়ারিশ, যে হুজ্ব করাইল।

একটি রেওয়াজে আছে, যাহার তরফ ইহতে হুজ্ব করা হয় তাহার এবং হাজীর সমান সমান পুণ্য ইইয়া থাকে।

এবনে মোয়াফ্কেফ বলেন, আমি হুজুর (ছ):-এর তরফ ইহতে কয়েকটি হুজ্ব করিয়াছি। একবার হুজুরকে স্বপ্নে দেখিলাম হুজুর বলিলেন—

তুমি আমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিয়াছ? আমি বলিলাম, জী-হজ্জর। হজ্জর পাক আবার বলিলেন তুমি কি আমার পক্ষ হইতে লাক্ষ্যায়েক বলিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হজ্জর। বলিয়াছি। হজ্জর বলিলেন, আমি উহার প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিবস আমি ঐ সময় তোমার হাত ধরিয়া বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দিব যখন অত্যান্য লোক হিসাব-কিতাবে লিপ্ত থাকিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে বদলী হজ্জের মধ্যে চার ব্যক্তি হজ্জের ছওয়াব পায়। ১নং—যে অহিয়ত করে। ২নং যে অহিয়তনামা লেখে। ৩নং—যে টাকা দেয়। ৪নং যে হজ্জ করে। কিন্তু একটি কথা খুব গুরুত্ব সহকারে স্মরণ রাখিবে উহা এই যে, বদলী হজ্জের মধ্যে নিয়তকে খালেছ রাখিবে। উদ্দেশ্য শুধু হজ্জ, জেয়ারত এবং অন্যের সাহায্য হইতে হইবে। হুনিয়ার কোন ফায়েদা যেন উদ্দেশ্য না হয়। যদি এমন হয় তবে বাহারা হজ্জ করাইবে তাহারা তপুয়া ছওয়াব পাইয়া যাইবে। আর যে হজ্জ করিবে তাহার ছওয়াব বরবাদ হইবে।

ইমাম গাজ্বালী বলেন যে ব্যক্তি অতিরিক্ত টাকা লইয়া বদলী হজ্জ করিবে সে ধর্মীর আমলের দ্বারা হুনিয়ার উপার্জন করিল। এইজন্য উহাকে যেন ব্যবসা না বানান হয়। কেননা আল্লাহতায়ালার দ্বীনের উচ্ছিন্নতা হুনিয়া ত দান করেন, কিন্তু হুনিয়ার বদলে দ্বীন দান করেন না। অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল হুনিয়ার লাক্‌ড়ি জমা করা, উহার সাথে ছওয়াবও মিলিবে তা হইতে পারে না। (এতহাক)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ না করার শাস্তি

ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির মধ্যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উহার দ্বারাই ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয়। উহা না করিলে যত বড় মহিবতই আশ্রুক না কেন উহা স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ . (سورة آل عمران)

“আল্লাহর সন্ততির জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ ফরজ করা হইয়াছে ঐসব লোকের উপর যাহারা বাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। এবং যাহারা অস্বীকার করিবে। (জানিয়া রাখিবে যে তাহাদের অস্বীকারে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই) যেহেতু তিনি সারা বিশ্ব ভূানের কাহারো মুখাপেক্ষী নন।”

ওলামাগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতের দ্বারাই হজ্জ ফরজ সাব্যস্ত হইয়াছে। এই আয়াতে কয়েকটি তা'কীদ করা হইয়াছে (যাহাআলেমগণ বুঝিবেন) দ্বারা হজ্জের গুরুত্ব অপরসীম বাড়িয়া গিয়াছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যার শারীরিক সুস্থতা আছে এবং আর্থিক সামর্থ্যও আছে, অথচ সে তো হজ্জ না করিয়াই মারা যায় কিয় মতের দিন তাহার কপালে ‘কাফের’ শব্দ লেখা থাকিবে। তারপর তিনি আয়াতে পাক **وَمَنْ كَفَرَ** পাঠ করেন। (দোররে মানছুর)

হযরত ছারীদ বিন জোবায়ের, ইব্রাহীম নখরী, মুহাম্মদ তাউছ প্রমুখ তাবয়ীনগণ বলেন যাহার বিষয় আমার জানা হয় যে, সে হজ্জের উপযুক্ত হইয়া হজ্জ না করিয়াই মারা গিয়াছে। আমি তাহার জানাজায় শরীক হইব না। অবশ্য চারি ইমামের নিকট অস্বীকার না করিলে সে কাফের হয় না। তবুও যেইসব ধর্মক আসিয়াছে উহা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।

وَاَنْذَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَلْذَنُوْا اَبَا يَدٍ يَّكُمُ اِلَى التَّهْلُكَةِ
(سورة بقره)

“এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে থাক এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতে ঐসব লোকের জন্য সাবধান বাণী আসিয়াছে যাহারা ফরজ কাজে খরচ করে না। আর হজ্জের মত ফরজ কাজে আল্লাহর প্রদত্ত মাল খরচ না করিলে নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংস করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১) مَنْ عَلَى رَحْمَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَهْلِكُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَهْجُ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَوْمَ دِيَارِ أَرْصُوا نَهَا وَذَا لَكَ أَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ هِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

হুজুর (হঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির নিকট হওয়ারী এবং পথ খরচ বাবত এই পরিমাণ সম্বল রহিয়াছে যাহারা সে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু তবুও সে গেল না। সে ইহুদী হইয়া মরুক বা নাছারা হইয়া মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (হঃ) কোরানে পাকের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। (তিরমিজি)

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْاَيَةُ

ইমাম গাজ্বালী বলেন কতবড় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যাহা ছাড়িয়া দিলে ইহুদী এবং নাছারাদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

(২) عَنْ أَبِي إِمَامَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَابِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاطِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحْجِ فَلَيْسَ بِهِ شَاءَ يَهُودٍ يَأْوُلُ نَشَاءَ نَصْرَانِيًّا - مَشْكُورًا

হুজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তনা হচ্ছে যাওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন ওজর না থাকে যেমন অত্যাচারী বাদশাহ্ বাধা দিতেছেন। অথবা কঠিন বিমারী নয় যদ্বারা হচ্ছে যাইতে অপারগ। এমতাবস্থায় যদি সে হজ্জ না করিয়া মারা যায় তবে সে ইহুদী হইয়া মরুক বা খৃষ্টান হইয়া মরুক সেটা তার ইচ্ছা।

অন্য হাদীছে হুজুরত ওমর (রাঃ) বলেন হুজুর শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ হজ্জ না করে তবে কহম খাইয়া বলিয়া দাও যে সে হয় ইহুদী হইয়া মরিবে না হয় খৃষ্টান হইয়া মরিবে। হযরত ওমর আরো বলেন আমার মন চায় সারা দেশে এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেই; যেই ব্যক্তি সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করিল না তাহাদের উপর যেন কাফেরদের মত জিজিয়া কর বসান হয়। কেননা সে মুছলমান নয়, মুছলমান নয়।

(৩) مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَالِغُهُ حِجُّ بَيْتِ رَبِّهِ وَتَجِبَ عَلَيْهِ فَبِهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ سَالَ الرَّجْعَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ - كَنْز

হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল থাকে যে সে হজ্জ করিতে পারে কিন্তু হজ্জ করে না। অথবা এই পরিমাণ মাল আছে যে তাহার উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজ্জিব কিন্তু সে জাকাত দেয় না সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে হুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করিবে।

ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করার প্রমাণ কোরানে পাকে রহিয়াছে।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ ۝۱

“এমনকি তন্মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু আসিয়া পড়ে তখন সে বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে হুনিয়ার আবার পাঠাইয়া দাও যাতে করে আমি আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমার রাহে খরচ করিয়া নেকী অর্জন করিয়া আসিতে পারি। আল্লাহ পাক বলেন, কখনও এমন হইবে না। ইহাত তাহার একটা মুখের কথা মাত্র। তারপর তাহাকে কেরামত পর্যন্ত আলমে বরজ্জ্ব অর্থাৎ কবরে থাকিতে হইবে।

আম্মাজান আয়েশা বলেন, পাপীদের জন্য কবরে ধ্বংস অনিবার্য। কেননা কালসাপ তাহার মাথার দিক হইতে এবং পায়ের দিক হইতে দংশন করিতে থাকিবে এমন কি ছুইদিক হইতে মধ্যখানে আসিয়া ছুই দিকের দংশন করী একত্র হইয়া যাইবে। ইহাই হইল কবরের আজাব, যেই দিকে আয়াতে পাকে ইশারা রহিয়াছে।

হুজুরত ইবনে আব্বাছ বলেন যাহার নিকট হচ্ছে যাইবার সম্বল আছে অথচ সে হচ্ছে গেল না আর যাহার নিকট মাল আছে অথচ সে উহার জাকাত আদায় করিল না সে মৃত্যুর সময় হুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কেহ আরজ করিল হুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার আকাংখ্যা ত কাফেরগণ করিবে, মুছলমানগণ নহে। হযরত ইবনে আব্বাছ বলেন আমি তোমাদিগকে কোরানের আর একটি আয়াত শুনাইতেছি যেখানে মুছলমানদের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ ۝۱

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের আওলাদ করজন্দ যেন তোমাদিগকে আল্লাহর জিকির হইতে গাপেল না রাখে এবং যাহারা এই রকম করিবে তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত। এবং আমি যাহা কিছু মাল দান করিয়াছি তন্মধ্যে হইতে মৃত্যু আসিয়া পড়ার পূর্বেই তোমরা আল্লাহর রাহে খরচ কর। যেহেতু তখন সে আকছোছ করিয়া বলিবে হে খোদা! আমাকে সামান্য কিছু দিনের জন্য সময় দিয়া দাও যাহাতে আমি ছদকা খয়রাত করিয়া নেককারদের মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতে পারি। এখন কিন্তু তোমাদের ঐসব অসন্তোষ আশা নিফল, কেননা যাহার মৃত্যু

আদিয়া যাকিবে এক মুহূর্তের জন্তও তাহাকে সময় দেওয়া হইবে না।
আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।”

হুজুরত এব্নে আকাছ বলেন এই আয়াতে ঐসব সৈমানদারদের কথা বলা ইহিয়াছে যাহারা মাল থাকা সত্ত্বেও জাকাত দেয় নাই এবং হুজু আদায় করে নাই তাহারাই আবার মৃত্যুর সময় হুনিয়াতে আসিবার দরখাস্ত করিবে।

(8) من أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الله عز وجل ان مهادا مكدت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة ايام لا يغدا في المهرورم

হজুরে পাক (হঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন যাহাকে আমি স্বাস্থ্য দান করিয়াছি এবং রক্তের মধ্যে প্রশস্ততা দান করিয়াছি এইভাবে তাহার উপর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় তবুও সে আমার দরবারে অর্থাৎ হজ্ব করিতে আসিল না সে নিশ্চয় অপরাধী ।

অন্ত হ'লীছ হারা পরিকার বুঝা যায় যে সামর্থ্য থাকিলে জীবনে একবার
হজ্জ করা ফরজ। এখানে বুঝা যায় যে শক্তি সামর্থ্য থাকিলে প্রতি পাঁচ
বৎসরে একবার হজ্জ করা জরুরী। যদিও ওলামাদের মতে ইহার উপর
আমল জরুরী নয় তবুও যত কোন ধর্মীর মাহবুরী না থাকিলে অথবা গরীব
গোরাবার আর্থিক না থাকিলে সামর্থ্য থাকিলে নফল হজ্জ করা উত্তম।

(هـ) روى عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابيه عن
جده قال قال رسول الله ما من عبد ولا امة يدفعين بنفقة
ينفقها فيما يرضى الله الا لا اتفق اعضاؤها فيما يستخط الله
وما من عبد يدفع الحج ل حاجته من حوائج الدنيا الا راي
المهلكين قبل ان تقضى تلك الحاجة يعني حجة
الاسلام وما من عبد يدفع الامشي في حاجة اخيه المسلم
قضيت اولم تقضى الا لا يتولى بمعونته من مائمه عليه
ويؤجر فيه - ترغيب

হুজুর (স:) হইতে বণিত, যে ব্যক্তি পুরুষ হউক বা মেয়েলোক (হউক) আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থানে খরচ না করে সে আল্লাহ নারাজীর স্থানে খরচ করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি কোন পাখিব কারণে হত্ব করিতে দেহী করিয়া ফেলিল,

হাজীগণ হৃদ্ধ হইতে কিরিয়া আশার পূর্বে তাহার সেই পাখিব প্রয়োজন
সারিবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের সাহায্যে পা উঠায় না;
তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হইবে যেখানে কোন
ছওয়াব নাই। (তারগীব)

মোহাদ্দেহীনের কানুন অনুসারে এই হাদীছে কিছুটা হ্রবলতা আছে, তবে কাজায়েলে আ'মলের মধ্যে এইরূপ হ্রবল হাদীছ বর্ণনা করা করা যায়।

তত্‌পরি অভিভূতাও দেখা যায় যাহারা নেক কাজে খরচ করা হইতে বাঁচিয়া চলে তাহারা অথবা মামলা মোকদ্দমায় যুগ ইত্যাদি এমন কি অনেক সময় নাচ গান সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদিতেও নিপু হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। হঁ। এইসব ধনক এসব লোকের জন্য যাহারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কদর হইয়া আদায় করে না। অপর দিকে গরীবী অবস্থায় অথবা যদি মাথার উপর কাহারও হুক থাকে সেই ছুরতে নফল হইলে চেয়ে লোভের হুক আদায় করা শ্রেষ্ঠ। কোন কোন লোক আপন পরিবার পরিজনকে অভাবে ফেলিয়া হইতে চানিয়া যায় ইহাদের শানে হাদীছে আসিয়াছে যে মাহুষের নাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে যাহাদের অসমস্থান তাহার মাথার উপর তাগাদিগকে ধরাস করিয়া দেওয়া।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

হাজির ছফার কাগজের উপর ধৈর্য্যাবলম্বনের বর্ণনা

ছফর যেই প্রকারেরই হউক না কেন উহাতে কষ্ট নিশ্চয় আছে। এই জহই শরীয়তে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চার রাকাত ফরজ নামাজকে দুই রাকাত করা হইয়াছে। হাদীছে বর্ণিত আছে 'ছফর আগুনের একটা টুকরা।' কাজেই কষ্ট ত সেখানে থাকিবেই, বিশেষ করিয়া হজের ছফর ত প্রেম ও ভালবাসার ছফর। প্রেমিকদের মতই উহা সম্পাদন করিতে হইবে। কেহ তাহাকে অত্যাশ্র বলিবে, গালি দিবে পাথর মারিবে, বাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে সে উহার প্রতি ভ্রক্ষেপও করিবে না বরং মাহবুবের ফিকিরে পাগলের মত মনে সন্তুষ্টই থাকিবে। এবং আনন্দ চিত্তে যে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে। তবে যদ্বারা দ্বীন এবং স্বাস্থ্যের

উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে উহা সহ করার কোন অর্থ নাই।

ইমাম গাজ্বালী (র:) বলেন এই ছফরে মানুষ যাহা খরচ করিবে আনন্দ চিত্তে করিবে এবং জ্ঞান মালের যাহা নোকছান হইবে উহাকে সমস্ত চিত্তে বরদাশ্ত করিবে। কেননা ইহাই হইল হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত। হজ্বের রাস্তায় মহিবত জেহাদে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাতশত টাকার ছওয়াব পাওয়া যায়। হজ্বের কষ্ট বরা জেহাদে কষ্ট করার সমতুল্য। আল্লাহর দরবারে উহার জ্ঞান বহুত বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

হজুর (হ:) হযরত আয়েশাকে বলেন। তোমার ওমরায় পরিশ্রম মোতাবেক ছওয়াব পাইবে। এইজন্য যে, এই ছফরে কষ্ট যত বেশী পাইবে ছওয়াবও তত বেশী হইবে। তবে ইহা করিয়া বা অনর্থক কষ্ট উঠাইলে কোন ফায়দা নাই। যেমন হাদীছে আছে এক অন্ধ ব্যক্তিকে রশিতে বাঁধিয়া অন্ধ ব্যক্তি তওয়াফ করাইতেছিল। ইহা দেখিয়া হজুর রশি কাটিয়া দিলেন এবং হাত ধরিয়া তওয়াফ করাইতে বলিলেন। এইভাবে হজুর আর একদিন বলিলেন দুই ব্যক্তি আপোসে বন্ধনাবস্থায় চলিতেছে, হজুর জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা বলিল আমরা এইরূপ অবস্থায় মক্কা পর্যন্ত পৌঁছিবাব মানত করিয়াছি। হজুর বলেন এই রশিকে ছিড়িয়া ফেল নেক কাজে মানত করিতে হয়, ইহা শরতানী কাজ। (শরহে বোখারী) তবে এই রাস্তায় পদব্রজে চলা অবশ্য প্রশংসনীয়, যতটুকু সহ হয় ততটুকু বরদাশ্ত করিবে। কোরান পাকে পায়দল চলাকে ছওয়ারীতে চলার পূর্বে বরান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় পায়দল ছফর করা উত্তম। ওলামাগণ লিখিয়াছেন যাহা পায়দল চলার অভ্যস্ত হজ্ব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের জ্ঞান ছওয়ারী খরচা থাকা কোন জরুরী নয়। পায়দল হজ্ব করার ফজীলত হজুরের হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

(১) **ابن عباس مرفوعاً من حج الى مكة ما شأ حتى رجع كتب له بكل خطوة سبعةائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة بما تة الف حسنة - عهني**

‘হজুরে পাক (হ:) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি হজ্বের ছফর পায়দল

করিবে এবং পায়দলে ফিরিয়াও আসিবে তাহার আমল নামায় হারাম শরীফের সাত শত নেকী লেখা যাইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হারাম শরীফের নেকীর অর্থ কি হজুর! হজুর বলেন প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য।

এই হিসাবে সাত শত নেকী সাত কোটি নেকীর বরাবর হইয়া যায়। এইভাবে পুরা রাস্তার ছওয়াবের অনুমান করা যায়, হযরত এবনে আব্বাহ এনতেকাশের সময় সন্তানদিগকে অঙ্কিত করিয়া যান যে তোমরা হজ্ব পদব্রজে করিবে, অতঃপর এই হাদীছ শুনান। হজুর (হ:) এরশাদ করেন হারাম শরীফে এক রাকাত নামাজ এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমতুল্য। হযরত হাছান বছরী (র:) বলেন, হারাম শরীফে একটি রোজা এক লক্ষ রোজার বরাবর এবং এক দেবহাম ছদকা এক লক্ষ দেবহামের বরাবর ছওয়াব, এইভাবে প্রত্যেক নেকী হারামের বাহিরের এক লাখ নেকীর বরাবর।

এখানে লক্ষণীয় যে যেই ভাবে হারামে প্রত্যেক নেকী একলাখ নেকীর সমান তদ্রূপ প্রত্যেক গোনাহ ও ঐ পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে সেখানে গোনাহ করা বড় মারাত্মক এবং আব্বাহ বলেন হারামের বাহিরে রাকিয়াতে আমি সত্তুরটা পাপ করিব ইহা হারামে একটি পাপ করার চেয়ে ভাল।

(২) **عن عائشة مرفوعة ان المذكة لما فح ركبان الحج وتخلق المشاة . بيهقي**

হজুর (হ:) বলেন কেরেশতাগণ ছওয়ারীতে আগন্তুক হাজীদের সহিত মোহাফাহা করে আর পায়দল হাজীদের সহিত মোয়ানাকা করে অর্থ গলায় গলায় মিশে।

হযরত ইবনে আব্বাহ অস্থাবহায় শু কয়মাইতেন যে আমি বেশী অন্ততাপ আর কোন জিনিসের জন্য করি না যত বেশী করিয়া থাকি এইজন্য যে আমি একটা পায়দল হজ্ব করিতে পারিলাম না। কেননা আল্লাহ পাক উহাকেই প্রাধান্য দিরাছেন। মোজাহেদ বলেন হযরত ইছমাইল এবং ইব্রাহীম (আ:) পায়দল হজ্ব করিয়াছেন।

একটি প্রোগায়েতে আছে হযরত আদম (আ:) হিন্দুস্থান হইতে পায়দলে এক হাজার হজ্ব করিয়াছেন। অতএব আছে চল্লিশ হজ্ব করিয়াছেন।

এব্‌নে আব্বাহ বলেন আশিয়ায়ে কেরামের পায়দল হজ্ব করার অভ্যাস ছিল। মোরাদালী কী বলেন উত্তর হইল হারামের সীমার প্রবেশ করিয়া পায়দল চলিবে। ইমাম গাজ্বালী বলেন, শক্তি থাকিলে পায়দল চলাই উত্তম, কেননা এব্‌নে আব্বাহ (রাঃ) যুহুফালে হেননিককে শয়তান হজ্ব করার অছিলা করেন এবং বলেন যে ইহাতে প্রত্যেক কদমে একশত নেক লেখা হয় এবং প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর বরাবর।

পায়দল চলার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়া জরুরী। কমপক্ষে মক্কা শরীফ হইতে আরাকাত পর্যন্ত যুবক এবং যাহারা শক্তি রাখে তাহাদের জন্য পায়দল চলা উচিত। কেননা উহাতে ছওয়াব ব্যতীত বিভিন্ন মোস্তাহাব-জুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়। যাহা ছওয়ারীতে গেলে আদায় করা সম্ভব হয় না। এই ছফর খুব লম্বাও নয়। আট তারিখ রওয়ানা হইয়া মিনা পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল আর নয় তারিখ ভোর হইতে আরাকাত পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাইল, ইহা শক্তিমানদের জন্য তেমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। অথচ প্রতি কদমে সাত কোটি নেকী লেখা হয়। একটি রেওয়াজে আছে মিনা হইতে আরাকাত পর্যন্ত পায়দল চলিলে হারাম শরীফের এক লক্ষ নেকী পাইবে।

আলী ইব্‌নে শোয়ায়েব নিশাপুর হইতে পায়দল চলিয়া যাট হজ্ব করেন। মুগীরা বিন হাকীম মক্কা শরীফ হইতে পায়দল চলিয়া পঞ্চাশ হজ্বের উপর করেন। আবুল আব্বাহ পায়দলে আশী হজ্ব করেন, আবুহুলাহ নাগরেবী পায়দলে সাতানব্বই হজ্ব আদায় করেন।

কাজী এয়াজ সেকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন জনৈক বুজুর্গ সারাদি ছফর পায়দল অতিক্রম করার পর থেকে কষ্টের কথা উঠাইলে তিনি বলেন যেই মোল্লাব মনিব হইতে পলাইয়া যায় সে আবার মনিবের দরবারে ছওয়ার হইয়া কি করিয়া আসিতে পারে? আমার শক্তি থাকিলে মাথা নীচের দিকে দিয়া আসিতাম। এই ছফরের ইহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। মূল কথা এই ছফরের কষ্ট-পরিশ্রম হাসি মুখে স্বীকার করিবে। কোন প্রকার সেকায়েত, অভিযোগ, কটু কথা, অশোভন উক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। সাথীদের কাছে আপত্তি না করিয়া নম্র ব্যবহার করিবে। সংচরিত্রের অর্থ এই নয় যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না বরং কেহ

কষ্ট দিলে উহা সহ্য করাকে প্রকৃত সংচরিত্র বলা হয়। কেহ কেহ পায়দলের চেয়ে ছওয়ারীতে হজ্ব করাকে উত্তম বলিয়াছেন। কেননা পায়দল চলিতে চলিতে অনেক সময় মেজাজ কড়া ও রুক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং পায়দল চলিলে যাহাদের আখলাক খারাপ হইয়া যায় তাহারা ছওয়ারীতে ছফর করিবে। তল্লি শ্রদ্ধা আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়া ছফর করিবে মাহবুবের শহরে যাইতে দুখ-কষ্ট, রোদ্‌দ বৃষ্টি, শাস্তি অশান্তি কোন কিছুই পরওয়া করিবে না।

চতুর্থ পারচ্ছেদ

হাজ্বের হাকীকত

প্রকৃতপক্ষে হজ্ব দুইটা দৃশ্যের নমুনা স্বরূপ। এবং প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐ দুই দৃশ্যই গোপন রাহিয়াছে। যদিও আল্লাহ পাকের প্রত্যেক ছকুমের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হেকমত এমন রহিয়াছে যেখান পর্যন্ত সাধারণতঃ মানুষের ধ্যান ধারণাও পৌঁছেনা। তবুও কোন কোন হেকমত এত প্রকাশ্য যে তাহা যে কোন লোকের দেমাগে সহজেই আসিয়া যায়। এইভাবে হজ্বের মধ্যেও এমন সব হেকমত রহিয়াছে যাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। তবুও দুইটি হাকীকত হজ্বের প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে এমন রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। ১ নং হজ্ব একটি পরিপূর্ণ যত্ন এবং যত্নের পরবর্তী পর্যায়ের নমুনা। ২ নং এশক ও মহব্বত প্রকাশ করিবার এবং রুহকে প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা রঞ্জিত করিবার নমুনা।

প্রথম নিদর্শন হইল মউত এবং মউতের পরবর্তী সময়ের নিদর্শন। কেননা মানুষ যখন ঘর হইতে বাহির হয় তখন সমস্ত আত্মীয় স্বজন, ঘর বাড়ী, বন্ধু বান্ধব, সবাইকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যেমন পরকালের ছফরে রওয়ানা হইল। দৈনন্দিন যেইসব বস্তুর সহিত অন্তর লাগিয়া থাকিত যেমন কেত খামার, দোকান পাটাব জুব্বান্দের মজলিস সব কিছুই ঐ সময় ছুটিয়া যায়। যেমন যত্নের সময় এইসব বিদায় হইয়া যায়। রওয়ানা হইবার সময় বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয় এই যে যেমন আজ কিছু সময়ের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইতেছে তদ্রূপ অতিস্বল্প এমন সময় আসিবে যখন চিরকালের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইবে। অতঃপর যানবাহনে আরোহণ করা ঠিক জানাজায় ছওয়ার হওয়ার কথাই তাজা করিয়া দেয়। গাড়ীতে বসার পর উহা যেমন প্রতিটি কদমে দেশ এবং বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে নিতে

থাকে, ওজুপ জানাজা বহনকারীরও প্রতি বদমে সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং যাবতীয় মাল ছামান হইতে দূরে লইয়া যায়। কিছু লোক নিশ্চয় জানাজা নামাজ পর্যন্ত থাকে আবার কিছু লোক কবর পর্যন্ত আর কিছু লোক দাফন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই সমস্ত দৃশ্য হাজীদেবর সহিতও দেখা যায়। অর্থাৎ কিছু লোক ফীমামানিল্লাহ বলিয়া ঘর হইতে মোছাফাহা করিয়া বিদায় হয় আর কিছু লোক ষ্টেশন পর্যন্ত এবং কিছু সংখ্যক লোক জাহাজ পর্যন্ত সঙ্গে যায়। জাহাজে এবং কবরে শুধু এসব সাথী থাকে যাহারা বদ আখসাক, খিটখিটে, হটকারী, কলহপ্রিয়, ইহারা ছফরের প্রতি মঞ্জিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার পর সব কিছুই ঠিক পরকালের ছফরেও দেখা যায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু নেক আমল যাহা কবরে যাবতীয় সুখশান্তির ব্যবস্থার কারণ আর বদ আমল যাহা যাবতীয় অশান্তি এবং আজাবের মূল। নেক আমল অতীব সুন্দর পুরুষের বেশে কবরে আসিয়া দাঁড়াইবে আর বদ আমল বদ ছুরত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধময় মূর্তিতে আসিয়া হাজির হইবে। মৃত্যুর পর যতসব শান্তি ও আরাম পৌঁছাবে তাহা নেক আমলের বদৌলতে যেমন হকের ছফরে যতসব সুখ শান্তির ব্যবস্থা এই সমস্ত টাকা পয়সা ও সাজ সরঞ্জামের বরকতে যাহা ছফরের পূর্বেই তৈয়ার করা হইয়াছিল। হ'। কোন ভাগ্যবান লোকের জন্য কোন আপন জন যদি কিছু পড়িয়া বা ছদকা খয়রাত করিয়া পৌঁছাইয়া দেয় তবে মৃত্যুর পরেও প্রয়োজনের সময় ইহা খুব বেশী কাজে আসে। তদ্রূপ হাজী ছাহেবানদের কাছেও যদি কোন আপনজন ডাকযোগ বা হুতি মারকত কিছু টাকা পয়সা পাঠায় তবে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর ছফরের হালতে ডাকাডের ভয়, বিভিন্ন বিপদের আশংকা, রুক্ষ মেজাজ, সরকারী বেসকারী লোকের ব্যবহার, ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা, এইসব ব্যবহার কবরকে স্মরণ করিয়া দেয়। যেমন মনকার নকীরের প্রশ্ন, ঈমানের পরীক্ষা, সাপ বিছা পোকা মাকড়ের দংশন ইত্যাদি। হ'। অনেক ধনী লোক এমন আছে যাহাদের পাসপোর্ট ইত্যাদি সামান্য পরীক্ষার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র হেজাজ ভূমিতে চলিয়া যায়। এইভাবে যাহারা অধিক পরিমাণ নেক আমল লইয়া যাইবে তাহারা কবরে যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া ছলাইনের মত এক আরাম আশ্রয়ে সময় কাটাইবে যে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল সময় তাহাদের নিকট মনে হইবে যেন কয়েক ঘণ্টার এবং কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবে। যেমন নূতন

ছলাইন প্রথম রাতে নরম নরম মখমলের বিছানায় আরাম করে তদ্রূপ ইহারাও কবরে শুইয়া পড়িবে। তারপর এহরামের সাদা দুই টুকরা সময় লাগবায়ের বলা কেয়ামতের দিন আহ্বান কারীর ডাকে সাড়া দেওয়ারই সমতুল্য আল্লাহ পাক বলেন “তুমি দেখিতে পাইবে প্রত্যেক লোকই নতজানু হইয়া আছে এবং প্রত্যেককে আপন আমলনামার দিকে ডাকা হইবে।” মক্কা শরীফ প্রবেশ করা যেমন ঐ জাহানে প্রবেশ করা যেখানে শুধু আল্লাহ রহমতেরই আশা করা যায়। কেননা উহা হইল দারুল আমান, অর্থাৎ শান্তির ঘর কিন্তু আপন বদ আমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সব সময় ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকিবে যে শান্তির ঘরে আসিয়াও যে আমার ভাগ্যে শান্তি না আছে নাকি। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করা কেয়ামতের দিন এই ঘরের মালিকের দীদারকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং আল্লাহ দীদার যতবড় আদব এবং আজমতের সহিত লাভ করিবে তাহার ঘরকেও ততবড় আদব এবং আজমতের সহিত দেখিতে থাকিবে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ আরশের চতুরদিকে চকর দেওয়া ফেরেশতা-দের কথা স্মরণ করিয়া দেয়, কা'বা শরীফের গেলাফ এবং মোলতাজমকে জড়াইয়া কান্নাকাটি করা ঐ অপরাধীর সমতুল্য যে নাকি বহুত বড় মনিবের সহিত মারাত্মক বেআদবী করিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া কমা প্রার্থনা করে ও তাহার ঘর এবং চৌকাঠে মাথা ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া কান্নাকাটি করে। ছাফা মারওয়ার দৌড় কেয়ামতের মাঠে এদিক ওদিক ছুটাছুটির কথা মনে করাইয়া দেয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন “মানুষ কবর হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেমন বিকিণ্ড টিড্ডি পঙ্গপালের দল।”

ছাফা মারওয়ার দৌড়ের দৃশ্য এই বান্দার খেয়াল মত কেয়ামতের সেই ভয়ানক দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় যখন দিশেহারা হইয়া আশ্বিয়ায়ে কেয়ামের নিকট এই ভাবিয়া ধর্ণা দিবে যে, তাহারা আল্লাহ মাগ্বুব এবং মাকবুল বান্দা, কাজেই তাহাদের সুপারিশে আমাদের মজিবতের কিছুটা লাঘব হইবে। এই খেয়ালে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবে যে আপনি আমাদের পিতা, আল্লাহ পাক আপনাকে আপন হাতে পয়দা করিয়াছেন। সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়াছেন ফেরেশতাদের দ্বারা ছেজদা করাইয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্য এই মহাসংকটের সময় সুপারিশ করুন। বাবা আদম উত্তর করিবেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি

উহার চিন্তায় আজ আমি অস্থির আছি, কাজেই তোমরা দুহ (আঃ) এর নিকট যাও। লোকজন দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট গিয়া সুপারিশ করিতে বলিবেন। তিনি বলিবেন, আমি তুফানের দিন অত্যা ভাবে পুত্র কেনানের জন্ত সুপারিশ করিয়াছিলাম কাজেই তোমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট যাও। তিনিও ওজর করিয়া হজরত মুহা (আঃ) এর কথা বলিবেন। তিনি হজরত ঈছা (আঃ) এর কথা বলিবেন। অবশেষে সমস্ত লোক পরামর্শ করিয়া প্রিয় নবী দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবেন এবং সেই মহা সংকট ও মহিষভের দিন হুজুরে পাক (ছঃ) আল্লাহ পাকের শাহেনশাহী দরবারে সুপারিশ করিবেন। এইসব হইল বিরাট কাহিনী। উদ্দেশ্য হইল এদিক ওদিক হযরান পেরেশান হইয়া ছাফা মারওয়ার মত একদিন ফিরিতে হইবে।

তারপর আরাফাতের ময়দান ত হাশরের ময়দানের পুরা পুরা নকশা সামনে আনিয়া দেয়। সূর্যের প্রথর উত্তাপের মধ্যে প্রস্তরময় এক মরু প্রান্তরে আশা এবং ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। অধম বান্দার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আরাফাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় এই যে, ময়দান সে ওয়াদা এবং অঙ্গীকারকে স্মরণ করাইয়া দেয় যেদিন আল্লাহ পাক আলমে রুহের মধ্যে রোজে আজলের দিন যে একমাত্র প্রতিপালক এই কথার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সকলে এক বাক্যে বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রভু। মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে এই ওয়াদা আরাফাতের ময়দানেই লওয়া হইয়াছিল। আজ সেই ওয়াদার কথাই মনে করিয়া দেয় যে আমরা উহার কতটুকু পালন করিয়াছি বা কতটুকু পালন করি নাই।

ইমান গাজ্জালী (রঃ) বলেন মোজদালাফা এবং মিনায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে ব্যস্ত হইয়া আপন আপন আমীর এবং মোয়াল্লেমগণের পিছনে চলা, রং বেরং এর বিভিন্ন জাতীয় নারী পুরুষ, বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এবং ভাষায় সংমিশ্রণে ও শোরগোলে এক অভাবনীয় ও অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয় যখন কঠিন হাশরের দিনে মানবপেষ্ঠির আপন আপন নবী ও নেতাগণের পিছনে হযরান এবং পেরেশানীর সহিত দৌড়া-দৌড়ির দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মূল কথা হজ্বের নকশা ঠিক যেন কেয়ামতের পূর্ণ নকশা পেশ করিয়া দেয়।

হজ্বের দ্বিতীয় দৃশ্য হইল এশক ও মহব্বতের চরম নিদর্শন প্রকাশ করিবার অপরাধ দৃশ্য।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দুই প্রকারের সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিনয় এবং বন্দগীর সম্পর্ক। উহার প্রকাশ হইল নামাজ। এই জন্যই নম্রতা এবং ভক্ততার সহিত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া বাদশাহী আদবের সহিত কানে হাত রাখিয়া আল্লাহতালার মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হয়। তারপর মাথা নত করিয়া ও অবশেষে মাটিতে কপাল রগড়াইয়া আপন গোলামী ও বন্দগীর নিদর্শন দেখাইতে হয়। তার মধ্যে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা আস্তুল মটকানো এদিক ওদিক দৃষ্টি করা, বিনা প্রয়োজনে কাশি দেওয়া ইত্যাদি আশোভনীয় কাজ মাকরুহ, এবং কোনরূপ কথাবার্তা বলা, অজু ভঙ্গ হওয়া, হাসি-ঠাট্টা করা এমন কি ছেজদার মধ্যে দুই পা একত্রে উঠাইয়া ফেলা ইত্যাদি নামাজকে নষ্ট করিয়া দেয়। যেহেতু এইসব কাজ বাদশাহী আদব কাযদার খেলাফ।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দ্বিতীয় সম্পর্ক হইল প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক। যেহেতু তিনি হইলেন মুকররী, পরমদাতা দয়ালু সৌন্দর্য এবং বুজুর্গীর মত গুণাবলী সব কিছুই তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বান্দার মধ্যে স্বভাবজাত হিসাবে ছোটবেলা হইতেই এশক এবং মহব্বত বিদ্যমান থাকে। কবির ভাষায়—

‘বুকে হাত রাখিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। মনে হয় যেন বহু পূর্ব হইতেই কাহারও প্রেমের জ্বালায় মরিতেছে।’

‘শিশুকালেই প্রেমের নিদর্শন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাইত আশেক মানুষের মত খেল তামাশা শুধু চোখের ইশারায় করিয়া থাকে।’

‘মাহবুবের স্মরণে যেই চক্ষুতে পানি থাকে না অন্ধ থাকাই সে চক্ষুর প্রোথঃ। যেই অন্তরে বিরহ বেদনা নাই উহা দগ্ধ হইয়া যাওয়াই উত্তম।’

‘তোমার বিরহ বেদনায় বাঁচিয়া থাকা মানুষের সাধের বাহিরে, তাই ত হাজার শোকর যে এই জীবনের স্থায়ীত্ব নাই।’

‘মানুষকে হাকীকী আল্লাহ পাক অনাদিকাল হইতেই চক্ষুর এক ইশারায় এই বিশ্ব ভুবনের বাজারে প্রেম ও ভালবাসাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন।’

ঐ ভালবাসার চরম নিদর্শন। পাওয়া যায় হজ্বের ছক্রে। কেননা গুরু হইতেই বন্ধ-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুর

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মাহবুবের গলিতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং তাঁহারই তালোশে বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্রে পাড়ি দিয়া পাগলের মত ঘুরাফিরা করাই প্রেমিকের কাজ।

কবির ভাষায়—

ما ومجنون هم = ق بود یوں ایم ن رو ان عشق
ار بصحرار رفت و ما ن رچھا رسوا شد ایم

“আমাদের এবং মজনুনের একই অবস্থা। এশকের ময়দানে, সে মরুভূমিতে চকর দেয় আর আমরা চকর দিতে থাকি অলিতে গলিতে।”

মাহবুব চায় তার প্রেমিকগণ যেন পাগল বেশে তাঁহাকে পাইবার আশায় দারুণ আগ্রহ উদ্দীপনায় তাঁহারই দরবারে ভিড় জমায়। তাহার জন্ত হজ্বের ছফরকে বানাইয়াছেন একটা বাহানা স্বরূপ। আর এইরূপ পাগলের মত বাহির হইতে কিছু না কিছু ঝুংখ-কণ্ঠ, এবং মহিবতে সশ্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। হজ্বের এই মোবারক ছফরই হইল এশকের এবং মহব্বতের ছফর। কাজেই ঝুংখ-কণ্ঠ, চিন্তা পেরেশানী, ভয়-ভীতি সব কিছুই হয় এক আনন্দের খোরাক।

الفت مین برا پرھے چھا هو کہ و نا هو
هرچہ در مین لزت ہے اگر د لمین مزا هو

“অন্তরে স্বাদ থাকিলে জিনিসের মধ্যেই লজ্জত অনুভব হয়। জলুম অথবা ন্যায় বিচার ভালবাসার ধর্মে সবই সমান।

“এহরাম বাঁধা হইল প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। না মাথায় টুপী, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না সজ্জা, বরং রুকীর বেশে পাগলের ছুরতে সদা চঞ্চল ও উদাসীন অন্তরে, সিলাই বিহীন গামছার মত সাদা চাদরে সে কি এক অপরূপ দৃশ্য। তাই ওলামাগণের মতে ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ই এহরাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া উত্তম। তবে এহরাম বাঁধার পর অনেক জায়েজ কাছ ও নাজায়েজ হইয়া যায় এবং ঐ প্রকার পোশাক অনেক নাজুক লোক বরদাশত করিতেও অক্ষম তাই আল্লার রহমত শুরু হইতেই এহরাম না বাঁধার অনুমতি দিয়াছে। তবে মাহবুবের গলির নিকটবর্তী হইলে ঐ অবস্থায় এলোমেলো চুল লইয়া পাগলের মত পোশাক পরিধান করিয়া ময়লা যুক্ত কাপড় লইয়া তাঁহার দরবারে হাজির হইতেই হইবে। ছজুর পাক (ছ:) বলেন—পেরে-

শান, চুল-দাড়ি এবং ময়লা যুক্ত কাপড়ই হইল হাজীদেবের পরিচয়। এই ছুরতের উপরই আল্লাহ পাক কেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে, দেখ আমার বান্দারা ধূলয় ধূসরিত ও এলোমেলো চুল-দাড়ি লইয়া আমার দরবারে হাজির হইয়াছে। এইভাবে মাঠ ঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, বন-জঙ্গল এবং জনমানব শূণ্য মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কান্না কাটি করিতে করিতে পাগলের মত লাক্ষায়েক আল্লাহুমা লাক্ষায়েক লা শরীক লাক্ষা লাক্ষায়েক “আমি হাজির আছি, আমি হাজির আছি, ইয়া আল্লাহ! আমি হাজির আছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাজির আছি এই আওয়াজে চীৎকার দিতে দিতে, রোনাজারী করিতে করিতে পৌঁছে। একটি হাদীছে আছে, হজ্বের অর্থই হইল খুব চীৎকার দেওয়া এবং কোরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। অন্য হাদীছে আছে ছজুর এরশাদ করেন হজ্বরত জিব্রাইল আমাকে বলিয়া ছেন, আপনার সাধীদিগকে বলুন তাহারা যেন লাক্ষায়েক জোর করিয়া বলে, “প্রেমিকদের ধর্মই হইল জোর করিয়া কান্নাকাটি করা। এইভাবে উদাস এবং পেরেশান অন্তরে ক্রন্দনরত অবস্থায় অবশেষে মাহবুবের শহরে পৌঁছিয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। যেন বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সশরীরে জানাতের বাগানে প্রবেশ করিল।

আমি আমার মোর্শেদ হজ্বরত মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেবকে বয়াত পাঠ করিতে খুব কমই শুনিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন হজ্জে যান এবং হারাম শরীফে পদার্পণ করেন তখন বড়ই আশ্চর্য্য সূত্রে তিনি এই বয়াত পড়িতেছিলেন।

کھای ہم اور کھای یہ نگہت گل
نسیم صبح تیری رہا نی

“কোথায় আমরা এবং কোথায় এই ফুলের সৌরভ, এইসব ভোরের হাওয়ার মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।”

বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের ঘরে পৌঁছে তখন তাহার সে কি অবস্থা হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কবির ভাষায়—
“মা” শব্দের দর্শন আশেক কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারে? তুর পাহাড়ে হজ্বরত মুছাও সহ্য করিতে পারেন নাই।

“হে দিল, আজ মিলনের রাত্রি, কাজেই যতটুকু সম্ভব মজা উড়াইয়া লও। যেহেতু কাল এই সুযোগ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবে।”

তারপর প্রেমিক হাজীগণ যেইসব ক্রিয়া কলাপ করে সেইসব যে কোন আইন কানুনের গতির বাহিরে। কখনও মাহবুবের ঘরের চারিদিকে চকর দিতে থাকে, কখনও দেওয়াল দরওয়াজা এবং চৌকাঠকে চুমা দিতে থাকে। আমার কখনও চোখে মুখে কপালে ঘরের ইটপাথর বা কাপড়ের আঁচল মলিতে থাকে।

তাওয়াক হাজরে আছওয়াদকে চুমা দিয়া শুরু করিতে হয়। হাদীছে পাকে উহাকে আল্লাহ পাকের হাতের সহিত তা'বীর করা হইয়াছে। উহাকে চুম্বন করা ঠিক যেন আল্লাহ পাকের হাতকে চুম্বন করা। দেওয়াল চৌকাঠ ইত্যাদিকে চুম্বন করা, কদমবুটি করা প্রেমিকদের স্বভাব ধর্ম। কবি বলেন—

وما حب الدنيا ر شغف قلبي
ولكن حب من سكن الدنيا
امر على الدنيا رد يا رليلى
اقبل ذا الجدار وذا الجدار

‘আমি যখন লায়লার শহরে যাই তখন কখনও এই দেওয়ালে আবার কখনও ঐ দেওয়ালে চুমা দিতে থাকি।’

হুজুরে পাক (ছঃ) হাজরে আছওয়াদে চুম্বন দিতে গিয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁট মোবারক রাখিয়া কাঁদিতে থাকেন। ওদিকে হুজুরত ওমরও পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। হুজুর এরশাদ করেন এইখানেই চোখের পানি বহাইতে হয়।

কা'বা গৃহের দেওয়ালের একটি বিশেষ অংশের নাম মোলতাজম। উহা বড়ই পবিত্র এবং বরকতের স্থান। উহা দোয়া কবুলের স্থান। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম ঐ স্থানকে জড়াইয়া ধরিতেন, আপন আপন চেহারাকে সেখানে মলিতেন।

তারপর ছাফা মারওয়ার দৌড় হইল পাগলামীর এক অত্যাশ্চর্য ও চরম নিদর্শন। উলঙ্গ মাথায় পায়জামা এবং কোর্তা বিহীন অর্ধ উলঙ্গ শরীরে এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে দৌড়াদৌড়ির এক আজব দৃশ্য। তছপরি ভোর বেলায় মক্কা শরীফ, রাত্রি বেলায় মিনা বাজার, পরের ভোরে আরাফাতের মরু প্রান্তর। সন্ধ্যা বেলায় মোজদালাফায় ভাগিয়া আসা। সকাল বেলায় আবার মিনায়। ছপূর বেলায় আবার

মক্কা শরীফে আগমন, সন্ধ্যা বেলায় পুনরায় মিনা বাজারে প্রস্থান, সে কি এক অপূর্ব ও আজব তামাশার দৃশ্য।

هے كد ائى مجھكو بہتر تھوے حسن و مشق كى
هم بهكارى ہوگے د ر د رھمى رلفا پڑا
ايك جا رھتے نہيں عاشق بد ذام كھيں
ن كھيں رات كھيں صبح كھيں شام كھيں

দুর্গাম প্রেমিক একটি স্থানে অবস্থান করেন। কোথাও দিনে; কোথাও রাত্রে, কোথাও ভোরে আবার কোথাও সন্ধ্যায়।

মিনায় শয়তানকে পাথর মারা প্রেম বাজারের পাগলামীর শেষ দৃশ্য। অর্থাৎ প্রেমিকের পাগলামী যখন চরমে পৌছে তখন সে আপন প্রেমিকাকে লাভ করিবার পথে যে কেহ প্রতিবন্ধক ও বাধা হইয়া দাঁড়ায় তাহাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর মারিতে থাকে।

সর্বশেষ লগ্নে কোরবানী করা যাহা প্রকৃতপক্ষে আপন জ্ঞানের কোরবানী ছিল, আল্লাহ পাক অশেষ মেহেরবানীর উছলায় উহাকে পশু কোরবানীর দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন। এবং ইহাই হইল এশ্ক ও মহব্বতের শেষ মনজিল। কবি বলেন—

موت هى سے كھلا ج د ر د فرقت هرتو هو
غسل ميت هى همارا غسل صحت هرتو هو

‘মৃত্যুর দ্বারা যদি বিচ্ছেদের চিকিৎসা হয় তবে তাহাই হউক। আর মৃত্যুর গোছল যদি আমার স্বাস্থ্যের গোছল হয় তবে তাহাই হউক।’

موت هى هے علاج ما شق ك

اس سے اچھى نہيں دوا كوئى

‘মৃত্যুই হইল আশেকের জন্য শেষ চিকিৎসা।

উহার চেয়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই।’

হুজুর যেই দৃশ্য এশ্ক ও মহব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উহার প্রতি সামান্য কিছুটা আলোকপাত করা গেল মাত্র। যাহার অন্তরে সামান্য কতটুকু ব্যথার বেদন লাগিয়াছে, পাগলামীর সামান্য কতটুকু অংশ যাহার ভাগ্যে বুটিয়াছে সে যখন আপন ব্যাথাতুর অন্তর নিয়া মাহবুবের দেশে গমন করিবে তখন সে এইসব ইশারার বর্ণিত ভাব সমূহকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিরাট দপ্তরও যথেষ্ট নয়

তহপরি মনের যে ভাবপূর্ণ জব্বা উহা কাজেও প্রকাশ করা যায় না।

در دل دور سے ہم تم کو سنا دیں کیوں کر
میں میں سے بھی دور سے میں کیوں کر

کاغذ تمام کلک تمام اور ہم تمام
پرد استان شوق ابھی نا تمام ہے

ভাজের মাধ্যম রাজনৈতিক হেকমত

উল্লেখিত দুইটি হেকমত ব্যতীত হুজ্বের মধ্যে বরং আল্লাহ পাকের যে কোন হুকুমের মধ্যে হাজার হাজার হেকমত গোপন থাকে যেখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যতই চিন্তা ফিকির করিবে ততই রহস্যাবলী উদ্ঘাটিত হইবে। হুজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ধরনের হেকমত আবিষ্কার করিয়াছেন।

তন্মধ্যে নমুনাধরূপ নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল :

(১) যে কোন রাজা-বাদশা আপন প্রজাদের বিভিন্ন তবকার লোক-দিগকে কমপক্ষে বাৎসরিক একবার একই স্থানে সমবেত করার একটা প্রবল আকাংখা দেখা যায়। হুজ্বের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

(২) মুছলমানদের উন্নতির ও তরক্কীর জন্ত বিভিন্ন দেশের ইছলামী চিন্তাবিদগণ যদি সমষ্টিগতভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে চায় তবে হুজ্বের মোশুমই উহা করিবার জন্ত উৎকৃষ্ট সময়।

(৩) ইছলামী মূলকসমূহের মধ্যে আপোসে একতা ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হুজ্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট সময় আর নাই।

(৪) যাহারা ভাষাবিদ বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সমঝোতা ও পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা একমাত্র হুজ্বের সময়ই আরবী; পার্সী, উর্দু, তুর্কী, হিন্দী, চীনা, পশতু ইংরেজী ভাষাভাষীদের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

(৫) সৈনিক জীবন যাহা ইছলামী জীবন ব্যবস্থার বিশেষত্ব, হুজ্বের ছকরেই উহা পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। লেবাছে পোশাকে চাল চলন ইত্যাদিতে উহা প্রকাশ পায়।

(৬) যাহারা পুঁজিবাদের বিরোধী এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং স্কীম সারা বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র

ইছলামের বুন্যাদী উছুল, নামাজ, রোজা, হুজ্ব এবং জাকাত। সেই সাম্যবাদ তথা সমাজবাদের আসল উদ্দেশ্যকে নেহায়েত সার্থকতার সহিত প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে।

(৭) সারা বিশ্ব রাজনীতিতে উঁচু নীচু ভেদাভেদজনিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হুজ্ব একটি সার্থক এবং চাক্ষুষ আমল যেহেতু আমীর-গরীব, বাদশাহ-ককীর, হিন্দী আরবী, তুর্কী চীনা ইত্যাদি মানবজাতি একই অবস্থায়, একই বেশভূষায়, একই আমলে, বেশ কিছু সময়ের জন্য একত্রে জীবন যাপন করে।

(৮) জাতীয় সপ্তাহ পালন করিবার জন্য মানুষ কত ব্যবস্থা কত শত প্রচার এবং খরচপত্র করে। কিন্তু মুছলমানদের জন্য ছিলহুজ্বের প্রথম পনের দিন জাতীয় সপ্তাহ পালনের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যারজন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা বা প্রোপাগান্ডার প্রয়োজনও করে না।

(৯) সারা বিশ্ব মুছলিমের ভ্রাতৃত্ব সৌহাদ, ভালবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কায়ম করার জন্য হুজ্বই হইল একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ।

(১০) যাহারা ইছলামের প্রচার ও তাবলীগ করার উৎসাহী তাহারা হুজ্বের সময় খুব গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হইবে। স্থানীয় লোকদের উচিত বহিরাগতদের প্রকৃত গুরুত্ব মেহমানদারী হইল তাহাদের মধ্যে দ্বীনী জব্বা এবং উৎসাহ পয়দা করা এবং তাহাদের ধর্মীয় দুর্বলতাকে দূর করা, আর বহিরাগতদের উচিত তাহারা যেন স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সাহায্য উহাকেই মনে করে যদ্বারা দ্বীনের তরক্কী হয়। এইভাবে সারা বিশ্বে নূতনভাবে দ্বীন চমকিয়া উঠিতে পারে।

(১১) ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে প্রয়োজনের তাকীদের পারস্পরিক সহ অবস্থান ও সহযোগিতার এক অপূর্ব সুযোগ একমাত্র হুজ্বের ছকরেই হইয়া থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতার ধাপ ছাড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

(১২) মুছলমানদের এজ্জতেমা এবং সম্মেলন যখন সম্মিলিতভাবে দোয়া এবং কান্নাকাটির রূপ ধারণ করে তখন আল্লাহ রহমতকে আকর্ষণ করিবার জন্য উহা সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়। আরাফাতের ময়দান উহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

(১৩) পুরানো ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের হেফাজত এবং দর্শন বিশেষ করিয়া আশিয়ায়ে কেদামগনের স্মৃতিসমূহ স্বচক্ষে দর্শনের জন্য হুজ্বের ছকরেই হইল অপূর্ব ব্যবস্থা।

(১৪) সামাজিক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সারা বিশ্বের খোজ খবর নিবার জন্য হজ্বের চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নাই। যেহেতু যে কোন দেশের শিল্প কলা, আবিষ্কার উৎপন্ন দ্রব্যের এক অভাবনীয় সমাবেশ একমাত্র হজ্বের মৌসুমের হইয়া থাকে।

(২৫) ধর্মীয় এলিম ও হেকমত শিখিবার এবং জানিবার অতবড় সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কেননা ছুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আলেম, জ্ঞানী, গুণীদের হজ্বের ছফরেই হইয়া থাকে অপূর্ব সমাবেশ।

(১৬) সারা জাহানের অলী আবদাল গাওছ বুতুবের এক বিরাট অংশ প্রতি বৎসর হজ্ব আগমন করিয়া থাকেন। তাহাদের ফয়েজ ও বরকত হইতে কয়েদা হাছিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়।

(১৭) আল্লাহ পাকের মা'ছুম ফেরেশতা যাহারা সবসময় আরশের চতুর্দিকে তওয়াফ করিতে থাকে বয়তুল্লাহর তওয়াফকারীদের সহিত তাহাদের মিল হইয়া যায়, আর হাদীছে বর্ণিত আছে, যার যাহার সহিত মিল হইবে তাকে তাহার মধ্যেই গণ্য করা হইবে। কাজেই যেন ফেরেশতা-গণ এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর নাকরমানী করেনা, তাই তাদের মধ্যে গণ্য হওয়া সহজ সৌভাগ্যের কথা নয়।

(১৮) পূর্ববর্তী উল্লিখিত বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ করাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিত, উহার পরিবর্তে এই উল্লিখিত আল্লাহ পাক হজ্বের ছফর দান করিয়াছেন। যেখানে যাবতীয় সাজ-সজ্জা এবং বিবির সহিত সহবাস ত ছবের কথা উহার আলোচনাও বর্জন করিতে হয়? কি চমৎকার প্রতিদান।

(১৯) সারা বিশ্বে দ্রাতি ধর্ম নিবিশেষ আবহমান কাল হইতে দেশে দেশে ক্ষতিতে ক্ষতিতে বাৎসরিক মেলায় ব্যবস্থা থাকে। উহার জন্য সারা বৎসর আয়োজন চলিতে থাকে। পবিত্র ইছলাম ধর্ম উহার পরিবর্তে হজ্বের ছফর দান করিয়াছে যেখানে নাচগান খেল তামাশার সামগ্রীর পরিবর্তে তওহীদ এবং এশকে এলাহীর খেল তামাশা হইয়া থাকে।

(২০) হজ্ব ঐ পবিত্র ভূমি সমূহের জেরারতের ব্যবস্থা যেখানে লক্ষ লক্ষ আশেপাশে এলাহী মাথা ঠুকিয়া আপন জান কোরবান করিয়া দিয়াছেন।

(২১) হজ্ব একদিকে নিজের চরিত্র গঠনের অপূর্ব সুযোগ, অতীকে আবহাওয়ার পরিবর্তনে সুস্থতার সহায়ক। হাদীছে বর্ণিত আছে 'হফর কর আশু ভাল হইয়া যাইবে।'

(২২) হজ্ব ঐ এবাদতের স্মৃতিকে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা যাহা বাবা আদম হইতে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসীদের অন্তরে চিরকালই মর্যাদাবান।

(২৩) ইছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানগণ খুবই দুর্বল এবং হীন-অবস্থায় থাকিয়া অপরিণীম দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল এবং ছফর ও ধৈর্যের চরম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে মক্কা বিজয়ের পর কিতাবে তাহারা উদারতার সহিত শত্রুদেরকে ক্ষমা করিয়া উন্নত আখলাকের সাহায্যে বিশ্ব বিজয়ীর যশ অর্জন করিয়া ছুনিয়ার কোণে কোণে ইছলামের আলো পৌছাইয়াছিল। হজ্বের ছফরে সেই মহামানবদের কেন্দ্রস্থল মহানগরী মক্কা এবং মদীনার জেরারতে পুরানো স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

(২৪) নবীয়ে করীম (ছ:) এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী। দীর্ঘ তিপ্রায় বৎসর তিনি বহু ঘাত প্রতিঘাত এবং অমুকুল ও অতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সেখানে কাটাইয়াছেন। আবার মদীনা হইল তাহার হিজরতের কেন্দ্রস্থল, সেখানে তাহার মাজার অবস্থিত। ইছলামের অধিকাংশ হুকুম আহকাম সেখানে অবতীর্ণ হয়। হজ্বের ছফরে ঐ দুই শহরের জিয়ারতে হজুরের জমানার প্রত্যেকটি ঘটনাকেই জাগাইয়া তোলে।

(২৫) ইছলামের কেন্দ্রভূমির শক্তি বৃদ্ধি এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদের সাহায্য সহযোগিতার স্পৃহা হজ্বের ছফরে অন্তরে জাগরুক হয় এবং ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘ দিন যাবত উহা অন্তরে থাকিয়া যায়।

নমুনাধরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি হেকমতের দিকে ইশারা করা গেল। চিন্তা ফিকির করিলে আরও অনেক রহস্য উৎঘাটিত হইবে। তবে হজ্বের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর সহিত সম্পর্ক বাড়ানো এবং ছুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে সারাইয়া ছুনিয়ার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়া। পরিণেবে একটি কেছা বর্ণনা করিয়া এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাইতেছি।

কেছা : শায়খুল মাশারেক হজরত শিবলী (রঃ)-এর জনৈক মুরীদ হজ্ব করিয়া যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

তুমি হজ্বের জন্য পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলে? মুরীদ বলিল হ্যাঁ আমি পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন, তার সঙ্গে কি তুমি জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত হজ্বের শানের খেলাফ যাবতীয় কর্কশলাপ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছ? আমি বলিলাম, না; আমি ত এইরূপ সংকল্প করিনাই। তিনি বলিলেন

তবে ত তুমি হুজের জন্য প্রতিজ্ঞাই কর নাই।

তারপর হুজরত শায়েখ বলিলেন, তুমি কি এহুলামের সময় শরীরের যাবতীয় কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছিলে? আমি বলিলাম জীহঁ। খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে বিসর্জন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, কই দেই নাই ত; তিনি বলিলেন, তবে তুমি কাপড়ই বা কি খুলিয়াছিলে?

তিনি বলিলেন, তুমি কি পাক-ছাক হইয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় পাক ছাক হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যাবতীয় অনায়াস ও গহিত কাজ হইতে পবিত্র হইয়াছিলে বলিয়া মনে হইয়াছিল? আমি বলিলাম এমনটা ত হয় নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি পবিত্রতাই বা কি হাছেল করিয়াছ?

হুজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি লাক্ষ্যয়েক পড়িয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম জী-হঁ। লাক্ষ্যয়েক পড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে লাক্ষ্যয়েকের কোন উত্তর পাইয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আমি ত কোন উত্তর পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কি লাক্ষ্যয়েক বলিয়াছ?

হুজরত শিবলী (রঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হারাম শরীকে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হঁ। প্রবেশ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি তুমি যাবতীয় হারাম কাজ চিরকালের জন্য না করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এইরূপ ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি হারামেই প্রবেশ কর নাই।

হুজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি মক্কা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তবে কি তুমি অন্য জগতের জিয়ারত লাভ করিয়াছ? আমি বলিলাম কোথায় আমি ত কোন জগতের সন্ধান পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মক্কার জিয়ারতই কর নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ অনুভব করিয়াছ? আমি বলিলাম, কই না-ত সেইরূপ কোন অনুভব ত হয় নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি কা'বা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তথায় এমন জিনিস তোমার নজরে আসিয়াছে যার জন্য তুমি হুজর করিয়াছ? আমি বলিলাম আমার ত কিছুই নজরে আসে নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কা'বা শরীফকে দেখিতেই পাও নাই।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি কি তাওয়াক্কুফের মধ্যে রমল করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হঁ। করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেই ভাগিবার সময় তুমি কি হুনিয়া হইতে ভাগিতেছ বলিয়া কিছু অনুভব হইল। বলিলাম না, হুজর। কিছুই ত হইল না। তিনি বলিলেন তবে তুমি রমলও বর নাই।

পুনরায় তিনি বলিলেন তুমি কি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিয়া চুম্বন করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হঁ। করিয়াছিলাম। তিনি ভয়ে জড়মড় হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন ‘তোমার সর্বনাশ হউক’ তুমি কি জান যেই ব্যক্তি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিল সে যেন আল্লাহতায়ালার সহিত মোছাকাফা করিল। আর যে আল্লাহর সহিত মোছাকাফা করিল সে যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্তি পাইয়া গেল। আচ্ছা মুক্তির কোন চিহ্ন কি তোমার নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম আমার উপর ত মুক্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তিনি বলিলেন তবে ত তুমি হাজরে আছওয়াদে হাতই রাখ নাই।

অতঃপর তিনি করমাইলেন—তুমি কি মোকামে ইব্রাহীমে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হঁ। পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি কি তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিরাট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মর্যাদার হুক আদায় করিয়াছিলে? আমি বলিলাম কিছুই ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে ত তুমি মোকামে ইব্রাহীমে কোন নামাজই পড় নাই।

অতঃপর হুজরত শায়েখ বলিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়ায় নোড়ের জন্য ছাফা পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম হঁ। উঠিয়াছি। তিনি বলিলেন তখন কি করিয়াছিলে? আমি বলিলাম সাতবার তাকবীর বলিয়াছি। তিনি করমাইলেন তোমার তাকবীরের সহিত কি ফেরেশতাগণও তাকবীর বলিয়াছিল এবং তাকবীরের হাকীকত কিছু অনুভব হইয়াছিল কি? আমি আরজ করিলাম কিছুই হয় নাই। তিনি

বলিলেন তবে তুমি তাকবীরই ত বল নাই।

তিনি আবার বলিলেন ছাফা পাহাড় হইতে নীচে অবতরণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছি। শায়েখ বলিলেন সেই সময় যাবতীয় রোগ ছর হইয়া তোমার মধ্যে কি পবিত্রতা আসিয়াছিল? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন তবে ত তোমার ছাফা পাহাড়ে উঠা নামা কিছুই হয় নাই।

হুজরত শায়েখ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হাঁ দৌড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাখলুক হইতে ভাগিয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছিলে? আমি বলিলাম কই পৌঁছি নাই ত। হুজরত বলিলেন তবে তোমার দৌড়ই হয় নাই। অতঃপর বলিলেন তুমি কি মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি বলিলাম উঠিয়াছিলাম। শায়েখ বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর কোনছকীনা অবতীর্ণ হইয়াছিল? আমি বলিলাম কই না ত। তিনি বলিলেন তবে তুমি মারওয়া পাহাড়েই উঠ নাই।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি মিনা গিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ গিয়াছি। শায়েখ বলিলেন—সেখানে কি গোনাহের সহিত নয় এমন জ্বরদস্ত আশা পোষণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এমন আশা ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মিনাতেই যাও নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলে তুমি কি মসজিদে খায়েফে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর আল্লাহর তর-এত বেশী সঞ্চার হইয়াছিল যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। আমি বলিলাম এমনটাত হয় নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মসজিদে খায়েফেই প্রবেশ কর নাই।

অতঃপর শায়েখ শিবলী বলেন তুমি কি আরাফাতের ময়দানে হাজির হইয়াছ? আমি বলিলাম জী হুজুর হাজির হইয়াছি। তিনি বলিলেন আচ্ছা সেখানে গিয়া তুমি কি এই জিনিসকে চিনিতে পারিয়াছ—যে ছনিয়াতে কেন আসিয়াছ এবং কি করিতেছ আর কোথায় যাইতেছ। আরজ করিলাম না চিনি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি আরাফাতেই যাও নাই। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি মোজদালাকায় গিয়াছিলে? বলিলাম গিয়াছি হুজুর বলিলেন সেখানে গিয়া আল্লাহর জিকির এমন ভাবে করিয়াছিলে যে, মন হইতে তখন অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা মুছিয়া

গিয়াছে? আরজ করিলাম এই রকম জিকির ত হয় নাই। বলিলেন তবে তুমি মোজদালাকায় কি গিয়াছ? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন মিনায় গিয়া কি কোরবানী করিয়াছিলে? বলিলাম জী হাঁ করিয়াছি। বলিলেন সেই সময় কি আপন নক্‌ছকে কোরবানী দিয়াছিলে? বলিলাম না হুজুর করি নাই ত। এরশাদ করিলেন তবে তুমি কোরবানীই ত কর নাই। আবার বলিলেন শয়তানকে পাথর মারিয়াছিলে? বলিলাম, মারিয়াছি। বলিলেন প্রত্যেক পাথর টুকরার সহিত নিজের পুরানো মুখতা ছর হইয়া নূতন কোন এলেমের সন্ধান পাইয়াছ কি? আমি বলিলাম কই পাই নাই-ত। বলিলেন আচ্ছা তাওয়াফে জিয়ারত করিয়াছ কি? বলিলাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন আল্লাহর তরফ হইতে তোমার কোন ইজ্জত সম্মান করা হইয়াছিল কি? কেননা হাদীছে বর্ণিত আছে, হুজ্ব এবং ওমরা করিলে যেন আল্লাহর সহিত জিয়ারত হয় আর যে আল্লাহর সহিত জিয়ারত করে তাহার সম্মান ও একরাম করা হয়। বলিলাম আমি ত কিছুই অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি তাওয়াফে জিয়ারতই কর নাই। পুনরায় বলিলেন তুমি এহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছিলে? আমি বলিলাম হইয়াছি। বলিলেন তখন কি অজীবন হালাল উপাধীন করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আরজ করিলাম, না। তিনি বলিলেন তবে তুমি হালাল হও নাই। পুনরায় বলিলেন, তাওয়াফুল বেদা (বিদায়ী তাওয়াফ) করিয়াছিলে? আরজ করিলাম জী হুজুর করিয়াছি। তিনি করমাইলেন, তখন কি নিজের শরীর এবং মন সব কিছুকে পুরাপুরি বিদায় দিয়াছিলে? আমি বলিলাম না এমন ত করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি তাওয়াফে বেদা ই কর নাই।

তারপর হুজরত শায়েখ শিবলী রহমাতুল্লাহু আলাইহে মুরীদকে বলেন, যাও বাবা আবার হুজ্ব করিয়া আস এবং আমি যেই ভাবে বিস্তারিত তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ঠিক সেই ভাবে তুমি হুজ্ব করিয়া আস।

এত বড় লম্বা কেছা এই জন্য বর্ণনা করা গেল যে ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে আহলে দিল এবং মারেকতওয়ালারা কিভাবে হুজ্ব করিতেন। আল্লাহ পাক আপন লুফ ও মেহেরবানীর দ্বারা এই ভাবে হুজ্ব করিবার সৌভাগ্য এই অবশ্যকে দান করুন। আমীন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজুর আদব সমূহ

হজ্বের হুজুর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারা জীবনে একবারই মাত্র হইয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করিতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত সাবজ্ঞানী হইতে কিতাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং উহা বার বার পাঠ করিয়া প্রস্তুতি নেওয়া। ইহাতে সামান্য অবহেলার দরুন জীবনের এই একবার মাত্র করণীয় ফরজও নষ্ট হইবে না আর মোটা অংকের টাকারও অপচয় হইবে না। এই যোগ্যক ছকরের যাবতীয় আদব লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই এখানে সংক্ষেপে কিছুটা অতীব প্রয়োজনীয় আদবের উল্লেখ করা গেল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন—

“এবং যখন তোমরা হজ্জে এরাদা করিবে তখন যাবতীয় খরচপত্র সঙ্গে লইয়া লও। কেননা সবচেয়ে বড় পরহেজগারী হইল ভিক্ষা করা হজ্জে নিজে কক্ষ করা।

এই আয়াত শরীফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজ খরচ পত্রের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহা হইলে হজ্জে যাইবার যাবতীয় খরচ সঙ্গে লইতে হইবে। কেননা শুধু তাওয়াক্কুল করিয়া রওয়ানা হওয়া সকলের কাজ নহে। হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন কোন লোক আল্লার উপর ভরসা করিয়া হজ্জে রওয়ানা হইত অথচ সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিত, তাহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে কোন কোন লোক পথের সামগ্রী ব্যতীতই হজ্জে রওয়ানা হইত এবং বলিত যে, আমরা হজ্জে যাইতেছি আল্লাহ পাক কি আমাদের দিগকে ঋণগ্রহীত করেন না? তাহার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যাবতীয় খরচ পত্র লইয়া হজ্জে যাইবে বরং উৎকৃষ্ট পাথের হইল জন সম্মুখে আপন চেহারাকে বেইজ্জত না করা। অর্থাৎ ভিক্ষা না করা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তাওয়াক্কুল অনেক উচ্চ পর্যায়ের গুণ তবে মনে রাখিবে উহা কোন মুখে দাবী করার বস্তু নহে। বরং যাহার অন্তর আপন পকেটের পরসার চেয়ে আল্লার ভাণ্ডারের উপর অধিক আস্থাশীল

তাহার জন্যই তাওয়াক্কুল করা শোভা পায়। আর যে এই পর্যায়ে পৌছিতে পারে নাই তাহার জন্য শোভা পায় না। এখানে দুইটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবুকের যুদ্ধে হজুরে পাক (ছ:) যখন চাঁদা দেওয়ার জন্য ছাহাবীদিগকে উৎসাহ দিলেন তখন হজুরত আবু বকর ছিদ্বীক তাহার সর্বস্ব আনিয়া হজুরের পদতলে রাখিলেন এবং হজুর ইহা কবুল করিলেন। অপর এক ব্যক্তি ডিমের মত একটা স্বর্ণের টুকরা আনিয়া খেদমতে পেশ করিয়া আরজ করিল, ইহা দান করা হইল। আমার নিকট ইহা বাতীত আর কিছুই নাই। হজুর সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অপরদিক হইতে সামনে গিয়া আবার আরজ করিল। এইভাবে হজুর মুখ ফিরাইতে থাকেন আর বারংবার লোকটিও আরজ করিতে থাকে অবশেষে চতুর্থবার হজুর উহা হাতে লইয়া এতজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, লোকটার গায়ে লাগে নাই নচেৎ সে জখম হইয়া যাইত। অতঃপর হজুর এরশাদ করেন যে, কোন কোন লোক প্রথমেই সব কিছু ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের নিকট ভিক্ষার হাত বাড়াইয়া দেয়।

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَضَعُ رَجُلُهُ فِي الْغُرَزِ فَنَادَى لِبَيْكَ اللَّهُمَّ لِبَيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لِبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادَكَ حلالاً وَرَأَى حِلَّتَكَ حلالاً وَحُجَّكَ مَبْرُورًا غَيْرَ مَا زُورًا إِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الطَّيِّبَةِ فَوَضَعَ رَجُلُهُ فِي الْغُرَزِ فَنَادَى لِبَيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لِبَيْكَ لَا سَعْدَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادَكَ حراماً وَنَفَقَتَكَ حراماً وَحُجَّكَ زُورًا غَيْرَ مَبْرُورٍ - (طبرانی)

“হজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন যখন হাজী হালাল মাল লইয়া হজ্জ করিতে বাহির হয় এবং ছওয়ারীতে পা রাখিয়া লাক্ষ্যেরক বলে তখন আকাশ হইতে জ্বনৈক গোষণকারী ঘোষণা করে যে, হে ভাগ্যবান। তোমার লাক্ষ্যেরক কবুল হইয়াছে তোমার খরচও হালাল তোমার ছওয়ারীও হালাল এবং তোমার উপর কোন বিপদও নাই। আর মানুষ যখন হারাম মাল নিয়া হজ্জে রওয়ানা হয় ও গাড়ী ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া লাক্ষ্যেরক বলে তখন আছমান হইতে ফেরেশতা বলে তোমার লাক্ষ্যেরক কবুল হয় নাই যেহেতু তোমার পাথেয় হারাম তোমার ছওয়ারী হারাম তোমার হজ্জ কবুল হয় নাই বরং গোনাহের কারণ।”

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, যে হারাম উপার্জন নিয়া হজ্জে যার হজ্জকে লেপ্টাইয়া তাহার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যত্র আছে তুমি

ধিপদের স্তম্ভবাদ লইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন কর। হাদীছে আসিয়াছে হযরত মুহা (আঃ) যখন হজ্ব করিতে যান। ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িবার সময় আকাশ হইতে শব্দ শুনিতে পান লাঝ্বায়েকা আবদী, আনা সাম্রাকা। অর্থাৎ হে আমার বান্দা তোমার লাঝ্বায়েক কবুল, আমি তোমার সাথে আছি। হজরত জয়হুল আবেদীন যখন এহরাম বাঁধিয়া লাঝ্বায়েক বলিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যায় চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং লাঝ্বায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে লাঝ্বায়েক বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি লা লাঝ্বায়েক উত্তর আসে তখন আমার কি উপার হইবে ?

ককীহুগা লিখিয়াছেন মালের মধ্যে ক্রটি হইলে ফরজ হজ্ব আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু উহা কবুল হইবে না এবং হারাম উপার্জনের পাপ বিভিন্নভাবে তাহার মাথার উপর থাকিবে। এই ব্যাপারে আমরা বড়ই অলসতা করিয়া থাকি এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের বলে অন্যের হক বা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া লই। এবং অনেক সময় এমন অহঙ্কারেও করিয়া থাকি যে কার শক্তি অর্থাৎ আমার নিশ্চয় হক চাহিতে পারে অথবা কোন অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবে কাল কেয়ামতের দিন কাহারও কোন জাড়া জুড়ি বা শক্তিমত্তার বড়াই চলিবে না। এক দানেক অর্থাৎ মাত্র দুই পয়সা পরিমাণ হকের জন্ত সাত শত কবুল হওয়া নামাজ হকদারকে আদায় করিয়া দিতে হইবে। অথচ এতগুলি মাকবুল নামাজ হযরতঃ আমাদের কাহারও আমলনামায় জমাও আছে কিনা সন্দেহ। হজ্জের পাক (হঃ) একবার বলেন তোমরা কি জান যে গরীব কে ? ছাহাবারা বলিলেন, হজ্জর যাহার নিকট টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদ নাই আমরা তাহাকেই ত গরীব বলিয়া থাকি। দয়ার নবী বলেন, না; গরীব ত এই ব্যক্তি যে এতটুকু পরিমাণ নামাজ, রোজা, হদকা, খয়রাত ইত্যাদি নিয়া কেয়ামতের দিন হাজির হইবে। কিন্তু হুনিয়াতে কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছিল, কাহারও মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিল, আর কাহাকেও মারিয়াছিল, কেয়ামতের দিন ইহারা সকলেই তাহার নেকীসমূহ বন্টন করিয়া লইয়া যাইবে। নেকী শেষ হইবার পর হকদারদের পাপসমূহ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হজ্জর অনাত্র বলেন একের উপর অন্যের হক থাকিলেই চাই উহা মানইজ্জত নষ্ট করার ব্যাপারে হটক বা অন্য কোন ব্যাপারে হটক সে যেন হুনিয়াতেই মাক করাইয়া জয়। এইদিন আসার পূর্বে যেদিন লোকের হাতে কোন টাকা পয়সা থাকিবে না, যদি কোন নেক আমল থাকে তবে উহা দ্বারা জুলুমের প্রতিদান প্রদায় করিয়া দেওয়া হইবে। আর নেক আমল না থাকিলে মাজলুমের গোনাহ জ্বালেমের মাথায় চাপিয়া দেওয়া হইবে। অন্য হাদীছে আছে—যে ব্যক্তি অন্যের অর্থহাত জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সেই জমি সাত তবক নীচের জমীন পর্যন্ত তাহার গলায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

একদিন হজ্জুরে আবরাম (হঃ) সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়িতেছিলেন তখন হজ্জুরের সামনে বেহেশত ও দোজখের হাল প্রকাশ হইয়া যায়। হজ্জুর জাহান্নামের মধ্যে দেখিলেন একটি মেয়েলোককে আজাব দেওয়া হইতেছে। শুধু এই জন্য যে সে একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং উহার খাবারের ব্যাপারে সে ক্রটি করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাকে খোরাকীও দেয় নাই আর স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়াও দেয় নাই। (মেশকাত)

একটি হাদীছে হজ্জুরে পাক এরশাদ করেন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম এই ব্যক্তি যে অপরের হুনিয়া বানাইবার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ কেহ কাহারও উপর জুলুম করিল, আর আশনি বন্ধুত্বের খাতির জ্বালেমের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহাতে জ্বালেমের এখানে কিছু উপকার হইল সত্য কিন্তু জানিনে আপনার আখেরাত বরবাদ হইয়া গেল। কাজেই মৃত্যুর পূর্বেই এইরকম গহিত কাজ হইতে বাঁচিবার ফিকির করুন। বিশেষতঃ হজ্জের ছফরে যাইবার সময় এইসব বস্তু হইতে পবিত্র হইয়া লউন। কেননা লম্বা ছফর, ফিরিয়া নাও আসিতে পারেন।

(২) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل ألفتى يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعة وبصرة ولسان غفولة - (رواه أحمد)

হজরত আবুনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, আরাফাতের দিন একটা যুবক ছেলে হজ্জুরের সাথে ছওয়ার ছিলেন। তাহার দৃষ্টি মেয়েদের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। হজ্জুর (হঃ) এরশাদ করিলেন, ভ্রাতৃপুত্র আজ এমন একটি দিন যেই ব্যক্তি এই দিনে আপন চোখ, কান এবং

জ্বানের হেফাজত করিতে পারিবে তাহার কমা অনিবার্য। হুজুর আরও এরশাদ করেন, কোন বেগানা জীলোকের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িয়া গেলে যদি সঙ্গে সঙ্গে নজর ফিরাইয়া লয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন এবাদতের সৌভাগ্য দান করিবেন যাহার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করিবে। অথু হাদীছে আছে কোন ব্যক্তি যদি বেগানা মেয়েলোকের সহিত একাকী কোন ঘরে থাকে তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান উপস্থিত হয়। (মেশকাত)

হুজুর ছফরে মেয়েরা না-মহরম পুরুষদের সহিত প্রায়ই ছফর করিয়া থাকে এবং অনেক সময় মহরমের সহিত হইলেও একাকী ঘরে থাকিতে হয়। কাজেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন এরূপ সুযোগই না আসে।

জৈনক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া অরজ করিল হুজুর অমুক যুদ্ধে যাইবার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং আমার জী হুজ্ব যাইতেছে। হুজুর এরশাদ করেন 'যাও তোমার জীর সহিত হুজ্ব করিয়া আন।' এখানে যেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকেও বিবির সহিত হুজ্ব করার জন্য পিছাইয়া দেওয়া হয়।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মেয়েলোক ঘর হইতে বাহির হওয়া না হই একটি শয়তান তাহার সহিত লাগিয়া যায়। তাহাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য এবং অন্য লোককে তাহার দিকে খায়েশের নজরে দেখিবার জন্য সে সবসময় তাক লাগিয়া থাকে। অতএব ছফরে মহরম সঙ্গে থাকা নেহায়েত জরুরী।

হুজুর আকরাম (ছ:) নিজের স্থানে অন্য মেয়েলোকের কাছে যাইতে নিষেধ করেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যদি দেবর হয় অর্থাৎ স্বামীর ভাই। হুজুর বলেন দেবরও মৃত্যুর সমুদ্র, অত্যধিক আনাগোনার দরুন সেখানে ত বিপদের আশংকা বেশী। হাদীছে কান চোখ ইত্যাদিকে হেফাজত করার নির্দেশ আসিয়াছে। উহার অর্থ শুধু না-মোহরমকে দেখা বা তার আওয়াজ শুনা নয় বরং গীবত ছোগলখুরী গান-বাজনা ইত্যাদি দেখা বা শুনাও উহার মধ্যে শামিল।

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعْمُ النَّفْلُ فَنَقَامُ الْخُرْدِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحُجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّحْجُ - (مشكوة)

জৈনক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হাজীদের কি শান হওয়া

উচিত? হুজুর বলেন ময়লা যুক্ত কাপড় এবং পেরেশান চুল হইবে। আবার কেহ জিজ্ঞাসা করিল উত্তম হুজুর আলামত কি? হুজুর বলেন যেই হুজ্ব বেশী বেশী লাকবায়েক বলা হয় বেশী বেশী কোরবানী করা হয়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হাজীর শান হইল এলোমেলো চুল হওয়া এবং ময়লাযুক্ত কাপড় হওয়া। জাহেরী চাকচিক্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কেননা প্রেমিকের এসব জিনিসের প্রয়োজনই বা কি?

এক সময় জিলহুজের আট কি নয় তারিখ। হুজুরত মাফলানা ছৈরুদ হোছায়েন আহমদ মদনী (র:) আমার এখানে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি হুজুরতের সামনে আতরের নিশি পেশ করিলাম। তিনি কিছুটা আতর লইয়া এবং ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন আজ প্রেমিক-গণকে আতর ব্যবহার হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীক্ষমান হয় যে এশকের আগুনে যাহাদের অন্তর দগ্ধ তাহারা মক্কা শরীফ হইতে অনেক দূরে থাকিলেও কল্পনার লক্ষ্যত অনুভব করিতে থাকে। আমি আমার বাবাভানকে দেখিয়াছি জিলহুজের প্রথমদিকে তাহার জ্বান হইতে প্রায়ই লাকবায়েক শব্দ বাহির হইয়া যাইত।

হাদীছের দ্বিতীয় বিষয় হইল লাকবায়েক জোরে জোরে বলা। হুজুরত জিলারাজিল প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাকের এরশাদ শুনাইলেন যে, আপনি আপনার সাথীদেরকে বলুন তাহারা যেন জোরে লাকবায়েক বলে। কেননা উহা হুজুর চিহ্ন।

তৃতীয় বিষয় হইল বেশী বেশী করিয়া কোরবানী করা। অবশ্য নেছাবের মালিক না হইলে কোরবানী করা যাজ্জব নহে, নফল মাত্র। কিন্তু হুজুর সময় উহার ঈর্ষাদা অনেক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং নবীয়ে করীম (ছ:) হুজুর মধ্যে একশত উট কোরবানী করেন এবং বলেন এই কোরবানী হুজুরত ইব্রাহীমের চুহুত। কোরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী লেখা হয়। জবেহ করার সময় প্রথম রক্ত ফোটাতেই কোরবানী করেন ওয়ালার মাবতীর গুনাহ মাফ হইয়া যায়। কেহাযতের দিন জানোয়ারের মাবতীর গোস্ত রক্তসহ পেশ করা হইবে এবং সত্তরগুণ বেশী ওজন করিয়া যিহাজনের পাচায় রাখা হইবে। হুজুর (ছ:) নিজের ও উম্মতের তরফ হইতে কোরবানী করেন। তাই উম্মতেরও উচিত যেন হুজুরের তরফ হইতে কোরবানী করেন। হুজুরত আলী সব সময়

হজুরের পক্ষ হইতে একটা করিয়া ছাগল কোরবানী করিতেন এবং বলিতেন যে হজুর আমাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কাজেই সব সময় ইহা আমি করিতে থাকিব। বাস্তবিকই কোরবানী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় বস্তু। আল্লাহর প্রিয় নবী ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে বড়ই আরজু করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। সেই আদরের ছাল ইদ্রমাইল যখন সবেমাত্র চলাফেরার উপযুক্ত হইলেন তঁাহাকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন। বাপ-বেটা এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশও করিলেন বটে। ছেলের অনুমতি পাইয়া তিনি তীক্ষ্ণ ছুরি পুত্রের গলায় বসাইয়া দিলেন। ওদিক হইতে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত করিয়া ঘোষণা করা হইল “কাদ ছাদ্দাকতার রুইয়া “হে বন্ধু ইব্রাহীম! স্বপ্নকে তুমি সত্য পরিণত করাইয়া দেখা লে।” অবশেষে ছানোয়ার কোরবানী দ্বারা আশেক মা'ন্তকের নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং কেশ্যামত পর্যন্ত প্রতিবৎসর সেই তারিখে সেই নাটকের অভিনয়কে তাজা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। তাই আজও প্রেমিকগণ শ্রুতপক্ষে পশু জবেহ করিবার সময় নিজের নফহ বরং আওলাদ ফরজন্দকে খোদার রাহে কোরবানী করিতেছেন মনে করিতে হইবে।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত আদব সমূহ

শরীয়তের যাবতীয় ছকুমের সাথে সাথে কতকগুলি আদাবও নির্দিষ্ট রহিয়াছে। নামাজ হউক, বা রোজা হউক বা হজ্ব হউক, প্রত্যেকটার মধ্যে আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) তাফহীরে আজীজীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

من تھا ون با لا داب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون
بالسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض
عوقب بحرمان المعرفة -

“যেই ব্যক্তি আদবের মধ্যে অলসতা করে সে ছন্নত ছাড়িয়া দেওয়ার মজিবতে পতিত হয় আর যে ব্যক্তি ছন্নতে অলসতা করে সে ফরজ ছাড়িয়া দিবার বিপদে প্রোত্তার হয়। আর যে ফরজে অলসতা করে সে আল্লাহর মারফত হইতে বঞ্চিত হয়।

এই জনাই কোন কোন বিষয়ে অলসতা করিলে শরীয়তে কুফুরের সীমা

পর্যন্ত পেঁছে বলিয়া উল্লেখ আছে। এতএব শরীয়তের যে কোন ছোট ছোট আদব মোস্তাহাবের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। ওজর বশতঃ না করিতে পারিলে ভিন্ন কথা। কিন্তু উহার মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্তরে থাকিবে। অবহেলা করিয়া অথবা ক্রুদ্ধ মনে করিয়া কখনও উহা ত্যাগ করিবে না। ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের আহকামের আদব এবং মোস্তাহাব সমূহ নেহায়েত গুরুত্ব সহকারে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত করিয়াছেন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হজ্বের কতগুলি আদাব নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) আল্লাহ পাক যদি কোন ভাগ্যবানকে হজ্বের তওফীক দান করেন, চাই ফরজ হজ্ব হউক অথবা নফল হজ্বের আছবাব পয়দা করিয়া হউক, তাহার উচিত সে যেন খুা শীঘ্র আপন কর্তব্যকে সম্পাদন করিয়া লয়। কারণ হজ্বের ব্যাপারে শয়তান এমন সব অবাস্তব ওজর আপত্তি উপস্থিত করে যদ্বারা মানুষ স্বভাবতই উহাকে টালবাহানা করিয়া পিছাইতে থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক শয়তানের প্রতিজ্ঞা নকল করিতেছে।

قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم
لا تينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن ايماهم وعن
شما ثلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين -

“শয়তান বলিল হে খোদা! যাহার কারণে আপনি আমাকে গোমরাহ করিয়াছেন, আমি কছম খাইয়া বলিতেছি আমি তাদের সোজা পথের মাঝ-
খানে বলিয়া যাইব তাগপর আমি তাদের চতুর্দিক হইতে অর্থাৎ ডান দিক হইতে বাম দিক হইতে সামনের দিক হইতে এবং পিছনের দিক হইতে আক্রমণ চালাইব। আপনি তাহাদেরকে অনুগত পাইবেন না।”

সোজা পথ অর্থ দ্বীনের যে কোন রাস্তা হইতে পারে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন উহা দ্বারা বিশেষ করিয়া হজ্বের রাস্তাকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কমবখত ইবনিছ মানুশের উপর ছওয়ার হইয়া হজ্ব হইতে ফিরাইবার জগু বিভিন্ন ওজর আপত্তি সামনে দাঁড় করায়। কেননা সে জানে হজ্বের দ্বারা তাহার যাবতীয় পরিশ্রম বার্থ হইয়া যায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে কান্নাকাটি সারা জীবনের গোনাহকে ধুইয়া ফেলে। কাজেই হজ্ব হইতে ফিরাইবার জগু সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এখন বসিতে হইবে যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ওজর আপত্তি সামনে আসিয়া হাজির

হয় ঐ সব শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(২) ছফরের পূর্বে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হুজ্ব করিব কি না করিব এইজন্ত এস্তেখারা নয়, কেননা ফরজ কাঙ্গে কোন এস্তেখারার প্রয়োজন নাই। বরং কখন কোন পথে বা কোন জাহাজে এইসব বিষয়ে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হজ্বরত জাবের (রাঃ) বলেন হুজ্বর আমাদিগকে কোরআনের ছুরার মতই এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এস্তেখারার দোয়া পড়িয়া শুইবে।

(৩) হুজ্বের মাছায়েল সমূহ জানিবার চেষ্টা করিবে হুজ্ব যাবতীয় পূর্বে রওয়ানা হইবার পর এবং হুজ্বের মধ্যে ভাগের যাবতীয় মাছায়েল ছফরের আগেই পড়িয়া লইবে। ওলামাগণও মনযোণ দিয়া পড়িয়া লইবেন। ক্লাসের সময় মাছায়েল জানা ভিন্ন কথা। সময় মত সামনে আসা ভিন্ন ব্যাপার। তবে আত্মগণের সাধারণ ভাবে দেখাই যথেষ্ট। সবচেয়ে উত্তম হইল কোন আলেমের সঙ্গে হুজ্ব যাবতীয় এবং সময়মত সব দ্বিজাসা করিয়া লওয়া। আমার পরামর্শ মত গঙ্গুহী (রাঃ) কৃত জুবদাতুল মানা-ছেক মাওলানা আশকে এলাহী কৃত জিয়াতুল হারামাইন অথবা মাওলানা ছায়ীদ আহমদ কৃত মোয়াহ্লেমুল হুজ্বাজ পড়িতে পারেন। ইহা ছাড়াও যে কোন বিশ্বস্ত আলেমের কিতাব গ্রন্থিতে পারেন।

(৪) ছফরের সময় নিয়ত খালেছ আল্লার রেজামন্দী হইতে হইবে। হাজী হওয়ার আগ্রহ বা লোক দেখানো বা দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য একেবারেই বর্জন করিতে হবে।

(৫) এক বা ততোধিক ছফরের সাথী এমনভাবে তালাশ করিবে যাহারা দীনদার পরহেজগার হয়, পশ্চিমধ্যে এবং ঘোঁরনের কাছে সাহায্যকারী হয়। নেক কাঙ্গে উৎসাহ দান করে, বিপদে ছবর করিতে বলে দুর্বলতায় সংসাহস দেয়। তবে সাথী আলেম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছফরের সাথী আত্মীয় না হইয়া অল্প লোক হওয়াই উত্তম। কেননা আপোসে কোন মন কবাক্ষি হইলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদের সুযোগ যেন না আসিতে পারে। তবে আত্মীয়ের উপর পূর্ণ আস্থা থাকিলে সেও ছফরের সাথী হইতে অসুবিধা নাই।

(৬) হুজ্বের জন্য হালাল মাল তালাশ করিবে। সন্দেহ জনক মাল যেমন ঘুস জুলুম ইত্যাদি মাল সহকারে যাইবে না। যাইলে অংশ ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যদিও হুজ্ব মাকবুল হইবে না। ই। কাহারও

নিকট এইরূপ মাল থাকিলে ওলামারা তাহার জন্ত এই ছুরত লিখিয়াছেন যে সে কজ্জ লইয়া হুজ্ব করিবে। পরে ঐ মাল দিয়া পরিশোধ করিবে।

(৭) পিছনের জীবনের যাবতীয় গোনাহ হইতে তওবা করিয়া লইবে। কাহারও উপর জুলুম করিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। মেলাশেয়ার লাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কাহারও কজ্জ থাকিলে আদায় করিয়া যাইবে অথবা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। পণের আমানত থাকিলে উহা আদায় করিয়া যাইবে অথবা তাহার অনুমতি লইয়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। বিবি বাচ্চা যাহাদের হক তাহার উপর ফিরিয়া আসা পর্যন্ত উহাদের যাবতীয় খোরপোহের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে।

(৮) হালাল মাল হইতে প্রয়োজন পরিমাণ টাকা পরসাদা সঙ্গে লইবে বরং কিছু বেশী করিয়া লইবে যদ্বারা সেখানের গরীবদের সাহায্য এবং প্রয়োজন বোধে দ্রুত লোকেরও কিছুটা মেহমানদারী করা যায়।

(৯) ছফর শুরু করিবার পূর্বে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে। প্রথম রাকাতে কুলইয়া ও দ্বিতীয় রাকাতে কুহুছালাহ পড়িবে। উত্তম হল ঘরে দুই রাকাত পড়া ও মহল্লার মসজিদে দুই রাকাত পড়া।

(১০) বাহির হইবার পূর্বে এবং বাহির হইবার পরে কিছু ছদকা খয়রাত রহিবে এবং সাধ্যানুসারে করিতে থাকিবে। কেননা বলা মছিবত ছর করার ব্যাপারে ছদকার বিরাট ওভাব রহিয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে, ছদকা আল্লাহর ঘোষণাকে থামাইয়া দেয় এবং অপমৃত্যু হইতে হেফাজত করে। অতএব আছে যে ব্যক্তি কাহাকেও কাপড় পরাইল, যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীয়ে কাপড় থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দাতা আল্লাহ হেফাজতে থাকিবে। (মেকাত)

(১১) ঘর হইতে বাহির হইবার সময় খাছ খাছ মছনুন দোয়া সমূহ পড়িয়া লইবে। উত্তম হইল দোয়ার কোন কিতাব খরিদ করিয়া লইবে।

(১২) রওয়ানা হইবার সময় বন্ধুবান্ধবদের সহিত মোলাকাত করিয়া বিদায় লইবে ও তাহাদের কিত দোয়ার দরখাস্ত করিবে। হাদীছের মর্মানুসারে এই দোয়া তাহার ছফরে সাহায্যকারী হইবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়িবে—

استودع الله دينكم وأمانتكم وأخواتكم أعمالكم -

(১৩) বরের দয়াজা দিয়া বাহির হইবার সময় এই দোয়া পড়িবে—
বিছমিল্লাহে তাওয়াকালতু আল্লামাহে, লা-হাওলা অ-লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

এই দোয়া পড়িলে সুস্বাদ দেওয়া হয় যে, তুমি সঠিক ভাবে মকছুদে পৌঁছাবে, পথে তুমি হেফাজতে থাকিবে এবং শয়তান হইতেও হেফাজতে থাকিবে।

(১৪) কাফেলার মধ্যে একজন জ্ঞানী-গুণী দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে। কোরেশী হইলে সবচেয়ে ভাল। হুজুর এরশাদ করেন তিন ব্যক্তি একত্রে ছফর করিলে এক ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে।” যে আমীর বলিবে সাথীদের সুখশান্তি এবং ছামান পাত্রের হেফাজত ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৫) বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় ছফর শুরু করিবে। কেননা হুজুর (ছঃ) ঐ সময় ছফর করাকে পছন্দ করিতেন। এবং অধিকাংশ সময় দিনের প্রথম ভাগে কাফেলাকে রওয়ানা করিতেন। ছফর নামীয় এক ব্যক্তি বাবসায়ী ছিল। হুজুরের অভ্যাস মোতাবেক সেও আপন তেজারতের মাল সকাল বেলায় রওয়ানা করিত ইয়াতে তাহার বেশ লাভ হইত।

(১৬) উটের পিঠের ছফর নিজের এখতিয়ার ভুক্ত হইলে রাত্রের কিছু অংশ এবং ফজরের কিছু অংশ চলাচলে কাটাইবে এবং দিনে মনজিল করিবে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন রাত্রে ছফর। কেননা রাত্রে জমীনের সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ সকাল সকাল পথ শেষ হইয়া যায়।

মজিলে উঠানামা করিতে, গাড়ীতে ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে মাছরুন দোয়া সমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়িবে।

(১৭) কোন জায়গায় আবতরণ করিলে সেখানে একাকী চলিবে না কারণ অপরিচিত স্থানে অনেক প্রকার বিপদের আশংকা থাকে। এবং রাত্রে বিশেষ করিয়া দুই একজনকে সব সময়ের জন্য পাহারায় নিযুক্ত রাখিবে। কেননা হুজুরের আদত শরীফে ঐ রকম ছিল। হুজুরত শায়খুল হাদীছ বলেন আমার বাবাজান প্রায়ই কেচছা শুনাইতেন যে দাদা মরহুম অধিকাংশ সময় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিয়া বলিতেন যে আল্লাহ পাকের কতবড় এহছান যে আমাদের ঘরে সারা রাত কেহ না কেহ এবাদতে মশগুল থাকে। ছুরত এই ছিল যে বাবাজানের কিতাব দেখিতে দেখিতে অদ্বৈক রাত্রি হইয়া যাইত তখন দাদা মরহুম তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য ঘুম হইতে উঠিতেন ও বাবাজানকে বলিতেন ইয়াহুইয়া এখন শুইয়া পড়। বাধ্য হইয়া তিনি শুইয়া পড়িতেন ও দাদাজান নামাজে দাঁড়াইতেন

রাত্রির কিছুটা অংশ থাকিতে ছুরত হিসাবে কিছুটা আরাম করিবার জন্য জাগাইয়া নিজে কিছুটা আরাম করিতেন। তিনি ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদে মশগুল থাকিতেন। তবে আফছোছ নিজের বৃজ্জদের মোবারক অভ্যাস হইতে কিছুমাত্র অংশও গ্রহণ করিলাম না।

(১৮) ছফরের সময় উপরের দিকে উঠিতে তিনবার আল্লাহু আকবার বলা এবং নীচের দিকে নামিতে তিনবার ছোবহানাল্লাহ বলা সব চেয়ে উত্তম। ছফরে কোন ভয়ভীতির সঙ্কার হইলে—ছোবহানাল মালেকিল কুদ্দুছ রাবিবল মালায়েকাতে অরকুহ পড়া উত্তম এবং পরীক্ষিত।

(১৯) কষ্ট বাতীত সম্ভব হইলে পায়দল হুজ্ব করাই ভাল। তবে ছফরারীতে চলিলেও মাঝে মাঝে পায়দল চলিবে। বৃজ্জগনদের অভ্যাস ছিল কোথাও আছরের জন্ত অবতরণ করিলে মাগরিব পর্যন্ত সময় পায়দল চলিতেন। কারণ ইহাতে সময়ও কম গরমও থাকে না, আবার অন্ধকারও থাকে না। খাছ করিয়া একা হইতে আরাকাত পর্যন্ত সম্ভব হইলে পায়দলই চলিতে থাকিবে যেহেতু এখানে প্রতিকদমে সাতশত নেকী, আর এক এক নেকী হারাম শরীফে এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য আবার ছওয়ারীতে গেলে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কিছু কিছু মোস্তাহাবও ছুটিয়া যায়।

(২০) ছওয়ারীর জানোয়ারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সাধার বাহিরে তাহার উপর বোকা চাপাইবে না। আপেকার বৃজ্জগণ ছওয়ারীর পিঠে লম্বা হইয়া শোওয়া হইতেও বাঁচিয়া থাকিতেন উহাতে নাকি বোকা ভাদী হইয়া যায়।

(২১) ওলামাগণ লিখিয়াছেন, পশুপক্ষীকে অনর্থক বটে দেওয়ার বিষয়ও কেরামতের দিন প্রশ্ন করা হইবে। হুজুরত আবু দারদা (রাঃ) একেবালের সময় উটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ কেরামতের দিন দরবারে এলাহীতে আমার বিরুদ্ধে বাগড়া করিবে না। কেননা শক্তির বাহির তোমার থেকে আমি কোন কাজ নেই নাই।” হুজুরের অভ্যাস ছিল একেবারে সময় কোন বাগানে অথবা গাছের আড়ালে গিয়া বসিতেন। একদিন একটি বাগানে যাওয়া মাত্র একটি উট হুজুরকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, হুজুর তাহার নিকট গেলেন এবং তাহার কানের গোড়ালীর মধ্যে হাত রাখিয়া বলিলেন এই উটটি কার? জনৈক যুবক আনহারী হাজির হইয়া বলিল হুজুর ইহা আমার। হুজুর বলিলেন এই উট তোমার

বিকল্পে অভিযোগ করিতেছে যে, তুমি তাহার দ্বারা কাজ বেশী লও অথচ তাহাকে খোরাকী কম দাও। (আবু দাউদ)

(২২) গাড়ী ঘোড়ার যে মালিক তার হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যতটুকু মাল যত টাকা কেরান্নার উপর নিদৃষ্ট হইয়াছে উহার বেশী মাল লওয়া ভায়েজ নাই। এইভাবে রেলগাড়ী ইত্যাদিতেও চুরি চাপটানী করিয়া ভাড়া বাতীত বেআইনী মাল লইয়া যাওয়া নাজায়েজ। এইসব ব্যাপারে আগেকার বুজুর্গদের ঘটনাবলী বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়। বিশ্বাস্যত মোহাদ্দেহ হজরত আবুল্লাহ বিন মোবারক এক সময় ছক্রে যাইতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি আসিয়া অনুরোধ করিলেন ছক্রে আমার এই চিঠিটা নিয়া যান। তিনি বলিলেন আমি উটের মালিককে আমার বাবতীয় মাল দেখাইয়া লইয়াছি। এখন মালিকের অনুমতি বাতীত কি করিয়া নিতে পারি? অতঃপর এক মোহাদ্দেহ আলী বিন মা'বদ কেরান্নার ঘরের মাটি দ্বারা চিঠি শুকাইয়াছিলেন ইহাতে স্বপ্নযোগে তাহাকে সাংধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২৩) জাঁকজমক এবং গংচং এর পরিচ্ছেদ পূর্বা ছক্রেই বর্জন করিবে। কেননা ইহা আশেকানা ছকর, মা'শুকানা ছকর নয়। পাগল শ্রেমিকের জন্য জাঁক-সজ্জা পোড়া পারনা। হজরত আবুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হাজী দিগকে দেখিয়া বলিতেন মুছাক্কেরেং সংখ্যা বাড়িতেছে আর হাজীদের সংখ্যা কমিতেছে। সাধারণ পোশাকে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, হাঁ এই ব্যক্তি হাজীদের মধ্যে শামিল। (এত্‌হাক)

(২৪) ছক্রে বাবতীয় খরচ খোলামনে সন্তুষ্টিচিত্তে খরচ করিবে। এই মোবারক ছক্রে সংকীর্ণ মন নিয়া কোন খরচই করিবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে এছরাফ অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচকে এছরাফ বলা হয়। বরং অবৈধ স্থানে খরচ করাকে এছরাফ বলা হয়। মক্কা শরীফের কুলি, মজহর, গাড়ী বা উটওয়ারা ঘরের কেরান্না ইত্যাদিতে যাহা খরচ করিবে উহাতে সেখানের অধিবাসীদের সাহায্যের নিয়ত থাকিলে কোন খরচই আর বোঝা মনে হইবে না।

(২৫) যথাসম্ভব ঘুস দেওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। ভীষণ মজবুরী না হইলে ঘুস দিবেনা কেননা ঘুস দেওয়া হারাম এমন কি কোন আলেমগণ লিখিয়াছে টেক্স দেওয়ার দরুন নকল হুজ ছাড়িয়া দেওয়া উত্তম। কারণ টেক্স দিলে আলেমদের সাহায্য করা হয়।

(২৬) এই ছক্রে বাবতীয় হুঃখ কষ্ট সহ্যস্ত বদনে সহ্য করিবে। না

শোকরী এবং বেছবরী যেন প্রকাশ না পায়। উলামারা লিখিয়াছেন হজ্বের ছক্রে শারীরিক কোন কষ্ট হইলে উহা আল্লাহর বাস্তায় খরচ করার সমকক্ষ। কারণ মাল খরচ করা মালী ছদকা আর কষ্ট পাওয়া জানের ছদকা।

(২৭) গোনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করিবে আল্লাহ পাক খাছ্ করিয়া বলিয়াছেন যে হজ্ব করিতে যাইবে সে কঠোর ভাবে ফাহেশা কথা, কাজ, অন্যায় আচরণ বগড়া ফাছাদ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ পর্যন্ত খোদার কাছে পৌঁছান যায় না যেই পর্যন্ত লজ্জত ভোগ বিলাসিতা এবং সহজ বস্ত্র সমূহ ত্যাগ না করিবে। আগেকার উম্মতেরা বাবতীয় ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইয়া যাইত। উহার বদলেই ত হজ্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বিবির সঙ্গে সহবাস পর্যন্ত না জায়েজ করা হইয়াছে।

(২৮) খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অনেক হাজী ছকরের পরিশ্রম এবং অলসতা বশতঃ নামাজে ত্রুটি করে। ইহা মারাত্মক গোনাহের কাজ। আলেমগণ লিখিয়াছেন রাতে ছকর করিয়া শেষ রাতে মনজিল করিলে লম্বা সটান হইয়া শুইবেনা বরং উভয় কনুই খাড়া করিয়া উহার উপর টেক লাগাইয়া শুইবে, কারণ চিং হইয়া শুইলে ফজরের নামাজ নষ্ট হইবার আশংকা বেশী থাকে। ওদিকে নামাজের ফজীলত হজ্বের ফজীলতের চেয়েও বেশী। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হজ্বের ছক্রে যদি সন্তায় এমন কোন ব্যাপার ঘটে যে নামাজ পড়ার সময় পাওয়া যায় না তবে তাহার উপর হুঃও আর ফঃজ থাকে না। আবুল কাহেম হাকীম বলেন কোন ব্যক্তি জেহাদে যাইয়া যদি এক ওয়াক্ত নামাজ ও নষ্ট করে তবে একশত জেহাদে শরীক হইলে উহার কাক্‌কারা হইতে পারে।

আবুবকর ওরুফ (রাঃ) যখন হজ্জে যাইতেছিলেন তখন একমাত্র এক মজিল পৌঁছিয়া বলিলেন আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দাও। কেননা আমি একটি মজিলেই সাতশত কবীরা গোনাহ করিয়া ফেলিয়াছি। ওলামাগণ এই বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত যে এত বড় বুজুর্গের দ্বারা এক মজিলে সাতশত কবীরা গোনাহ হওয়া কি করিয়া সম্ভব যাহা একজন সাধারণ ফাছকের দ্বারা হওয়াটাও অস্বাভাবিক। অন্য কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন তাহার জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ফওত হইয়া গিয়াছিল। শরহে লোবাবে হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়িয়া দিল সে যেন সাতশত কবীরা গোনাহ করিল। সম্ভবতঃ সেই বুজুর্গ এই হাদীছ পাইয়াছেন। অবশ্য প্রচলিত মশহুর কোন কিতাবে এই হাদীছ

পাওয়া যায় না। তত্পরি শায়েখের হৃদয় সন্তবতঃ নফল হুজ্ব ছিল।

(২৯) সমস্ত হুজ্ব বিপুল উদ্বীপনার সহিত পাগল প্রেমিকের মত কাটা-ইবে। মনে করিতে হইবে আমি আল্লাহ দরবারে বাইতেছি। যেমন কোন শাহেনশাহ্ রাজাধিরাজ একটা দরবারের ব্যবস্থা করিল এবং সৌভাগ্য বশতঃ আমার নামেও দাওয়াত কাড় আসিয়াছে।

مری طلب بھی کسی کے کرم کا : دق ہے
قدم یہ خود نہیں اٹھائے جاتے ہیں

“কাহারও করুণার অছিলায় আমার উপস্থিতি এবং কেহ উঠাইয়াছে পরই এই কদম উঠিয়াছে।

আল্লাহ পাকের জ্বাতের নিকট এই আশা-পোষণ করিবে যে, হুমিয়াতে যেমন তিনি নিজের ঘরের জিয়ারত দ্বারা আমাকে ভাগ্যবান করিয়াছেন তদ্রূপ আশ্রয়প্রাপ্তিও আপন দীদারের দৌলত হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

(৩০) নিজের প্রতিটি এবাদত মাওলার দরবারে কবুল হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যেমন প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আরা-ফাতের মরদানে গিয়া মনে করে যে আমার গোণাহ মাফ হয় নাই সে বহুত বড় পাপী। তবে নিজের দুর্বলতার দরুণ আমল কবুল হইয়াছে কিনা সেই বিষয় ভয়ও রাখিতে হইবে। এগুন আবি মালীকা বলেন আমি প্রায় ত্রিশজন ছাহাবীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি, এতদ্ব্যতীতই নিজে মোনাফেক কিনা এই ভয়ে কম্পিত থাকিতেন। (বোখারী)

অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেন যে আমার দরবারে বাতেনী আমল জাহেরী আমলের মত সুন্দর নয়। কাজেই আমার মোনাফেক হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জৈনিক ছাহাবী হুজ্বের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একব্যক্তি ছুওয়াবের আশায় জেহাদ করে আবার একটু সন্মানের আকাংখাও করে। হুজ্ব এরশাদ করেন সে কোন ছুওয়াব পাইবে না। লোকটি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল হুজ্বও কয়েকবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হুজ্ব ফরমাইলেন যেই আমল খালেছ তাঁহারই জন্ত করা হয় আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তাহাই কবুল করিয়া থাকেন।

হুজ্বরত শফী একজন ভাবেরী ছিলেন। এক সময় মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হইয়া দেখিলেন যে এক বৃদ্ধের নিকট লোকজনের বেশ ভিড় জমিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উনি হুজ্বরত

আবু হোরাইরা (রাঃ)। হুজ্বরত শফী তাঁহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলেন, হুজ্বর! আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীছ জানিতে চাই যাহা আপনি হুজ্বরের নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ-হাঁ আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হুজ্বর (হুঃ)-এর নিকট হইতে ভাল করিয়া জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি এই বলিয়া তিনি চীৎকার মারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যদ্বারা তিনি প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। কণেক পর যখন তাঁহার একটু জ্ঞান হইল তখন বলিলেন, তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইতেছি যাহা আমি এই ঘরে হুজ্বরের নিকট শুনিয়াছি, তখন আমি আর হুজ্বর ছিলাম, অশ্রু কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি সজোরে চীৎকার মারিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। একটু পরে তিনি যখন ধ্যান-কটা শাস্ত হইলেন তখন মুখ মুচিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁ তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি এই ঘরে হুজ্বরের নিকট শুনিয়াছি তখন আমি এবং হুজ্বর ব্যতীত অশ্রু কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি জোরে এক চীৎকার মারিলেন যে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি অনেককণ যাবত তাঁহাকে ধরিয়া বলিয়া রহিলাম। তারপর যখন তাঁহার জ্ঞান হইল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হুজ্বরে পাক (হুঃ) কর-মাইয়াছেন কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক হিসাব কিতাব লইতে শুরু করিবেন। তখন সমস্ত হাশরবাসী ভয়ে নতজাহু হইয়া থাকিবে। সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে ডাকা হইবে। প্রথম হাফেজ কোরান, দ্বিতীয় মোজাহেদ, তৃতীয় মালদার। সর্বপ্রথম হাফেজ কোরানকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাকে এমন নেয়ামত দান করিয়াছি যাহা আমি নবীর উপর অবতীর্ণ করিয়াছি। সে আরজ করিবে নিশ্চয় উহা আপনার বহুত বড় নেয়ামত ছিল। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি উহাতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে আমি সকাল বিকাল উহার তেলাওয়াতে লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি মিথ্যাবাদী, এই কথা শুনিয়া ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি ঐ সব এই জন্ত করিয়াছিলে যে লোকে বলিবে অমুক বড় বিখ্যাত কাদী। কাজেই তোমার সেই আশা ত পূর্ণ হইয়াছে। লোকে তোমাকে কাদী এবং হাফেজ বলিয়াছে। তারপর মালদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলা হইবে আমি তোমাকে অনেক ধন-রত্ন দিয়াছি

তাহাতে তুমি কাহারও নৃপাশেকী ছিলেনা, সে বলিবে নিশ্চয় আপনি আমাকে নালদার করিয়াছিলেন। এরশাদ হইবে তুমি তাহার কি হক আদায় করিয়াছ? সে বলিবে আমি আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্যবহার করিয়াছি, ছনকা খয়রাত করিয়াছি, বলা হইবে যে তুমি মিথ্যাবাদী এবং ফেরেশতারও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন যে ঐ সব তুমি এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বলিবে আমুক বড় দাতা, সুতরাং সেটাত বলা হইয়াছে। অতঃপর মোজাহেদকে বলা হইবে যে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে হে খোদা! তুমি জেহাদের হুকুম করিয়াছ কাজেই আমি তোমার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি ও প্রাণ নিসর্জন দিয়াছি। এরশাদ হইবে মিথ্যা বলিতেছ ফেরেশতারও বলিয়া উঠিবে লোকটি মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী। এরশাদ হইবে তুমি ঐ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে, সেটাত বলা হইয়াছে। তারপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) হজরত আবু হোরায়রার হাটুতে হাত রাখিয়া বলিলেন এই ব্যক্তি দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনকে উজ্জ দেওয়া হইবে।

এই হাদীছ শুনিয়া হজরত শফী আমীরে মোয়াবিয়া নিকট গিয়া পুরা হাদীছ বর্ণনা করেন। হজরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন যখন ঐ তিন জনের অবস্থা এইরূপ হইবে তখন খোদা জানেন অন্যান্যদের অবস্থা কিরূপ হইবে। এই কথা বলিয়া হজরত মোয়াবিয়া এত বেশী কাঁদিলেন যে লোকে দেখিয়া মনে করিল যে এই কাহারও তিন মরিয়াই যাইবেন। অনেকদিন পর যখন তাহার হশ হইল তখন ফরমাইলেন, আল্লাহ পাক সত্য বলিয়াছেন এবং ওদীর রাহুলও সত্য বলিয়াছেন, অতঃপর হজরত আমীরে মোয়াবিয়া কোরান শরীফের এই আয়াত পাঠ করিলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا تَوَفَّ إِلَيْهِمْ

أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

অর্থাৎ “যাহারা (নেক আমলের দ্বারা) শুধু দুনিয়া এবং উহার সুখ শাস্তি চায় আমি তাহাদের আমলের পরিবর্তে দুনিয়াতেই সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া থাকি বরং উহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করা হয় না। এবং পরকালে তাহাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাহারা দুনিয়াতে যাহা কিছু করিয়াছিল বদ নিয়তের দরুন আত্মরোতে ঐ সব কোন কাজেই আসিবে না।”

যখন অবস্থা এই, তখন নিজের যে কোন আমলের উপর দাবী করা যে ইহা শুধু আল্লাহর জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার হাঁ আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা যদি কবুল করেন তবে উহা তাহার রহমতের কাছে খুবই সহজ।

একদা হুজুরে পাক (ছঃ) জনৈক যুবক ছাহাবীকে রোগ শয্যায় দেখিতে গেলেন। তিনি যত্নের সন্নিবৃত্ত ছিলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বলিল, হুজুর! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং আপন গোনাহের ক্ষমতা ভয় করিতেছি। হুজুর এরশাদ করেন এই সন্তিম শয্যায় যাহার অন্তরে এই ছুইটী জিনিস আসিবে আল্লাহ পাক তাহাকে সেই জিনিস চায় উহা দান করিবেন এবং সেই জিনিসকে ভয় করেন উহা হইতে নাজাত দিবেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন কেহামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে বাকী সব জাহান্নামী হইবে তখন আমি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করিয়া মনে করিব যে আমিই একমাত্র সেই ব্যক্তি, যে নাজাত পাইবে। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে দোজখে পাঠাইয়া বাকী সবাইকে জাহান্নাতে পাঠানো হইবে তখন আমার ভয় হইবে যে একমাত্র আমিই সেই জাহান্নামী ব্যক্তি।

হজরত আলী (রাঃ) আপন হৃদয়ে এরশাদ করেন যে বাবা! আল্লাহ পাককে এমন ভাবে ভয় করিবে যদি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নেকী নিয়াও তুমি হাদিস হও তবুও হয়ত উহা কবুল হইবে না, আর এমনভাবে আশা রাখ যে যদি সমস্ত দুনিয়ার পাপ একত্রে লইয়াও গণন কর তবুও মনে

করিবে যে তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আদাবের বর্ণনা দেওয়া হইল। ইনশা-
আহ 'জিয়ারতে মদীনার বর্ণনা ও কিছু আদাব বর্ণিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মক্কা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজীলত

মক্কা শরীফ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের কোরান ও হাদীছে বহু ফাজায়েলে
বর্ণিত আছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ফজীলতের উল্লেখ করা
যাইতেছে।

إِنَّ أَوَّلَ يَثٍ وَهِيَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَيْتِكَ مَبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ -

নিশ্চয় মানুষের এবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে
উহা মক্কা শরীফে অবস্থিত উহা বড়ই বরকতের স্থান এবং সমগ্র দুনিয়া
বাসীর জন্য হেদায়েতের বস্তু।

হজরত আনী বলেন অনেক ঘর বায়তুল্লাহ পূর্বেও ছিল কিন্তু বায়তুল্লাহ
হইল এবাদতের জন্য প্রথম ঘর। বিভিন্ন ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে
সারা দুনিয়ার বুকে কা'বা শরীফের এই স্থানটুকু জল বৃন্দবৃদের মত ছিল।
উহাকেই ক্রমাগত প্রশস্ত করিয়া সারা বিশ্বের ভূখণ্ডকে তৈয়ার করা হই-
য়াছে। যেমন আটার খামীরকে প্রশস্ত করিয়া রুটি তৈয়ার করা হয়।
ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহুদীদের দাবী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস সবচেয়ে
উৎকৃষ্ট শহর। কেননা উহা বহু আশ্বিনায়ে কেরামের আবাস স্থল ছিল।
উহার প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ -

“মক্কা শরীফে বহু নিদর্শন রহিয়াছে ওন্মধ্যে একটি হইল মাকামে
ইব্রাহীম” মাকামে ইব্রাহীম একটি পাথরের নাম যাহার উপর দাঁড়াইয়া
হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ তৈয়ার করেন, সেই পাথরের উপর
তাঁহার পায়ের চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছিল। সেই পাথর কা'বা শরীফের

সংলগ্ন একটি গুহায়ে সংরক্ষিত আছে, উহাকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা
হয়। মোজাহেদ বলেন সেই পাথরে কদমের চিহ্ন হওয়াই একটি
প্রকাশ্য নিদর্শন।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا -

‘এবং যেই ব্যক্তি হারামের সীমায় প্রবেশ করিবে সে আল্লাহর
হেফাজতে আসিয়া যাইবে।

হারাম শরীফ দুই কারণে হেফাজতের স্থান। প্রথমত সেখানে নামাজ
এবং হক্ক করিলে ছাহাবীর আজাব হইতে হেফাজতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ
কোন ব্যক্তি হারাম শরীফের বাহিরে কাহাকেও হত্যা করিয়া হারাম
শরীফে প্রবেশ করিলে তাহাকে হারামের ভিতর হত্যা করা হইবে না।
তবে তাহার খানা পিনা বন্ধ করিয়া হারাম শরীফ হইতে বাহির হইবার
জন্য তাহাকে বাধ্য করা হইবে। হজরত ওমর বলেন আমি যদি আমার
পিতার হত্যাকারীকেও হারামের মধ্যে পাই তবুও তাহার গায়ে হাত রাখিব
না। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেন আমি যদি আমার পিতা ওমরের
হত্যাকারীকেও পাই তবুও তাহাকে কোন প্রকার হামলা করিব না।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمِّنًا -

এবং সে সময়টাও উল্লেখযোগ্য যখন আমি বায়তুল্লাহকে মানুষের কেন্দ্র
স্থল বানাইয়াছি এবং শান্তি ও হেফাজতের ঘর বানাইয়াছি।

কেন্দ্রস্থল বানাইবার হুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ কেবলা
বানাইয়াছি। যেহেতু সেইদিকে কিরিয়া নামাজ পড়িতে হয়। দ্বিতীয়তঃ
হৃৎকের মোহুমে চতুর্দিক হইতে সেইদিকে লোক আগমন করে। ইহাও
হইতে পারে যে ‘মাছাবাতান’ শব্দ ছওয়াব হইতে লওয়া হইয়াছে
অর্থাৎ উহা ছওয়াবের স্থান কেননা উহার একটি নকী একলক নেকীর
সমান। এবনে মাঝাহ বলেন অর্থ হইল উহা দ্বারা মনের আশা পূরা
মিটেনা, একবার আসিলে বারংবার সেই দিকে আসিতে মন চায়।

وَإِذْ يُرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ -

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

“এবং ঐ সময়টুকুও স্মরণ করিবার যোগ্য যখন হজরত ইব্রাহীম বায়-

তুমার দেওয়াল খাড়া করিতেছিলেন এবং হজরত ইছমাইল তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। এবং পিতা-পুত্র এই প্রার্থনা করিতেছিলেন হে আমাদের প্রভু! আমাদের খেদমত তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছু শুন এবং কাহার অন্তরে কি আছে সবকিছু জান।

কা'বা শরীক কে তৈয়ার করেন

কোরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বায়তুল্লাহ শরীফ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ ঘর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে যাহা বানাইবার আদেশ করেন স্বয়ং পরওয়ার দিগার। নকশা তৈরীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন হজরত জিব্রাইল, হজরত ইব্রাহীমের মত বড় পয়গাম্বর হইলেন উহার রাজমিস্ত্রী আর বোগালী হইলেন হজরত ইছমাইল জবিহু'ল্লাহ। আল্লাহ আকবর। সেই ঘর কত বড় আশ্চর্যের অধিকারী। ইবনে ছায়াদ রেওয়ায়েত করেন হজরত ইব্রাহীমের বয়স ছিল একশত বৎসর আর ইছমাইলের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। কা'বা শরীক কে প্রথম এবং কে পরে তৈয়ার করেন উহার বর্ণনা নিয়ে দেওয়া গেল।

(১) এসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে সর্বপ্রথম তৈয়ার করেন কেরেশ-তাগণ এবং তাহা হইল হজরত আদম (আঃ) এর জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তৈরী আল্লাহ পাকের হুকুম “কুন” শব্দ দ্বারা হয় যেখানে কেরেশ-তাদেরও কোন দখল ছিল না।

(২) হজরত আদম (আঃ) তৈয়ার করেন। বর্ণিত আছে যে লবনান, তুরে সীন, তুরে জী-তা জুদী হেগা এই পাঁচটি পাহাড়ের পাথরের সমন্বয়ে হজরত আদম (আঃ) উহাকে তৈয়ার করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ভিত্তির অংশ রাখিয়াছিলেন হজরত আদম। তার উপর আছমান হইতে বায়তুল মামুরকে রাখা হইয়াছে। অতঃপর হজরত আদমের এস্তকালের পর অথবা নূহের তুফানের সময় উহা আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হয়।

(৩) বলা হয় যে আদমের বেটা শীদ (আঃ) উহা তৈয়ার করেন।

(৪) হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোরানের দ্বারা প্রমাণিত। বলা হয় উক্ত ভিত্তি নয়গজ উঁচু, ত্রিশ গজ লম্বা এবং তৈশ গজ চওড়া ছিল। তখন কোন ছাদ ছিল না, ভিতরে একটি কুয়া ছিল। কা'বা শরীফের নামে মানত করা বস্ত্রসমূহ তথায়

নিবেশ করা হইত।

(১) আমালেফা গোত্র পঞ্চম বারে ও (৬) জোরহাশ গোত্র ষষ্ঠ বারে তৈয়ার করেন। তাহারা হজরত নূহের বংশধর ছিল। (৭) হজুরের পঞ্চম পুরুষ পূর্বের দাদা কোহাই তৈয়ার করেন। (৮) হজুরের পঁচিশ মধ্যা পর্যন্ত বংশের বয়সে কোরেশ-গণ উহাকে নতুন করিয়া তৈয়ার করেন। ইহাতে স্বয়ং নবী করীম (হঃ) ও শরীক ছিলেন এবং হজুর আপন কাঁধে করিয়া পাথর জোগাড় দিয়াছিলেন। এই সময়ে হাঙ্গরে আহুদাদকে নিয়া কোরেশদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। হজুর উহার ফয়লা এইভাবে করেন যে একটা চাদরের মধ্যে পাথরটা আমি রাখিতেছি তোমরা প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন শোক উহার এক এক কিনারা ধর। এইভাবে দেওয়ালের পাশে নেওয়া হইলে হজুর বলিলেন, সকলে আমাকে অমুমতি দিয়া উকিল বানাইলে পাথরটা আমি বখানানে রাখিতে পারি, সকলেই অমুমতি দিল। হজুর নিজ হাতে উপরে রাখিয়া দিলেন। এই তৈয়ারী উপলক্ষে কাকেরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইহাতে কোন হারাম উপাধিত পয়সা লাগাইবেনা। তাই হালাল উপাধনের পয়সা শেষ হইয়া যাওয়াতে হাতীমের দিকে কিছুটা দেওয়াল পিছু হটাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই কা'বার কিছুটা অংশ বাহিরে থাকিয়া যায়। দরজা ও ইব্রাহিম (আঃ) এর ভিত্তির খেলাফ কিছুটা উঁচু করিয়া দেওয়া হয় যেন সিঁড়ি ব্যতীত প্রত্যেকেই উঠিতে না পারে। হজুরের বড় আর্জু ছিল কা'বা শরীককে ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর নতুন করিয়া গড়িবার, কিন্তু হজুরের জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই।

(২) চৌষষ্ঠি হিজরীতে এজীদার সেনাবাহিনী যখন আবছলাহ এবনে জোবায়েরের উপর আক্রমণ করিয়াছিল তখন আগুনের গোলায় কা'বা শরীফের গোলাপ ফলিয়া যায় দেওয়ালও অনেকটা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ঐ সময় এজীদার যত্ন সংবাদ আসিলে সৈন্যগণ চলিয়া যায় এবং হজরত আবছলাহ বিন জোবায়ের কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া হজুর (হঃ) এর ইচ্ছানুযায়ী নতুন করিয়া গড়েন। হাতীমকে ঘরের ভিতর शामिल করেন এবং দরজা নীচু করিয়া উহার মোকাবেলা আর একটি দরজা তৈয়ার করেন যেন লোকজন এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা দিয়া বাহির হইতে পারে। চৌষষ্ঠি হিজরী জমাদিউল আখেরে ঐ কাজ শুরু হইয়া পঁয়ষট্টি হিজরী রজব মাসে উহা শেষ হয়। আবছলাহ বিন জোবায়ের ঐ খুশীতে এক জবরদস্ত দাওয়াতের এস্টেজাম করেন এবং একশত উট

জবেহ করিয়া খাওয়ান। কিন্তু হুজ্বাগ্যবশতঃ সেই হাঙ্গামার সময় হজরত ইছমাইলের পরিবর্তে জামাতের যে হুজ্বা কোরবানী হইয়াছিল কা'বা শরীফে রক্ষিত সেই হুজ্বার শিংটা হারাইয়া যায়। ইমালিল্লাহ—

(১০) হজরত আবহুলাহ বিন জোবায়েরের এন্তেকালের পর খলীফা এবনে জোবায়েরের গড়নকে ভাঙ্গিয়া পুরানো কোরেশদের মত আবার গড়িয়া দেয়। আজ পর্যন্ত হাঙ্গাজ বিন ইউছুফের সেই গড়নের উপর কা'বা শরীফ রহিয়াছে। খলীফা হাকমুর রশীদ এবং অন্যান্য খলীফা চাহিয়াছিল উহাকে ভাঙ্গিয়া ছজুর (ছ:) এর মনশা মোতাবেক আবহুলাহ বিন জোবায়েরের মত আবার গড়িবে কিন্তু ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেন, কেননা ইহাতে কা'বা ঘর রাজা বাদশাহগণের খেলতামাশার বস্তুতে পরিণত হইবে।

(১১) ১০২১ হিজরীতে ছোলতান আহমদ তুর্নী কা'বা ঘরের কিছুটা মেরামত করেন।

(১২) ১০৩২ হিজরীতে ভীষণ বন্যার দরুন কা'বা ঘরের কোন কোন দেওয়াল নষ্ট হয়। ছোলতান মুহাদ সেই সময় উহার বিধ্বস্ত অংশের সংস্কার করেন। হজরত শাহ আবহুল আজিজ (রা:) লিখিয়াছেন, হতমানে হাজরে আছওয়াদের দিকের অংশ এবনে জোবায়েরের গড়া এবং বাকী অংশ ছোলতান মুহাদ কর্তৃক গড়া। ১০৩৭ হিজরী মহরম মাসে বাদশা এবনে ছউদ কা'বা শরীফের দরজা কেওয়াড় এবং চোকাঠ নুতন করিয়া তৈয়ার করেন।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَمَ قِيَا مَا لِلنَّاسِ -

“আল্লাহ পাক সম্মানিত কা'বা শরীফকে মানুষের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বস্তু বানাইয়াছেন।”

হজরত হাছান বছরী (র:) বলেন মানুষ যতদিন পর্যন্ত এই ঘরের হজ্ব করিবে এবং সেইদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবে ততদিন পর্যন্ত দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে।

ছজুর (ছ:) এরশাদ করেন খুব বেশী বেশী করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ কর। এই ঘর ছই বায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আবার যখন ধ্বংস হইবে তখন উহাকে উঠাইয়া নেওয়া হইবে। ইমাম গাফ্ফালী হজরত আলীর বর্ণনা নকল করেন যে আল্লাহ পাক যখন হুনিয়াকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিবেন তখন সৎপ্রণয় কা'বা শরীফকে বরবাদ করা হইবে, তারপর

বাকী সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেয়ামতের পূর্বে কা'বা শরীফ ধ্বংস হইবে বলিয়া অনেক রেওয়াজে আছে। ছজুর বলেন যেই হাবশী কা'বা ঘরের এক একটা ইটকে ধ্বংস করিবে সে যেন আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। ছজুর আরও বলেন মানুষ যতদিন বায়তুল্লাহ হক অনুসারে তাকীয করিবে সুখ শান্তিতে থাকিবে আর যখন উহার সম্মান ছাড়িয়া দিবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্য হাদীছে আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীমকে না উঠাইয়া নেওয়া পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না।

একটি হাদীছে আছে ইহাও কেয়ামতের একটি আলামত যে হাবশার অধিবাসীরা কা'বা শরীফে হামলা করিবে। এত বড় লঙ্ঘন হইবে যে তাহাদের এক অংশ হাজরে আছওয়াদের নিকট থাকিবে অপর অংশ জেদানগরীতে থাকিবে। বায়তুল্লাহ একটি একটি করিয়া পাথর তাহার ধ্বংস করিবে।

() عَنْ أَبِي عَاسِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَشْرِينَ وَمِائَةً رَحْمَةً تَنْزِلُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ سِتُونَ لِّلطَّائِفِينَ أَرْبَعُونَ لِّلْمَمْلُوكِينَ وَعَشْرُونَ لِّلنَّازِلِينَ (بِهِتَى)

ছজুর (ছ:) এরশাদ করেন, কা'বা শরীফের উপর দৈনিক আল্লাহ তায়ালায় তওয়াফ হইতে একশত বিশটা রহমত নাজেল হয় তন্মধ্যে ষাট রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশ রহমত নাসাজীদের জন্য এবং বিশ রহমত দর্শকদের জন্য। (বয়হকী)

ফায়সুকা - বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে নজর করাও এগাদত, ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব বলেন, যে দৈমান এবং একীনের সহিত বায়তুল্লাহ দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে গোনাহ হইতে এমনভাবে পাক হইবে যেমন আজ মায়ের পেট হইতে জন্ম নিল। আবু ছায়ের বলেন তাহার গোনাহ এমনভাবে করিয়া যায় যেমন গাছের পাতাসমূহ করিয়া যায়। এবং যেই ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া তওয়াফ এবং নকল নামাজ না পড়িয়া শুু বায়তুল্লাহকে দেখিতে থাকিবে সে ঐ ব্যক্তি হইবে উত্তম যে বাড়ীতে বসিয়া বায়তুল্লাহকে না দেখিয়া নকল নামাজ পড়ে, হজরত আতা (রা:) বলেন বায়তুল্লাহকে দেখাও এগাদত, যে বায়তুল্লাহকে দেখিল সে যেন সারা রাত্রি জাগ্রত রহিল। দিন ভর রোজা রাখিল, আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করিল এবং আল্লাহ

দিকে রুজু করিল! তিনি আশু বলেন এবার বায়তুল্লাহকে দেখা এক বৎসরের নফল এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব।

তা উছ এবং ইব্রাহীম নখঈ হইতেও ঐ ভাবে রেওয়াজে আসিয়াছে। তাওয়াফ কারীদের উপর বেশী বেশী রহমত অবতীর্ণ হয় বশতঃ হারাম-শরীফে তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়িয়া তওয়াফ করাই উত্তম। তবে নামাজের সময় নিকটবর্তী হইলে তওয়াফ করবে না। ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা বেশী বেশী তওয়াফ করিবার তওফীক লাভ করিয়াছেন।

হুজুর এবনে আবরা নামীয় এক বুজুর্গ ছিলেন, দিনে সত্তরবার এবং রাত্রে সত্তরবার তিনি তওয়াফ করিতেন যাহার দরজা দৈনিক তিরিশ মাইল হইত। প্রতি তওয়াফের পর ঐ রাকাত নফল পড়িতেন ফলে দুই শত আশী রাকাত নফল হইত তত্পরি দৈনিক দুইবার কোরান শরীফ খতম করিতেন। এইসব বুজুর্গেরাই আশেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দগীর জন্য অনেক কিছু উপার্জন করিয়া গিয়াছেন।

(২) عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ في الحجر والله ليبعثه الله يوم القيامة له عيناان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق - (ترمذی)

হুজুরে পাক (ছঃ) কতম শাইয়। এরশাদ করেন কেয়ামতের দিন হাজরে আছওয়াদের দুইটি চক্ষু হইবে যদ্বারা যে দেখিতে পাইবে এবং একটি জ্বান হইবে যদ্বারা সে বলিতে পারিবে, যে কোন ব্যক্তি ছহী ওরীকায় তাহাকে চুম্বন করিবে তাহার জন্য সাক্ষী দিবে।

ছহী ওরীকায় চুম্বন করা স্বর্গ ঈমান এবং একীনের সহিত চুম্বন করা। হজুরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর করমাইয়াছেন বাবা শরীফের একটি জ্বান এবং দুইটি ঠোঁট আছে পূর্বকার জমানার সে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করিল যে হে খোদা! আমার জিয়ারত বহুত কম সংখ্যক লোকে করিতেছে এবং আমার দিকে লোকজন কম আসিতেছে। আল্লাহ পাক উত্তর করিলেন আমি এমন এক জাতি তৈয়ার করিতেছি যাহারা খুশু খুজুর সহিত বেশী বেশী করিয়া নামাজ পড়িবে এবং তোমার দিকে এমন ভাবে ঝুকিবে যেমন কবুতর আপন ভিমের দিকে ঝুকিতেছে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনী কেয়ামতের দিন এমন ভাবে আসিবে যে তাহাদের দুইটি করিয়া জ্বান ও ঠোঁট হইবে। যাহারা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহারা আল্লাহর সহিত করা অঙ্গীকারকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষী দিবে।

হজুরত ওমর ফারুক এক সময় তওয়াফ করিয়া হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া বলিলেন তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছান পৌছাইবার কোন ক্ষমতাই তোমার মধ্যে নাই। আমি হযুর (ছঃ) কে তোমায় চুম্বন করিতে না দেখিলে কখনও তোমাকে চুম্বন করিতাম না। নিকটেই দণ্ডায়মান হজুরত আলী বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন। লাভ নোকছানের ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। হজুরত ওমর বলিলেন, তাহা কেমন করিয়া? হজুরত আলী উত্তর করিলেন। রোজ্জে আজলের সময় যখন আল্লাহ পাক সমস্ত বান্দার নিকট হইতে আপন প্রতিপালক হওয়ার স্বীকারোক্তি লইয়াছিলেন তখন সে স্বীকারোক্তিকে একটি কিতাবে লিখিয়া এই পাথরের মধ্যে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দান করিবে যে অমুক আপন অঙ্গীকার পূরা করিয়াছে এবং অমুক পূরা করে নাই। (এতহাক) সম্ভবতঃ এখানে যে দোয়া পড়িতে হয় এই জন্য উহার শব্দ নিম্নরূপঃ

اللهم ايمانا بك وتصديقا بكننا بك ووفاء بعهديك

হে খোদা! তোমার উপর ঈমান লইয়া এবং তোমার কিতাবকে বিশ্বাস করিয়া এবং তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিয়া (চুমা দিতেছি) মানুষের আকীদা কি করিয়া মজবুত থাকে সেই বিষয় হজুরত ওমর খুব চিন্তা ফিকির করিতেন, আকীদা বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া যেই বৃক্ষের নীচে বয়আতে রেজওয়ান হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরানেও সেই বিষয় আল্লাহ পাক আপন রেজামন্দির ছন্দ নাঞ্জেলা করিয়াছেন—

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

الشجرة -

সেই বৃক্ষকে হজুরত ওমর কাটিয়া ফেলেন যেহেতু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষ সেই বৃক্ষের নীচে বয়কতের জন্য আশা পাওয়া করে! এই ভাবে হজুরত ওমর এখানেও চিন্তা করিলেন যে মানুষ পাথর মুক্তি পূজা হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছে। এমন যেন না হয় যে, হাজরে -আছওয়াদ নামক পাথরকেও মুক্তি পূজার মত মনে করিয়া আল্লাহর নৈক্য লাভের অছিলা সাব্যস্ত করিয়া লয়। তাই তিনি সাবধানতার

জগৎ সেই পাথরের কোন সম্মান করেন নাই। (এতহাক)

এইভাবে স্বয়ং কা'বা শরীফের বিষয় ওমর (রাঃ) বলেন ইহা কতকগুলি প্রহর নির্মিত একটি ঘর। তবে আল্লাহ পাক উহাকে আমাদের কোলা বানাইয়াছেন যেন জীবিতাঙ্গায় উহার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ি এবং মৃত্যুর পর উহার দিকে মুখ করিয়া শোওয়ান হয়।

অন্য হাদীছে আছে হজরত ওমর যখন হাজরে আছওয়াদে নিকট পৌঁছেন তখন বলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকহানের ক্ষমতা তোমার মধ্যে নাই। আমার রব ত তিনি যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। হজুর (হঃ) কে তোমায় চুম্বা দিতে ও হাত লাগাইতে যদি আমি না দেখিতাম তবে কিছুতেই আমি যোতাকে চুম্বা দিতাম না এবং স্পর্শও করিতাম না।

মূলকথা হজরত ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আমরা শুধু হুকুম পালন করি। নচেৎ ইট পাথরের সঙ্গে আমাদের এবাদতের কোন সম্পর্ক নাই। হজরত আলী বলেন যে উহার মধ্যে লাভ নোকহানের ক্ষমতা আছে, তার অর্থ হইল সাক্ষী দিয়া উপকার করে যেমন আজানের শব্দ ততটুকু জায়গায় পৌঁছে, যাবতীয় বস্তু মোয়াজ্জনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সাক্ষ্য দিবে বিধায় এসব বস্তু উপাসনার যোগ্য হইয়া যাওয়া কোন জরুরী নয়।

(৩) عن ابن عباس رضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس من الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم - (ترمذی - أحمد)

হজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন—হাজরে আছওয়াদ (কাল পাথরটি) বেহেশত হইতে যখন অবতীর্ণ হয় তখন চক্ক হইতেও সাদা ছিল কিন্তু মানুষের পাপরাশী উহাকে কাল করিয়া দিয়াছে।

অর্থাৎ মানুষের হাতের স্পর্শে উহা কাল হইয়া যায়। খুব চিন্তা করিবার বিষয় শুধু হাতের স্পর্শে পাথর কালো হইয়া যায় আর যেইসব দিল সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকে, না জানি ঐ সব দিলের কি অবস্থা।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মানুষ যখন একটি গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি দাগ পড়িয়া যায়। পরে সে তওবা করিলে উক্ত দাগ মুচিয়া যায় এবং অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। আর যখন দ্বিতীয় গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে হইতে হইতে

সমস্ত অন্তর কাল হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন খারাপ আমলের দরুন তাহাদের অন্তরে মরিচা জমা হইয়া গিয়াছে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীম জারাতের হইটি ইয়াকূত পাথর। যদি হাজরে মোশরেকগণ উহাকে স্পর্শ না করিত তবে যে কোন রুগী উহা স্পর্শ করিত সে যত বড় মারাত্মক রুগীই হউক না কেন ভাল হইয়া যাইত।

(৪) عن أبي هريرة (رض) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا يعنى الركن اليماني فمن قال اللهم اني اسلك العفو والعافية في الدنيا والاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار قالوا امين - (مشكوة)

হজুরে পাক (হঃ) এরশাদ করেন রোকনে ইয়ামনীতে সত্তর জন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি সেখানে গিয়া বলে, হে খোদা! আমি তোমার নিকট চুনিয়া এবং আখেরাতের সুখ এবং শান্তি কামনা করিতেছি এবং ক্ষমা ও সুস্থতা চাহিতেছি, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর তখন ঐ ফেরেশতারা আমীন বলিতে থাকে।

রোকনে ইয়ামনী বহুত বড় বরকতের স্থান। হজরত এবনে ওমর বলেন যেইদিন হইতে আমরা হজুরকে রোকে ইয়ামনীতে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে যে কোন অবস্থায় আমরা উহার চুম্বন ত্যাগ করি নাই। রোকনে ইয়ামনীতে চুম্বনের অর্থ হইল তওযাফের সময় উহার উপর হাত ফিরান। অন্য হাদীছে আছে হজুর উহাতে চুম্বন করিতেন।

হাজরে আছওয়াদ এবং রোকে ইয়ামনীকে চুম্বন করার বাপারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ যেন কোন বস্তু না পায়! কেননা চুম্বন করা মোস্তাহাব আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

(৫) عن ابن عباس رضي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول املتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجاب بها (حسن)

এবনে আব্বাহ (রাঃ) বলেন আমি হজুরকে বলিতে শুনিয়াছি মোলতাজাম এমন একটি স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। এমন কোন দোয়া সেখানে হয় নাই যাহা কবুল হয় নাই।

মোলতাজাম : কা'বা ঘরের দরওয়াজা হইতে হাজরে আছওয়াদ

পর্বস্তু স্থানকে মোলতাজাম বলা হয় মোলতাজাম শব্দের অর্থ চাপিয়া যাওয়া বা জড়াইয়া ধরা। হজরত এবনে আব্বাহ (রাঃ) ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজের বুক এবং চেহারাকে দেওয়ালের সহিত চাপিয়া উভয় হাতকে লম্বা করিয়া মিলাইয়া বলেন, আমি হজুরে আকদাছ (ছঃ) কে এই ভাবে করিতে দেখিয়াছি। এই স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয় যেই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে আমার মরহুম ওস্তাদ হইতে হজুরে পাক (ছঃ) পর্বস্তু প্রত্যেক ওস্তাদ হাদীছ বয়ান করিবার সময় আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি সেখানে দোয়া করিয়াছি এবং উহা আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই নাপাক লিখকেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

যে যে স্থানে দোয়া কবুল হয়

হজরত হাছান বহরী (রাঃ) একটি পত্রে মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখিয়া ছিলেন যে মক্কা শরীফে পনেরটা স্থানে দোয়া কবুল হয়। ১নং তাওয়াফ করিবার সময়, ২নং মোলতাজামের মধ্যে, ৩নং মীজাবে রহমতের নিকট ৪নং কা'বা শরীফের ভিতর, ৫নং জমজম কূপের নিকট, ৬ ও ৭নং ছাফা মারওয়া পাহাড়ের উপর, ৮নং ঐ দুই পাহাড়ে দৌড়িবার সময়, ৯নং মোকামে ইব্রাহীমের কাছে, ১০নং আরাফাতের ময়দানে ১১নং মোজদা-শাফায়, ১২নং মিনায় ১৩নং শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায় (হেঁদনে হাছীন) কেহ কেহ বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় তাওয়াফ করিবার স্থানে, হাতীম, হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীয়ার মাঝখানের স্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ মোলতাজাম, রোকনে ইয়ামনী হইতে আরম্ভ করিয়া কা'বা ঘরের পশ্চিম দরওয়াজা যাহা বর্তমানে বন্ধ আছে উহাকে কবুলিয়াতের স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৬) عن انس بن مالك (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة الرجل في بيته بصلواة وصلواته في مسجد القبايل بخمس وعشرين صلواة وصلواته في المسجد الذي يجمع بخمس مائة صلواة وصلواته في المسجد الاقصى بخمسين الف صلواة وصلواته في مسجد الحرام بمائة الف صلواة - (مشكوة)

হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ আপন ঘরে নামাজ পড়িলে এক নামাজে এক নামাজের ছওয়াব পায়। মহল্লার মসজিদে পড়িলে পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব পায়, জামে মসজিদে পড়িলে পাঁচ শত গুণ বেশী ছওয়াব পায়, এবং বায়তুল মোকাদ্দাস অথবা আমার মদীনার মসজিদে পড়িলে পঞ্চাশ হাজার গুণ ছওয়াব বেশী পায়। মক্কা শরীফে নামাজ পড়িলে এক লক্ষ নামাজের ছওয়াব পায়।

হজরত হাছান বহরী (রাঃ) বলেন মক্কা শরীফে একদিনের রোজা বাহিরের এক লক্ষ্য রোজার সমতুল্য। সেখানে এক দেহহাম খরচ করিলে এক লক্ষ্য দেহহামের সমান এবং একটি নেকী করিলে এক লক্ষ্য নেকীর সমান ছওয়াব পাওয়া যায়।

বিভিন্ন হাদীছে মসজিদে নববীর ছওয়াব মসজিদে আকহার ছওয়াবের চেয়ে অধিক আসিয়াছে। অথচ এখানে উভয় মসজিদের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজার বলা হইয়াছে। ওলামাগণ এই হাদীছের অর্থ ইহা নিয়াছেন যে এই হাদীছে প্রত্যেক মসজিদের ছওয়াব পূর্ববর্তী মসজিদ হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জামে মসজিদের ছওয়াব পাঁচ শত নামাজ নয় বরং মহল্লার মসজিদ হইতে পাঁচ শত গুণ বেশী। এই হিসাব মতে জামে মসজিদে (১২০০) বার হাজার পাঁচশত নামাজের ছওয়াব মসজিদে আকহার ছওয়াব বায়তুল মোকাদ্দাস লক্ষ (৬২৫০০০০০)। মদীনার মসজিদের ছওয়াব তিন নিল বার খর্ব পঞ্চাশ আরব (৩১২৫০০০০০০০০০) এবং হারাম শরীফের ছওয়াব একত্রিশ শত পঁচিশ পদ (৩১২৫০০০০০০০০০০০) ছোবহানাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডার অকুরন্ত।

যে কোন মসজিদে প্রবেশ করিলে এতেকাফের নিয়ত করিয়া প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে অতিরিক্ত এতেকাফের ছওয়াব ও পাওয়া যাইবে বিশেষ করিয়া হারাম শরীফ এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিতে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

(৭) عن عمر (رض) قال لان اخطى سبعين خطبة بركة احب الى من ان اخطى خطبة واحدة بمكة - (كنز)

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হারাম শরীফে একটা গোনাহ করা আমার নিকট হারামের বাহিরে সত্তরটা গোনাহ করার চেয়েও মারাত্মক।

যেমন মক্কা শরীফে ছওয়াব বেশী সেখানে পাপ করিলেও উহার বিপদ

বেশী। তাই তিনি বলেন মক্কা শরীফে একটি পাপ করার চেয়ে বাহিরে সত্তরটি পাপ করা ভাল ইমাম গাজ্বালী বলেন হারাম শরীফে গোনাহের বিষয় কঠোরভাবে নিষেধ আদিয়াছে। এইসব কারণে অনেক বৃজুর্গ মক্কা শরীফে বেশী দিন থাকাকে না পছন্দ করিতেন কেননা মক্কা শরীফের আদব ও ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলা বহুত কঠিন ব্যাপার।

ওহাব বিন আল ওয়াদ নামক এক বৃজুর্গ বলেন আমি একদিন হাতীমে কা'বার মধ্যে নামাজ পড়িতেছিলাম হঠাৎ কা'বা ঘরের পর্দার ভিতর হইতে আমি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে হে আল্লাহ আমি প্রথমে আপনার নিকট এবং তারপর হে জিব্রীল আমি তোমার নিকট মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, এই সব লোক আমার চতুর্দিকে হাসি ঠাট্টা এবং বেহুদা কার্য কলাপে লিপ্ত থাকে। যদি তাহারা এই সব ক্রিয়া হইতে বিরত না হয় তবে আমি এমন ভাবে ফাটিয়া পড়িব যে, আমার প্রতিটা পাথর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

একদা হজ্জত ৬মর কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন তোমাদের পূর্বে আমাকে। গোত্র এই ঘরের মোতাওয়ী ছিল। ঘরের সামনে ক্রটি করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। তারপর জোরাহাম গোত্র ইহার খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘরকে বে-ইজ্জত করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেন। সুতরাং তোমরা ইহার সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে উহাতে কোন প্রকার ক্রটি করিবে না।

মোহাম্মদ বিন মুজা বলেন জনৈক আজমী ব্যক্তি তাওয়াফ করিতেছিল। লোকটি নেকবখত দীনদার ছিল। তাওয়াফ করিবার সময় জনৈক মুল্লারী মেয়েলোকের পায়ের অলঙ্কারের শব্দ তাহার কানে আসিল। লোকটি সেই মেয়েলোকটার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ রোকনে ইয়ামনী হইতে একটি হাত বাহির হইয়া তাহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে উহাতে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া গেল এবং বায়তুল্লাহ দেওয়াল হইতে আওয়াজ আসিল যে আমার ঘর তাওয়াফ করিতেছ আর আমার গায়েরের দিকে নজর করিতেছ? খাপড় সেই দৃষ্টির প্রতিদান। আর যদি বে-আদবী কর তবে আমিও অধিক প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

(৮) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأَمْلَى فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجَرِ فَقَالَ مَلَى فِي الْحَجَرِ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ فَانْمَاهِي قِطْعَةً مِنَ الْبَيْتِ فَإِنْ قَوْمَكَ اقْتَصِرُوا حِينَ بَنُوا الْكُعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ - (رواه أبو داود)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার মনে চায় কা'বা শরীফের ভিতরে গিয়া নামাজ পড়ি। হুজ্ব আমার হাত ধরিয়া হাতীমের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বলিলেন কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে এখানে প্রবেশ কর কেননা ইহা ঘরের একটা অংশ বিশেষ। তোমার বংশধরগণ যখন কা'বা শরীফকে নতুন করিয়া গড়িতেছিল তখন অর্থের অভাবে এই অংশটাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া দেয়।

কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করা মোস্তাহাব উহাও দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। কোরেশগণ ঘর বানাইবার সময় দরওয়াজাকে অনেক উঁচু করিয়া দেয় যেন যে কেহ সহজে দাখেল হইতে না পারে। হুজ্ব (হঃ) বলিলেন আব্বাসীরা যদি নও-মুছলিম না হইত তবে আমি ঘরকে নতুন ভাবে গড়িয়া হাতীমকে ঘরের ভিতর করিয়া দিতাম। দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম এবং দুইটা দরওয়াজা বানাইতাম যেন এক দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিয়া অল্প দরওয়াজায় বাহির হওয়া যায়। আব্বাসীরা বিন জোবায়ের হুজ্বের ইচ্ছা মোতাবেক গড়িয়াছিলেন কিন্তু হাক্কাজ বিন ইউফ আব্বাস আগের মত করিয়া হাতীমকে বাহির করিয়া দেন। তাহার নিয়ত যাহাই থাকুক না কেন এখন যে বোন ব্যক্তি বিনা কষ্টে বিনা ঘুমে খাছ করিয়া মেয়েলোকেরা হাতীমে নামাজ পড়িয়া ঘরের ভিতর পড়িয়াই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। হাতীমের অংশ হুজ্ব (হঃ) প্রায় সাত হাত পরিমাণ ঘরের অংশ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

একটি কথা মনে রাখিবে, ঘূষ দিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ কিছুতেই জায়েজ নাই। কাহারও প্রবেশের সৌভাগ্য হইলে প্রথমে গোছল করিয়া নেহায়েত খুশি খুশুর সহিত তীওসব্রত অবস্থায় আদবের সহিত দাখিল হইবে। মুজা পরিচা দাখেল না হওয়াই ভাল। জনৈক বৃজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি বায়তুল্লাহ দাখেল হইয়াছেন? তিনি বলেন

যেই পা ঘরের চারিদিকে চক্কর দিয়া ফিরে সেই কি ঘরে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে? তবুপরি আমার জানা আছে এই পা কত না অজ্ঞানের দিকে চলিয়াছে।

كعبة كس منذ سے جا رگے غالب
شرم تم کو مگر نہیں اتی

بہ زمین چوسبید لا کردم زمینی ندا برا مد
کہ مرا خراب کردی بسبید ریا ئی
بطواف کعبہ رفتہ بحرم ندا د ند
کہ بروں درچہ کردی کہ درون خانه بیای

বলিতেছে যে আমি যখন জমিনে ছেজদা করি তখন জমিন হইতে এই আওয়াজ আসিল যে রিয়ার ছেজদা দ্বারা তুমি আমাকে খারাপ করিয়া দিয়াছ। কা'বা ঘরের জিয়ারতে যখন যাই তখন প্রবেশের অনুমতি পাইলাম না বরং বলিল যে বাহিরে কি কি কাজ করিয়া আসিয়াছ যদ্বারা ভিতরে প্রবেশের সাহস করিতেছ।

কা'বা শরীফে প্রবেশ করিলে অবশ্যই দুইটা জিনিস হইতে নিষেধে বাচাইবে কারণ উহা জাহেলদের একটা মনগড়া কাহিনী। প্রথমতঃ দরজার সামনে দেওয়ালের মধ্যে একটা বড়ো আছে উহা ধরিলে নাকি কোরান শরীফের সেই উরওয়াতুল উছকা অর্থাৎ মজবুত কড়াকে ধরা হয়। দ্বিতীয় ভিতরে একটা লোহার খুঁটার মত আছে উহাকে মুখ লোকেরা হুনিয়ার নাভী বলিয়া খানে আপন নাভীকে ঘষে। এই দুইটি কথা সম্পূর্ণ বাজে, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জমজম

(৯) عن جابر رضى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من من لم يشرب له - (ابن ماجه)

হজুর (ছঃ) ফরমাইতেছেন জমজমের পানি যেই নিয়তে পান করা হয় সেই নিয়ত হাছেল হয়।

অন্য হাদীছে আছে উহা পেট ভরার জন্য খাইলে পেট ভরে আর তৃষ্ণা নিবারনের জন্য খাইলে পিপাসা মিটে। উহা জিব্রাইলের খেদমত ইছমাইলের রাস্তা। খেদমত অর্থ জিব্রাইলের চেপায় উহা বাহির হয়।

বিখ্যাত মোহাম্মদেছ ছুফিয়ান বিন উয়াইনার খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হজুর জমজমের পানি যে নিয়তে খায় সেই নিয়ত পুরাহয় এই হাদীছ কি সত্য? তিনি বলিলেন হাঁ সত্য। লোকটি বলিল আমি এই নিয়তে পান করিয়াছি যে আপনি আমাকে দুইশত হাদীছ শুনাইবেন। তিনি বলিলেন আচ্ছা বস। এই বলিয়া তিনি দুইশত হাদীছ শুনাইয়া দিলেন। হজরত ওমর জমজম পান করিতে বলেন ইয়া আল্লাহ্! আমি কেয়ামতের দিন পিপাসা নিবারনের জন্য পান করিতেছি। হাদীছে আছে হজুর (ছঃ) বিদায় হজ্বের দিন জমজমের পানি খুব বেশী বেশী পান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার দেখাদেখি সকলেই শুরু করিবেন নচেৎ আমি বালতি ভরিয়া পান করিতাম। অথচ আছে হজুর উহার পানি চোখে দেন এবং মাথায় ঢালেন। হজুর আরও বলেন আমাদের এবং মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হইল আমরা জমজমের পানি পেট ভরিয়া পান করি আর তাহারা সাধারণভাবে পান কর। হজরত আয়শা জমজমের পানি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং বলিতেন হজুরও উহা সঙ্গে নিয়া যাইতেন এবং রুগীদের উপর ছিটকাইয়া দিতেন। তাহনীর সময় (বাচ্চাদের মুখের প্রথম খাদ্য) হজরত হাছান হোছায়নের মুখে জমজমের পানি দেওয়া হয়। মে'রাজের রাতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) হজুরের ছিনা চাক করিয়া কলবকে জমজমের পানি দ্বারা ধুইয়াছিলেন। অথচ জিব্রাইল বেহেশত হইতে বোরাক তশতরী আরও কতকিছু আনিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে পানিও আনিতে পারিতেন। ইহা হইতে বড় ফজীলত আর কি হইতে পারে।

হজরত এবনে আব্বাহ বলেন হজুরে পাক (ছঃ) জমজমের পানি পান করিতে এই দোয়া পরিতেন।

اللهم انى اسئلك علما نافعا ووزقا واسعا وشفاء من كل داء

অর্থাৎ হে খোদা! আমি তোমার নিকট উপকারী এলিম, প্রশস্ত ব্রিজিক ও যাবতীয় রোগ হইতে শেফা চাহিতেছি।

(১০) عن ابن عباس رضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك الى ولولا ان قومى أخرجونى منك ما سكنت غيرك - (ترمذى)

হুজুর (হঃ) মক্কা শরীফকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করেন, তুমি কতই না ভাল শহর এবং আমার নিকট কত প্রিয় শহর। আমার স্বংশের লোকেরা যদি আমাকে বাহির না করিত তবে কিদ্বুতেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া অশ্রুত বসবাস করিতাম না।

এইসব হাদীছ অনুসারে এবং লক্ষ লক্ষ নেকীওয়াল হাদীছ মোতাবেক বুজুর্গী হিসাবে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহর হইল মক্কা শরীফ, তবুও অনেক বুজুর্গান সেখানে বসবাস করাকে মাকরুহ বলিতেন। ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউছুফ সেখানে থাকাকে মোস্তাহাব বলেন এবং ইহার উপর ফতুয়া। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও অনেকের মতে সেখানে থাকা মাকরুহ। কেননা যেমন সেখানে ছোয়াব বেশী তেমন পাপ করিলে বিপদের আশংকাও বেশী। বসবাস করিলে বে-আদবী বা গুনাহ হইয়া যাওয়া বা সেখানের কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া স্বাভাবিক। হাঁ আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা। তবে দরবেশীর মিথ্যা দাবীদার যারা, তারা হয়তঃ শর্ত সমূহ মানিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু দাবী করা বড় আছান। কবি বলেন—

بہت مشکل ہے بیچنا باد گلگوں سے خلوت میں
بہت آسان ہے یا روں میں معاذ اللہ کہہ دینا

অর্থ ১৭ : নিজ'নে স্থানে লাল রং এর শরাব হইতে শুল্লর নারী হইতে আশ্রয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বন্ধু মহলে নাউজুবিল্লাহ বলা সহজ। মোল্লা আলী কারী বলেন ইমাম আবু হানীফা তানার জমানায় লোকদিগকে দেখিয়া মাকরুহ বলিয়াছিলেন। আর এই জমানার লোক-দিগকে দেখিয়া হারাম বলিয়া ফতুয়া দিতেন।

এই মোল্লা আলী কারী : ০১ : হিজরীতে এন্তেকাল করেন তখনকার জমানায় তিনি হারাম মন্তব্য করিয়াছেন আর আমাদের এই চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষের অবস্থা দেখিলে কি বলিতেন তা খোদাই জানেন।

মক্কা শরীফে থাকা মাকরুহ ইমাম গাজ্জালী উহার তিনটি কারণ লিখিয়াছেন। ১নং সেখানে থাকিলে মক্কা শরীফের জন্য যে একটা আগ্রহ শওক এবং অস্থিরতা তাহা হয়ত কমিয়া যাইবে। ২নং উহা হইতে বিদায়ের সময় যে একটা বিচ্ছেদের ছালা পোড়া এবং পুনরায় আসিবার জব্বা পয়দা হয় সেটা সেখানে থাকিলে হয় না। এই জন্য কোন

কোন বুজুর্গ বলেন অনেক লোক খোরাছানে থাকিলেও তাহার সম্পর্ক বায়-তুল্লার সহিত যে তাওয়াফ করিতে থাকে তাহার চেয়ে বেশী। আবার অনেক লোক ত এমনও আছে স্বয়ং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য তাহাদের নিকট যায়। ৩নং মক্কা থাকিয়া যদি গোনাহ হইয়া যায় তবে উহা বেশী ভয়ের কারণবশতঃ সেখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এমনি ত মক্কা শরীফের প্রতিটি স্থান এমন কি প্রতিটি ইট-পাথর এবং বালুকা পর্যন্ত বরকতওয়াল। তবে পূর্বে বর্ণিত বিশেষ স্থানসমূহ ব্যতীত বরকতের আরও কয়েকটি জায়গা রহিয়াছে। তন্মধ্যে আশ্মাজান খাদীজাতুল কোবরার ঘর, যেখানে হুজুরত ফাতেমার জন্ম হয়। এবং ইব্রাহীম ব্যতীত হুজুরের বাকী সব আওলাদের জন্ম হয়। হিজরতের পূর্বে পর্যন্ত হুজুর যেখানে থাকেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হারাম শরীফের পর সেইস্থান সবচেয়ে বেশী বুজুর্গ। তাছাড়া যেখানে স্বয়ং হুজুর জন্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয় হুজুরত আবু বকরের বাড়ী যাহা স্বর্ণকারদের গলিতে অবস্থিত। উহাকে দারুল হিজরতও বলা হয়। হিজরতের পূর্বে প্রতিদিন হুজুর সেখানে গমন করিতেন। সেখানে দুইটা পাথর ছিল। একটা হুজুরকে ছালাম করিয়াছিল বশতঃ উহার নাম মোতাকালেম, দ্বিতীয় মোতাকী, যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া হুজুর বসিতেন। তারপর হুজুরত আলীর জন্মস্থান, দারে আরকাম, যেখানে হুজুরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুহলমানের সংখ্যা চল্লিশ জনে পরিণত হয়। উহা ছাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। এখানেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

তারপর জাবালে ছুরের গুহা যেখানে হিজরতের সময় হুজুর এবং ছিদ্দীকে আকবর আশ্রয়গোপন করেন। কোরান পাকে ঐ গুহার উল্লেখ আছে। হেরা পর্বতের গুহা, যেখানে হুজুর নিজ'নে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং সর্বপ্রথম ছুরায়ে একরা অবতীর্ণ হয়। মসজিদুর রায়াত মসজিদে জিন, যেখানে জিনদের এজতেমা হইয়াছিল। হুজুর আবতুল্লাহ বিন মাছ-উদ-দে সজে নিয়া এক জায়গায় বসাইয়া তাহাদের নিকট গিয়াছিলেন। মসজিদুস সাজরাহ্-যাহা মসজিদে জিনের নিকট অবস্থিত। সেখানে একটি গাছ আছে। গাছটি হুজুরের ডাকে মাটি চিরিয়া আসিয়াছিল এবং পুনরায় আপন স্থানে চলিয়া যায়। মসজিদুল গনম যেখানে মক্কা বিজয়ের

দিন হজুর বয়আত নিয়াছিলেন। মসজিদে আজইয়াদ, মসজিদে আবু কয়েছ, মসজিদে তুয়া, মসজিদে আয়েশা, যেখান হইতে ওমরার এহরাম বাঁধা হয়। মসজিদুল আকাবা, মিনার নিকট যেখানে হিজরতের পূর্বে আনছারগণ বয়আত করিয়াছিলেন। এই মসজিদ মক্কা হইতে মিনার দিকে য ই ত রাস্তার বাম পাশে একটু দূরে অবস্থিত। মসজিদুল জায়াব, যেখানে হজুর মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ হইতে ফেরার পথে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মসজিদুল কাবস, হযরত ইব্রাহীমের কোরবানীর জায়গা। ইছমাইলকে এখানেই কোরবানী করা হয়। মসজিদুল খায়েক, মিনার মধ্যে প্রসিদ্ধ মসজিদ, বলা হয় যে সেখানে সত্তর জন নবীর কবর আছে। গারে মোরছালাত, যেখানে ছুরায়ে মোরছালাত নাজেল হয়। জান্নাতুল মোয়াত্তা, মক্কা শরীফের কবরস্থান। সেখানে মা খাদীজার কবর রহিয়াছে।

এইসব ছাড়াও অনেক বরকত ওয়ালা জায়গা আছে। আসল কথা হইল পবিত্র মক্কা ভূমিতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আমার প্রিয় নবীজীর অথবা ছাশাযয়ে কেরামের কদম মোবারক পড়ে নাই?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ওমরার ব্যান

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাথে সাথে যেমন নফল নামাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন যে কোন মুহূর্তে আশেকীনগণ শাহেনশাহের দরবারে হাভীরা দিতে পারে। তদ্রূপ ফরজ হজ্ব ব্যতীত বৎসরের পাঁচ দিন ছাড়া (অর্থাৎ নয়ই জ্বিলহজ্ব হইতে তেরই জ্বিলহজ্ব পর্যন্ত) অশ্রু যে কোন দিন দরবারে হাজির হওয়ার জন্ত ওমরার ব্যবস্থা কর হইয়াছে। ইহা আল্লাহ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক (রঃ) উহাকে কমপক্ষে জীবনে একবার (সামর্থ থাকিলে অথবা সেখানে পৌছিয়া গেলে) ছুন্নত বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী অথবা আহমদের নিকট ওয়াজেব। আবার কেহ কেহ উহাকে ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন—

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

তোমরা হালেছ আল্লাহর জন্ত হজ্ব এবং ওমরাকে পুরাপুরি ভাবে আদায় কর।

পুরাপুরির অর্থ হইল বর হইতে এহরাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া।

কিন্তু ওলামাগণ লিখিয়াছেন মীকাত হইতে এহরাম বাঁধাই উত্তম। কেননা দীর্ঘদিন এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকিলে এহরামের বিপরীত কার্যকলাপও প্রকাশ পাইয়া যায় আর ফজীলত লাভ করার চেয়ে গোনাহ হইতে বাঁচার মূল্য অনেক বেশী।

হজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের পর মাত্র একবার হজ্ব করেন অথচ ওমরা করেন চারবার, তন্মধ্যে একটি কাকেরদের বাধা দেওয়ার দফন পূর্ণ হয় নাই বাকী তিনটি পূর্ণ করিয়াছেন।

(১) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ حَجَّةُ مَبْرُورَةً أَوْ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةً - (أحمد)

হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন সবশেষ আমল নেকী ওয়ালা হজ্ব অথবা নেকী ওয়ালা ওমরা।

প্রথম পরিচ্ছেদের ২রা হাদীছে এই হাদীছের পূর্ণ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে ওমরা হইল ছোট হজ্ব। অর্থাৎ প্রায় হজ্বের মতই যাবতীয় ফাজায়েল এবং বরকত ইহাতে পাওয়া যায়।

হজুর এরশাদ করেন এক ওমরা অথ ওমরা পর্যন্ত মধ্যভাগের যাবতীয় গোনাহের জন্ত কাকফরা স্বরূপ।

(২) عَنْ أَبِي عُبَيْسٍ (رَضِيَ) قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَيْجُ ابْنِ بَنِي وَتَرِ كَانِي فَقَالَ يَا أُمُّ سَلِيمٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ - (ترمذی)

হজরত উম্মে ছোলায়েম হজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আমার স্বামী এবং তাহার ছেলে আমাকে একা ছাড়িয়া হজ্জে চলিয়া গিয়াছে হজুর বলেন রমজান মাসে ওমরা করা আমার সহিত হজ্ব করার সমতুল্য।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে হজুর যখন হজ্জে যাইতেছিলেন তখন জনৈক মহিলা তা'র স্বামীকে বলিল আমাকে হজুরের সহিত করাইয়া দাও। স্বামী বলিল আমার কাছে ত উট নাই ত্রী বলিল তোমার নিকট ত অমুক উট আছে। সে বলিল উহা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করিয়াছি। মেয়েলোকটি বাধা হইয়া রহিয়া গেল। হজ্ব হইতে ফিরিবার পর স্বামী হজুরের নিকট পুরা ঘটনা শুনাইল। হজুর বলিল হজ্বও ত আল্লাহর রাস্তা

ছিল। সে উটে করিয়া হজ্জ করিলে কোন অসুবিধা ছিল না। লোকটি বলিল আমার বিবি হজুরের খেদমতে ছালাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে তখন কি উপায়ে হজুরের সহিত হজ্জ করার ছওয়াব পাইতে পারে। তখন হজুর বলেন তোমার স্ত্রীকে আমার ছালাম বলিয়া জানাইবে যে রমজান মাসে ওমরা করিলে আমার সহিত হজ্জ করার ছওয়াব পাইবে। (আবু দাউদ)

(৩) عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ
والعمار وفد الله أن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم - (مشكوة)

হজুর এরশাদ করেন হজ্জ এবং ওমরা করনেওয়ালার আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি। তাহারা দোয়া করিলে আল্লাহ পাক কবুল করেন এবং কমা প্রার্থনা করিলে গোনাহ্ মাক্ফর করিয়া দেন।

অন্যতঃ আছে তিন প্রকারের লোক আল্লাহর প্রতিনিধি। মোজাহেদ, হাজী, ওমরা করনেওয়াল। যেইরূপ বাদশাদের দরবারে যে কোন দলের বা দেশের প্রতিনিধিদের সম্মান করা ঠিক তদ্রূপ পরওয়ারদেগারের দরবারেও ইহাদের সম্মান এবং একরাম করা হয়। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়। অন্যতঃ হজুর বলেন যাহার কুদরতি হাতে আমার জ্ঞান সেই খোদার হুকুম। কোন ব্যক্তি যখন কোন উচ্চ ভূমিতে লাক্ষ্যকৈক বলে তখন ছুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাহার সম্মুখের জমীন লাক্ষ্যকৈক ও তাকবীর বলিতে আরম্ভ করে। হজুর আরও বলেন ইহাদের এক এক দেহহাম খরচের বদলে দশ দশ লক্ষ দেহহাম দেওয়া হয়। একটি রেওয়াতে আছে মক্কার লোক যদি জানিত তাহাদের উপর হাজীদের কতটুকু হক আছে তবে তাহারা হাজীদের আগমনে তাহাদের ছওয়ারীকে পর্যন্ত চুম্বন করিত।

(৪) عن ابن مسعود (رض) قال قال رسول الله ﷺ
الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة - (رواه الترمذی)

হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন পর পর হজ্জ এবং ওমরা করিতে থাক কেননা এই উভয় আমল গরীবী এবং গোনাহসমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা এবং স্বর্ণ চাঁদীর ময়লাকে পরিষ্কার করিয়া দেয়।

পরপর অর্থ হজ্জ ওমরা একত্রে করা বা হজ্জ করিয়া ওমরা করা ওমরা করিয়া হজ্জ করা। হজ্জ ওমরা এক এহরামে একত্রে আদায় করাকে হজ্জেরান বলে। হানাফী মজহাবে তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে উহাই উত্তম। কেননা হজুর (ছঃ) হজ্জ এবং ওমরা একই এহরামে আদায় করিয়াছেন।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে হজ্জ ওমরা পরপর আদায় করিলে হায়াত বৃদ্ধি পায় ও কব্রীতে বরকত হয়। ইমাম নববী লেখেন বেশী বেশী করিয়া ওমরা করা মোস্তাহাব এবং তৌফিক থাকিলে প্রতিমাসে একবার ওমরা করা চাই।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) হজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েলোকের জন্য কি জেহাদ আছে? হজুর বলেন আছে তবে উহাতে কাটাকাটি মারামারি নাই উহা হইল হজ্জ এবং ওমরা। জৈনিক ছাহাবী হজুরের খেদমতে আসিয়া আজ্ঞা করিলেন হজুর! শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস আমার হয় না, আমি কি করি? হজুর বলেন তোমাকে এমন জেহাদ শিখাইতেছি যেখানে লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্জ এবং ওমরা করা।

(৫) عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال من أهل بكة
من بيت المقدس غفر له - (ابن ماجه)

হজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাস হইতে ওমরার নিয়ত করিয়া আসিতোছে তাহার গোনাহ মাক্ফর।

উম্মে হাকীম নামক তাবেরী মেয়েলোক উম্মে ছালামার নিকট এই হাদীছ শুনিয়া শুধু এহরাম বাঁধিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস যান সেখান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করেন।

ইহাই ছিল হাদীছের মর্যাদা। ছাহাবারা হাদীছ শুনিবা মাত্র নিজের শক্তি সামর্থ অনুসারে উহার উপর আমল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জিয়ারাত মদীনা

বিখ্যাত মোহাম্মদছ, ফকীহ হানাফী হজরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) লিখিয়াছেন কয়েক লোক ব্যতীত সারা বিশ্ব মুসলিমের সব সম্মত অতিমত হইল যে হজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য কাজ এবং এবাদাত, তছপরি উহা কামিয়াবীর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাইবার